বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০১২-২০১৩)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mohfw.gov.bd

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- এর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১২-২০১৩

প্রকাশনায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

এম, এম, নিয়াজউদ্দিন
সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

এ, এন, সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সম্পাদনা পরিষদ

বেগম মাহমুদা আকতার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

ডাঃ মোঃ সাজেদুল হাসান
যুগ্ম-সচিব (নির্মাণ)

এ. কে. এম. মুখলেছুর রহমান
উপ সচিব (প্রশাসন-২)

ফাতেমা রহিম ভীনা
উপ সচিব (প্রশাসন-৪)

বেগম নুসরাত আইরিন
সিনিয়র সহকারী সচিব (পার-৫)

আহমেদ লতিফুল হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট

প্রকাশকাল ঃ
ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রচ্ছদ ঃ এস. এম. আলমগীর হোসাইন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
কম্পিউটার সহায়তা ঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, কম্পিউটার সেল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ঃ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়তে স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর কোন বিকল্প নাই। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের আপামর জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ আন্তরিক প্রচেষ্টা বিগত প্রায় ৫ (পাঁচ) বছরে নি:সন্দেহে উল্লেখযোগ্য মাত্রা অর্জন করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২২ (বাইশ) কোটি সেবাগ্রহীতাকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে যা অভূতপূর্ব। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-স্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ চিকিৎসাসেবা সহজলভ্য করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবাকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন আইন বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান আইনের সংস্কার করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসকল কর্মপ্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এ অর্জন তথা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরকারের অঙ্গীকার বিস্তারিতভাবে সকলের জানা প্রয়োজন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তৈরী হয়েছে।

আমি এ প্রতিবেদন তৈরীর সাথে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(এম, এম, নিয়াজউদ্দিন)
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকার লাভে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য জানার সুযোগও তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকার খাতের মধ্যে স্বাস্থ্য খাত একটি। বিগত কয়েক বছরে এ খাতে উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির প্রসার, মাতৃ মৃত্যু হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ প্রভৃতি স্বাস্থ্য খাতে সফল ব্যবস্থাপনার চিত্র। আন্তর্জাতিকভাবেও স্বাস্থ্য খাতের এ সফলতার স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন সূচকের উন্নতি হলেও এখন রয়েছে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মত একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাজ করে যাচ্ছে। তাই সরকারের প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে জনগণের অবহিত থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এমডিজি ৪ ও এমডিজি ৫ এবং ভিশন ২০১১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক আরও কাজ করে যেতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রণীত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে বলে মনে করি। স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার মাধ্যমে জনগণ আরও সচেতন হবে।

এ প্রতিবেদনটি প্রকাশে সম্পাদনা কমিটি এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে ধন্যবাদ জানাই।

(এ. এম. বদরুদ্দোজা)
অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন একই সাথে জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে অন্যতম। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ গুণগত ও মাত্রাগত অর্জন দৃশ্যমান হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যার উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবার আধুনিক সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে রাজধানীমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে নাগরিককেন্দ্রিক এবং টেকসই একটি সুষম স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য মন্ত্রণালয় কাজ করে চলছে। বাংলাদেশে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের সাথে সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশনের প্রসার ঘটেছে এবং সূচনা করেছে এক নতুন অধ্যায়। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য টেলিমেডিসিনের ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় যে সনাতন রূপ ছিল ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দ্রুত সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার সংস্কার ঘটেছে। স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন ও সেবা সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করছে নিরন্তর।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সংস্কার সাধনের বহুবিধ এবং সমন্বিত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। উন্নয়নশীল বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রভূত সাফল্য এবং দেশব্যাপী স্বাস্থ্যখাতের সুষম উন্নয়ন বিশ্বমানচিত্রে লাভ করেছে এক গৌরবময় পরিচিতি। ২০১২-১৩ অর্থ বছর ছিল একটি সফল কর্মবছর।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(এ, এন, সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i-iv
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১-৬৯
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৭০-৭৮
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৭৯-৮০
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮১-৮২
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৩-৮৪
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৫-৮৯
গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং)	৯০
সেবা পরিদপ্তর	৯১-৯৩
ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৪-৯৫
যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন সংস্থা (টেমো)	৯৬
নবনির্মিত উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	৯৭-১০০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তালিকা	১০১-১০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের তথ্য প্রাপ্তির আইনি অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। জনগণের তথ্য লাভের ক্ষেত্রে অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কাছে থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ড, প্রশাসনিক শৃংখলা, আর্থিক ও অবকাঠামোগত চিত্র, সামাজিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ, স্বাস্থ্যসেবা, আইন বিধি-নীতিমালা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৮টি অনুবিভাগ ও ৮টি সংস্থা রয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থাগুলোর অনুমোদিত পদ ১,৯৫,৬৭৮টি, এর মধ্যে শূন্য পদ ৩২,২০১টি। এসকল শূন্যপদ পূরণ করার জন্য প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০১২-১৩ সালে পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩০৭টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ১৭৬টি। বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে সরকারি কর্ম কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে কমিশনের মতামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে বিভাগীয় মামলার ডাটাবেজ তৈরি করে দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১২-১৩ সালে মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত রিট ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের মামলার সংখ্যা ছিল ৩৮৩টি। প্রাপ্ত সকল মামলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য মন্ত্রণালয়ের মামলাসমূহের তথ্যাদি নিয়ে একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৫,৫২৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৫,২৫৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৫%। ২০১২-১৩ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে ৩৮২৫ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলেও ব্যয় হয়েছে ৩৩০৮ কোটি ২০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ৮৬.৪৮%। ২০১১-১২ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয় হয়েছিল ৮৭%। গত অর্থ বছরের তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও অর্থছাড়ে বিলম্বের কারণে ব্যয় কিঞ্চিত হ্রাস পেয়েছে।

৪। মন্ত্রণালয়ের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২০১২-১৩ সালে মোট পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,১৭৯টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ২,৭৪৩.১২ কোটি টাকা। এসময়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ১০০৪টি এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ১৬৬.১৪ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৫। স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫৬,৯৯৩.৫৪ (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত তিরানব্বই) কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব সম্বলিত Health Population & Nutrition Sector Development (HPNSDP) শীর্ষক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল জনগণ বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টি মান বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যে তিনস্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সূচকগুলোতে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতি বিশ্ব মানচিত্রে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক

২০১১ সালে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে পুষ্টি সেবার কার্যক্রমকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত সেবার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এলাকা ভিত্তিক সেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৬। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইউনিসেফ এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে (২০১৩) দেখা যায় যে, বাংলাদেশে অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যু বর্তমানে ৪১ প্রতি হাজার জীবিত জন্মে। এটি সম্ভব হয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, শিশু রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ডায়রিয়া এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে। মাতৃমৃত্যু হ্রাসে বর্তমান সরকার প্রভূত অগ্রগতি লাভ করেছে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে তৎপর রয়েছে। ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখে ১৯৪ এ নেমে এসেছে ২০০১ সালেও যা ছিল ৩২০। দরিদ্র মহিলাদের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার জন্য ৫৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের আওতায় ১,৫২,৪০১ জনকে জরুরি প্রসূতি সেবা ও সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, সারাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত প্রসূতির সংখ্যা ১১,১১,০৪৮ এবং এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা ছিল ৪,০৪,৩৬২। সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রসব সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের হার উর্দ্ধমুখি। বাংলাদেশে জন্মহার হ্রাস, নারীশিক্ষার অব্যাহত প্রসার, বিবাহের বয়সবৃদ্ধি ইত্যাদি সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

৭। বাংলাদেশ প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে এশিয়ায় ৫ম এবং বিশ্বে ৮ম জনবহুল দেশ হিসাবে অবস্থান করছে। জনসংখ্যার আধিক্য এবং বৃদ্ধির হার বাংলাদেশে নানা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সরকারের বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে মোট প্রজনন হার বর্তমানে ২.৩ এ নেমে এসেছে এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬১.৭%-এ উন্নীত হয়েছে। বিবিধ আর্থসামাজিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নারী শিক্ষার অগ্রগতি, জরুরি প্রসূতি সেবা সম্প্রসারণ, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসুচি ও শিশুরোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশের জনমিতিক সূচকসমূহে অগ্রগতি বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচিতে গতি সৃষ্টি ও তদারকি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নতুনভাবে জনসংখ্যা নীতি ২০১২ জারি করা হয়। জনংসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এই নীতিমালা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৮। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে গণমাধ্যমের পাশাপাশি আন্তর্ব্যক্তিক মাধ্যমকে গুরুত্ব দান করা হয়েছে। এ কর্মসূচিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল, এভি ভ্যানের মাধ্যমে নাটক, শর্ট ফিল্ম, টিভি স্পট, রেডিও বার্তা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পল্লীগান, বিলবোর্ড, নিয়ন সাইন এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম প্রচারের জন্য ইমামদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা) গ্রহণকারীর সংখ্যা ২,৪৯,৭৫৪ জন, দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ আইইউডি ২,৮১,১৬০ জন এবং ইমপ্ল্যান্ট ২,৬৩,২৮৯। ২০১৩ সাল পর্যন্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ ৩৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই ক্রয়ের মাধ্যমে সারাদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৯। গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক একটি সফল অধ্যায়ের নাম। এটি দেশের সর্বনিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসাবে কাজ করছে। দীর্ঘ ৬ বছর

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি (২০০৯-২০১৪) রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়েছে এবং দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে জরুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার কল্যাণ সেবা। জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য জেলা উপজেলা হাসপাতালে রেফারেল ব্যবস্থা হিসাবে কমিউনিটি ক্লিনিক কাজ করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৫১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এসময়ে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ১৩৬ কোটি টাকা মূল্যের ৩০ প্রকার ঔষধ সেবাপ্রত্যাশী জনগণের কাছে বিনামূল্যে সরবরাহ করেছে।

১০। ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD) ২০১৩ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী সারাদেশে দক্ষ সেবা গ্রহণকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০১১ সালের ৩২.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৪.০% এ উন্নীত হয়েছে; প্রসব পরবর্তি সেবা গ্রহণকারীর হার (CPR) ২০১১ সালের ৬১.০% থেকে ২০১৩ সালে ৬২.০% এ উন্নীত হয়েছে; আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০১১ সালের ৫২.১% থেকে ২০১৩ সালে ৫৩.১% এ উন্নীত হয়েছে। এই জরিপে আরও দেখা যায় যে, বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা সম্পন্ন শিশুর হার ২০১১ সালের ৪১.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৯.০% এ নেমে এসেছে এবং বয়সের তুলনায় কম ওজনের শিশুর হার ২০১১ সালের ৩৬.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৫.০% এ নেমে এসেছে।

১১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন অবকাঠামো নির্মাণ অব্যাহত আছে। জনগণের প্রত্যাশা ও সরকারি সম্পদের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে ঢাকাস্থ খিলগাঁও (মুগদা) এ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ, তেজগাঁও এ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইএনটি এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণ আধুনিকায়ন ও ঢাকার ফুলবাড়িয়াস্থ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারি হাসপাতালের আধুনিকায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এবং রেফারেল সেন্টার, খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ এবং ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ডাইজেষ্টিভ ডিজিজ রিসার্চ এবং হাসপাতাল নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এ সময় সারাদেশে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৫০৯টি শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সরকার পরিচালিত হাসপাতালসমূহে রোগী প্রতি পথ্য বাবদ দৈনিক বরাদ্দ ৭৫/- টাকা হতে ১২৫/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে বিশেষ বিশেষ দিনে রোগীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের নিমিত্ত বেড প্রতি ১২০/- টাকা হতে ২০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশে গরীব রোগীদের মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে পাইলট হিসেবে স্বাস্থ্য বীমা অচিরেই চালু করা হচ্ছে।

১২। সাধারণ জনগণের চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতার উপর লক্ষ্য রেখে ঔষধ শিল্পকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হচ্ছে। ঔষধ শিল্পে অগ্রগতি ও উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৩ সালে ৫৪০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে এবং রপ্তানির এ হার উর্ধ্বমুখী। ঔষধ শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য ঢাকার মহাখালীতে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখানে টেষ্টিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঔষধ শিল্পের সামগ্রিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে এবং কাঁচামাল সহজলভ্য ও সুলভ করার উদ্দেশ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) পার্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালায়ের রাজস্ব আয়ের অন্যতম খাত। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এই খাতে ১৫,৯২,৬৮,০০০ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। গত ২০১১-১২ অর্থবছরে এখাতে রাজস্ব আয় ছিল ৮,৫৪,৮৯,১৪৯ টাকা। গত অর্থবছর ও এ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। সেবার মান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে এবছর বহুমুখি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, সিলেকশন গ্রেড প্রদান, পদোন্নতিসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনায় সঞ্চার করা হয় নতুন গতি। সারাদেশে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে ৪৬৩টি পদ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মোট ৬,৮৫০টি পদ সৃজন করা হয়। উল্লেখ্য শুধু সেবা পরিদপ্তরের আওতায় ৪,৭৪৪টি রাজস্ব পদ সৃষ্টি করা হয়। দেশের স্বাস্থ্য ক্যাডারে শূন্য স্থান পূরণ করে প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার পদায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ অর্থ বছরে ৩১ ও ৩২তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৬৯৩ জনকে নিয়োগদান করা হয়। পদোন্নতির জট নিরসন করে এসময়ে সর্বমোট ৩৩১৬ জন ডাক্তারকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য ডাক্তারদের দ্রুত পদোন্নতি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 সংশোধন করা হয়েছে এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা ১৯৮০ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ৪৩,৫৪০ টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ করা হয় এবং এ অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪,২৪৯টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সেবা পরিদপ্তরে সিনিয়র ষ্টাফ নার্স পদে প্রায় ৫,০০০ নার্স নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়।

১৪। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সাল থেকে বিভিন্ন ই-হেলথ ও ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরেও স্বাস্থ্য সেবায় প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করেছে সেবার গতি এবং বিস্তৃত করেছে সেবার পরিধি। ইতোমধ্যে ই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে ও নতুন কিছু কর্মসূচিও সংযুক্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা, উচ্চ শিক্ষার প্রেষণ ব্যবস্থাপনা, প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি তদারকি সফটওয়্যার, মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রসূতি পরামর্শ এবং মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চমৎকার ফল দিয়েছে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সংগ্রহ ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনার ওয়েব পোর্টাল এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নাগরিকগণ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকের কাছ থেকে যে কোন সময় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারছেন।

১৫। দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসময় কয়েকটি আইন বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে অন্যান্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম। এসময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজন জনসংখ্যা নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন। মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩ প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২২/০৯/২০১৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গেজেট আকারে জারি হয়েছে এবং এই আইনের অধীনে একটি খসড়া বিধিমালাও প্রণীত হয়েছে। এছাড়া দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এমন দুটি আইন- বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৩ এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত অবস্থায় রয়েছে। কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনা ও স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়োগ বিধিমালা জারি করা হয়েছে।

১৬। বিশ্বে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের পালাবদল ঘটেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সংস্কৃতির প্রতিটির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সাথে বদলে যাচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র। উন্নয়নমুখী প্রশাসন, গ্রাহক কেন্দ্রিক সেবা, স্বাস্থ্য খাতে প্রযুক্তির বিস্ময়কর ব্যবহার, স্বাস্থ্য সেবার ক্রমসম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্তিকরণের ফলে দেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে টেকসই ও সুষম স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বাস্থ্য সাময়িকী ল্যানসেটে বাংলাদেশের ব্যয় সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও সুষম উন্নয়নের বিষয়ে ২০১৩ সালে মিলেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। সার্বিকভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছর ছিল বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের একটি মাইলফলক। এ যাত্রা অব্যাহত থাকবে আগামী দিনগুলোতেও।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভূমিকাঃ

মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে স্বাস্থ্য সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলন, শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন-এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার সাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশে ব্যয়সাশ্রয়ী, আধুনিক, কার্যকর এবং টেকসই মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসক ও চিকিৎসা অবকাঠামোর পাশাপাশি যুগপৎ নিরাপদ ঔষধ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে।

সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত স্বাস্থ্য খাত। বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে এ খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিস্তার, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭-এ আনয়ন, অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন এ ও ফলিক এসিড বিতরণ- এ সবই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফলতার চিত্র।

স্বাস্থ্য খাতে বিবিধ উন্নতি ও সফলতার পাশাপাশি রয়েছে বিবিধ ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। নারীর অকাল প্রজনন, প্রসব ও প্রসবোত্তর জটিলতা, অঞ্চলভেদে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে সমস্যা, দেশের কতিপয় অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার, ধূমপান ও মাদকাসক্তি, অপরিকল্পিত খাদ্যাভাসজনিত রোগের প্রকোপ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অব্যাহত নদীভাঙ্গন ও জলবায়ু বিপর্যয়জনিত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নতুন রোগের আবির্ভাব, নগরমুখীনতার ফলে শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত: বস্তিবাসীর মধ্যে নিরাপদ পানির অভাব, নিম্নমানের পয়:নিষ্কাশন ও অপুষ্টির ফলে সৃষ্ট রোগ/ব্যাধি ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ সব বিপ্রতীপ প্রতিকূল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অবকাঠামোতে ব্যাপক উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থা সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্য-সেবার চিত্র। দেশে ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে টেকসই, আধুনিক, স্থিতিশীল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশনঃ

ভিশন (Vision): জাতি-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণি-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী-ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ।

মিশন (Mission): সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গ্রাহক কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মান উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার পূর্ন বন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয়সাধন।

কর্মপরিধিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business,1996 এর Allocation of Business among the Different Ministries & Divisions (Schedule-1) অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ
২. মেডিকেল, নার্সিং, ডেন্টাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, প্যারা-মেডিকেল এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পরিচালনা
৩. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মাননির্ধারণ
৪. ঔষধ আমদানি এবং রফতানিতে মান নির্ধারণ
৫. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ
৬. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন
৭. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/ আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন/সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত, যেমন- টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মাসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দান।
৮. নিম্নোক্ত বিষয়াদি
   ক) জনস্বাস্থ্য
   খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
   গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ
   ঘ) মহামারী, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ
   ঙ) স্বাস্থ্য বীমা
   চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ
   ছ) ধূমপান প্রতিরোধ
   জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টি সংক্রান্ত রোগ
   ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি
৯. নিম্নোক্ত বিষয়াদি
   ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ
   খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় সংক্রান্ত
   গ) মানসিক ব্যাধি
১০. মাদক নিয়ন্ত্রণ
১১. দুগ্ধজাত খাবার নিয়ন্ত্রণ
১২. নদী বন্দর এবং বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান
১৩. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
১৪. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি
১৫. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ
১৬. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা
১৭. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা
১৮. হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ
১৯. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ

২০. সহায়ক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পুনর্বাসন
২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি
২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারিদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র
   ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারি
   খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারি এবং
   গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন
২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts
২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী থাকেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ০৮ (আট) টি সংস্থার কর্মকাণ্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করে থাকেন। এছাড়া সচিব প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহঃ

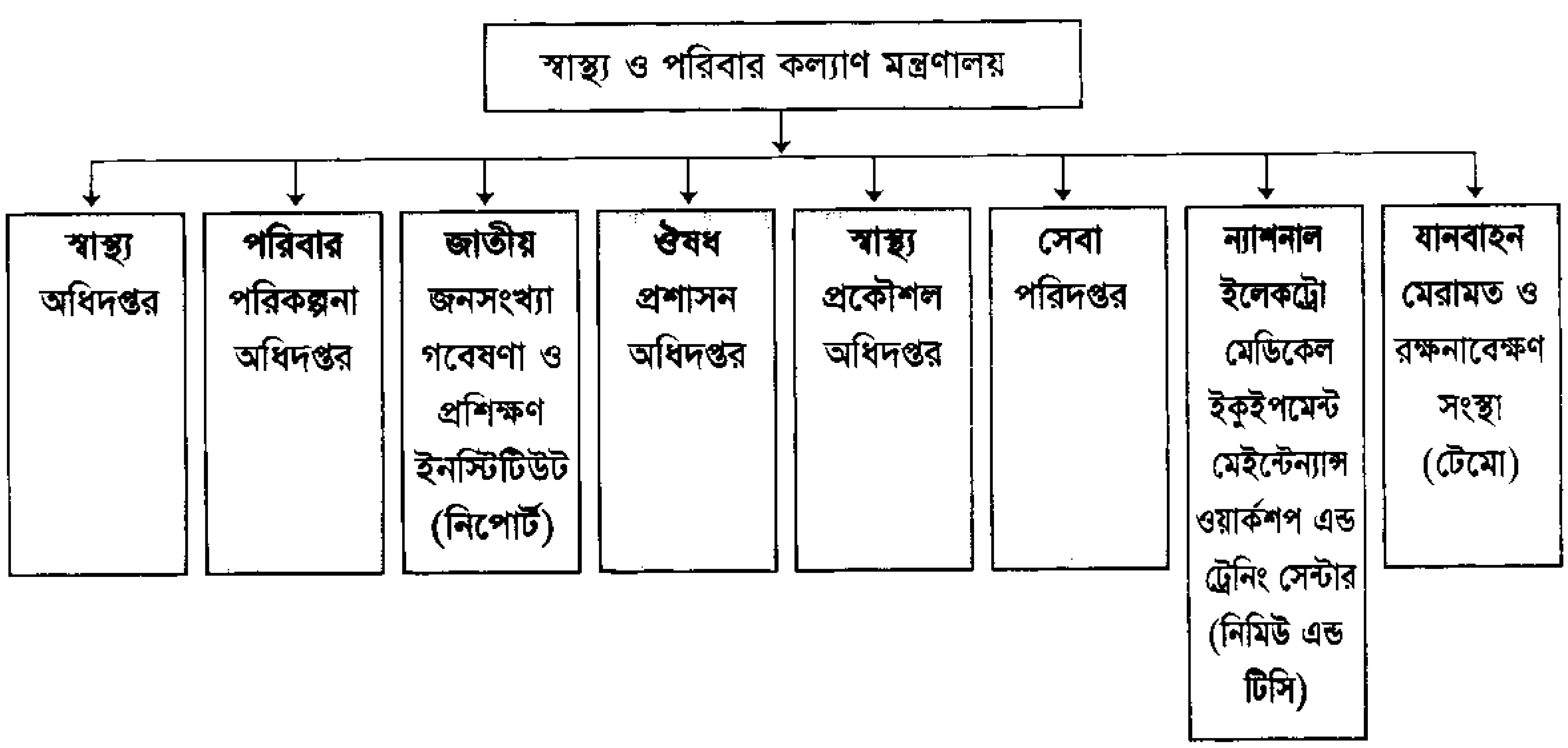

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম

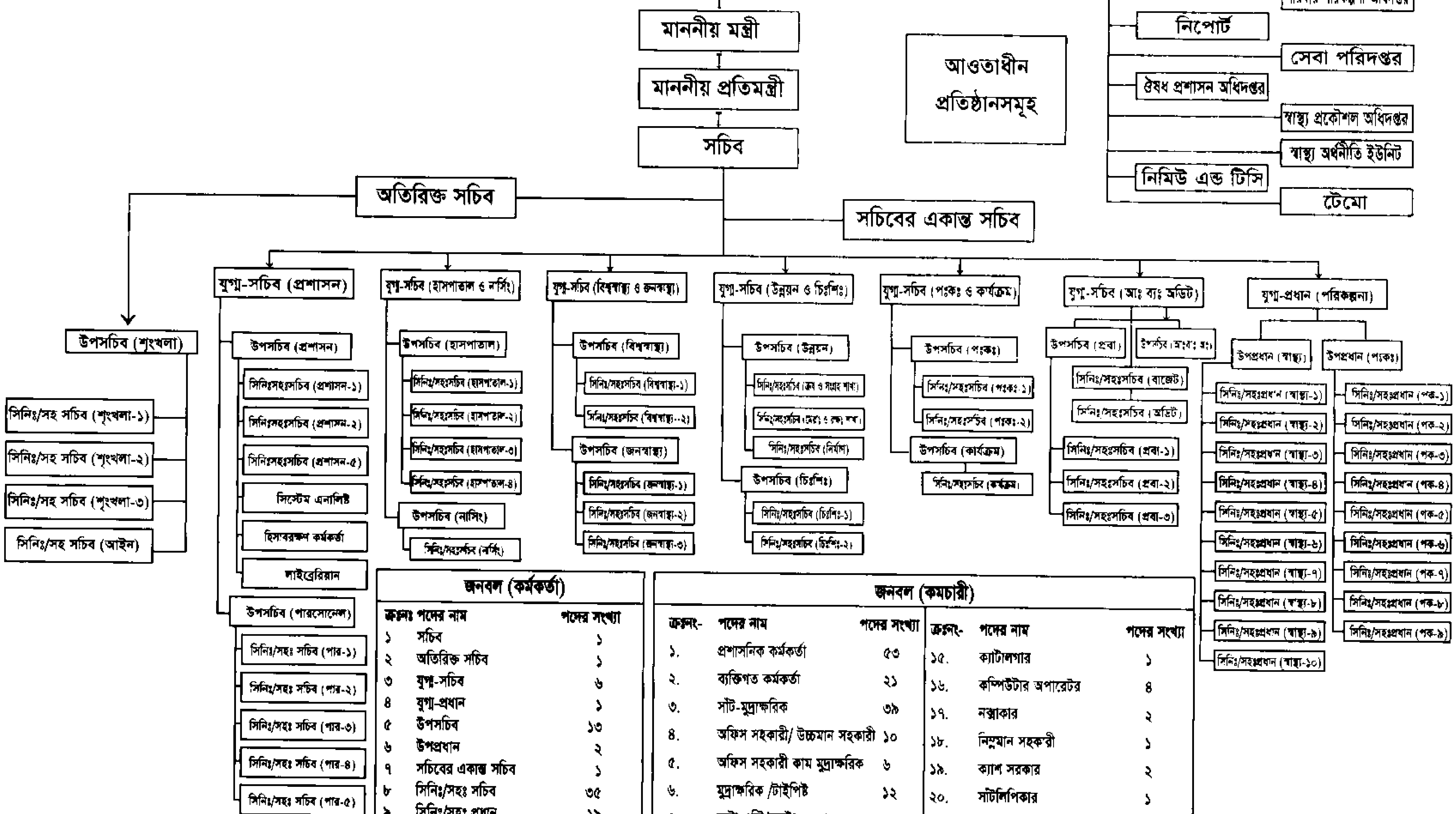

জনবল (কর্মকর্তা)

ক্রমঃ	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১
৩	যুগ্ম-সচিব	৬
৪	যুগ্ম-প্রধান	১
৫	উপসচিব	১৩
৬	উপপ্রধান	২
৭	সচিবের একান্ত সচিব	১
৮	সিনিঃ/সহঃ সচিব	৩৫
৯	সিনিঃ/সহঃ প্রধান	১৯
১০	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১১	প্রোগ্রামার	৩
১২	মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	৪
১৪	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১৫	সিনি: কম্পিউটার অপা:	২
১৬.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৪
১৭.	গ্রন্থাগারিক	১
	মোট	৯৬

জনবল (কর্মচারী)

ক্রমনং-	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫৩
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১
৩.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৩৯
৪.	অফিস সহকারী/ উচ্চমান সহকারী	১০
৫.	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	৬
৬.	মুদ্রাক্ষরিক /টাইপিষ্ট	১২
৭.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপার ভা:	২
৮.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১
৯.	হিসাবরক্ষক	২
১০.	সাহকারী হিসাবরক্ষক/কোষাধ্যক্ষ	৩
১১.	ক্যাশিয়ার/হিসাব সহকারী	৪
১২.	অডিট সুপার	৪
১৩.	অডিটর	৮
১৪.	পরিসংখ্যানবিদ	১
১৫.	ক্যাটালগার	১
১৬.	কম্পিউটার অপারেটর	৪
১৭.	নক্সাকার	২
১৮.	নিম্নমান সহকারী	১
১৯.	ক্যাশ সরকার	২
২০.	সাঁটলিপিকার	১
২১.	প্লেইন পেপার কপিয়ার অপা:	১
২২.	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	২
২৩.	ডেসপাচ রাইডার	২
২৪.	গাড়ীচালক	২
২৫.	দপ্তরি	১
২৬.	এমএলএসএস	৮৯
২৭.	সুইপার	৩
	সর্বমোট	২৭৭

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

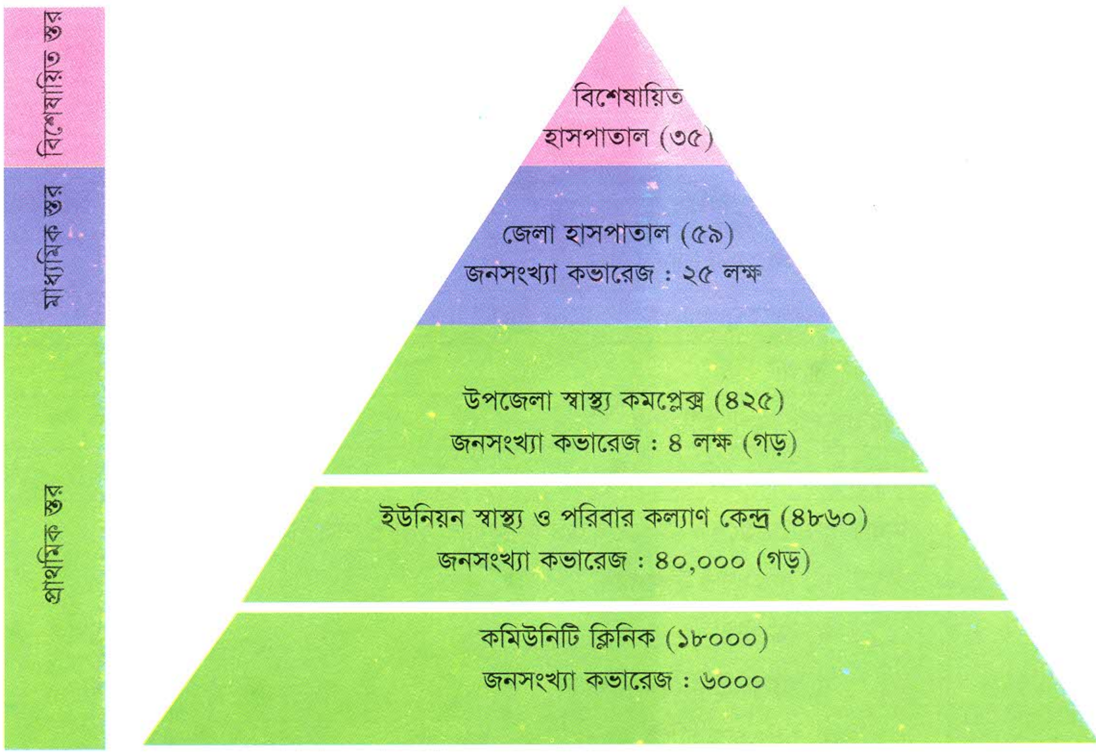

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার কমিউনিটি ক্লিনিক। পাঁচ স্তর বিশিষ্ট এই পিরামিড কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC)। উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। তুলনামূলক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে জেলা পর্যায়ে আছে ৫৯টি জেলা হাসপাতাল। এখানে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ৩৫টি। বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সামগ্রিক জনবলঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল
মন্ত্রণালয়	৩৭৩	২৮৩
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১,১৬,৯৩৫	৯৩,৩১১
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৫২,৪৩৫	৪৯,৩৮৪
নিপোর্ট	৮৬২	৬৬১
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৩৭০	১৭২
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪৯১	৩৮৬
সেবা পরিদপ্তর	২৪,০৪২	১৮,১৬১
নিমিউ এন্ড টিসি	৯৫	৬৭
টেমো	৭৫	৫২
সর্বমোট	**১৯৫৬৭৮**	**১৬২৪৭৭**

স্বাস্থ্য খাতে জনবল

ক্রমিক নং	জনবল	মোট সংখ্যা
০১	মোট স্নাতক ডাক্তার	৬৫,৭৬৭
০২	দেশে অবস্থানরত মোট ডাক্তারের সংখ্যা	৫৩,৯২৯
০৩	মেডিকেল অফিসার পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৫৮৬
০৪	নিবন্ধনকৃত ডিপ্লোমা নার্সের সংখ্যা	৩৩,১৮৩
০৫	নার্সিং পরিদপ্তরের অধীন মোট নার্সের সংখ্যা	১৭,৫০৫
০৬	ডেন্টাল সার্জন	৫৬৩০
০৭	পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	৩৬৪
০৮	সহকারী পরিবার পরিল্পনা অফিসার	২৮০
০৯	নিবন্ধনকৃত মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (জানুয়ারি-২০১৩ সাল পর্যন্ত)	
	ক. স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	১,৩৩৭
	খ. ডেনটিষ্ট	২,২৯৬
	গ. ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান	৬,৬১৪
	ঘ. রেডিওথেরাপিষ্ট	১৪৯
	ঙ. রেডিওগ্রাফার	১,৭৪৬
	চ. ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট	৪২৩
	ছ. ফার্মাসিষ্ট	৯,২৬৩
১০	মেডিকেল এসিসটেন্ট	৮,৪৩৪
১১	স্বাস্থ্য সহকারী (মঞ্জুরকৃত)	২১,০১৬
১২	সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক (মঞ্জুরকৃত)	৪,২০২
১৩	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (মঞ্জুরকৃত)	৫,৭১০
১৪	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	১,৪০১
১৫	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা (মঞ্জুরকৃত)	৪,৫০০
১৬	পরিবার কল্যাণ সহকারী (মঞ্জুরকৃত)	২৩,৫০০

১. শৃংখলা অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও অধীনে পরিচালিত হয় শৃংখলা অনুবিভাগ। মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন হয় এই অনুবিভাগে। অতিরিক্ত সচিবের অধীনে রয়েছে শৃংখলা অধিশাখা, শৃংখলা ১ ও ২ শাখা এবং আইন অধিশাখা।

কর্মবন্টনঃ

- মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংলামূলক যাবতীয় বিষয় নিষ্পত্তিকরণ;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত স্থায়ী বাছাই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের ক্রয় কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন ;
- প্রকিউরমেন্ট রিভিউ কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- এইচপিএনএসডিপি এর সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন ;
- এইচআইভি/এইডস/এসটিডি/আর্সেনিক/সার্স ইত্যাদি কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃখাত সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠান ও সমন্বয় সাধন ;
- মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরের কার্যক্রম;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান ;

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে শৃংখলা অনুবিভাগের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- পুরাতন বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে পিএসসির সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে পিএসসির মতামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে নিয়মিত সভা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করায় দীর্ঘকালের অনিস্পন্ন অনেক বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বর্তমানে রুজুকৃত মামলাসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব দ্রুততরভাবে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আকস্মিক পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দ্রুততার সাথে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বিভাগীয় মামলাসমূহের ডাটা বেইজ তৈরী করা হয়েছে।

শৃংখলা-১ ও শৃংখলা-২ শাখার ২০১২-১৩ সালের বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি তালিকা নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	পূর্ব জের	দায়েরকৃত মামলা	দন্ডাদেশসহ নিস্পত্তিকৃত মামলা		মোট দন্ড	অব্যাহতি	মোট নিস্পত্তি
			চাকুরিচ্যুত/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড			
জুলাই/১২	২৪৮	০৬	০৮	০৬	১৪	০৭	২১
আগষ্ট/১২	২৩৩	০০	০১	০২	০৩	০০	০৩
সেপ্টেম্বর/১২	২৩০	০৩	১৩	০১	১৪	০৪	১৮
অক্টোবর/১২	২১৫	১০	১৪	০০	১৪	০৪	১৮
নভেম্বর/১২	২০৭	১৭	০২	০২	০৪	০৪	০৮
ডিসেম্বর /১২	২১৬	১৭	০৯	০৬	১৫	০৫	২০
জানুয়ারী/১৩	২১৩	৫২	০৭	০৩	১০	০২	১২
ফেব্রুয়ারী/১৩	২৫৩	৫০	০৪	০৭	১১	০৩	১৪
মার্চ/১৩	২৮৯	৫৪	০১	০৯	১০	০৯	১৯
এপ্রিল/১৩	৩২৪	১১	০১	১৪	১৫	০৭	২২
মে/১৩	৩১৩	০৫	০০	১১	১১	০৪	১৫
জুন/১৩	৩০৩	০৪	০০	০৩	০৩	০৩	০৬
মোট/১২-১৩		**২২৯**	**৬০**	**৬৪**	**১২৪**	**৫২**	**১৭৬**

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ

১. অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা;

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরগুলোতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা টেলিফোনিক যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান;

৩. বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরী এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস-এ সংযোগ স্থাপন ও তথ্য অদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডাটা বেইজ, ওয়েবসাইট এবং অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের তথ্য দ্রুত প্রাপ্তি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা শেষে আদেশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

আইন অধিশাখার কার্যাবলি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত রিট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগ, প্রশাসনিক ও আপীলেট ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদন করে আইন অধিশাখা। সরকারের পক্ষে মামলা/আপীল দায়ের এবং মামলার জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং শাখা থেকে জবাব সংগ্রহ করে আদালত, অ্যাটর্নী জেনারেল অফিস, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক সকল আইনি প্রক্রিয়া নিস্পন্ন করে থাকে এই অধিশাখা।

আইন অধিশাখার ২০১২-২০১৩ সালের প্রাপ্ত মামলার তালিকা গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	প্রাপ্ত মামলা সংখ্যা রিট/ প্রশাসনিক/অন্যান্য	অধিশাখা হতে গৃহীত ব্যবস্থা	নিস্পত্তি	অপেক্ষমান
জুলাই,২০১২	৪১	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৪১	নাই
আগষ্ট, ২০১২	৩৮	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৮	নাই
সেপ্টেম্বর,২০১২	৩১	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৩১	নাই
অক্টোবর,২০১২	৩৩	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৩	নাই
নভেম্বর,২০১২	২৯	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	২৯	নাই
ডিসেম্বর,২০১২	২৬	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	২৬	নাই
জানুয়ারি,২০১৩	২৫	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	২৫	নাই
ফেব্রুয়ারি,২০১৩	৩১	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৩১	নাই
মার্চ,২০১৩	২৭	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	২৭	নাই
এপ্রিল,২০১৩	৩০	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৩০	নাই
মে,২০১৩	৩৪	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৪	নাই
জুন,২০১৩	৩৮	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৮	নাই

আইন অধিশাখার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- বিভিন্ন আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলাসমূহের বিধি মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- আইন সেল গঠনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে মামলাসমূহ নিস্পন্ন করা হবে।
- অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগপূর্বক মামলাসমূহের বিষয়ে হাল নাগাদ তথ্য সংগ্রহপূর্বক সকল মামলা সমূহের ডাটা বেইজ তৈরী করা হবে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে মামলাসমূহের তথ্যাবলি সংরক্ষণ করা হবে।

২. প্রশাসন অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৮ (আট) টি অনুবিভাগের মধ্যে প্রশাসন অনুবিভাগ অন্যতম। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অধিশাখা এবং পার অধিশাখার সার্বিক কার্যক্রম তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। তাঁর অধীনে ০৭ (সাত) টি অধিশাখা ও ০৪ (চার) টি শাখা রয়েছে। উল্লেখ্য, দাপ্তরিক প্রয়োজনে ৫ (পাঁচ) টি শাখাকে অধিশাখায় রূপান্তর করা হয়েছে। অধিশাখায় যুগ্মসচিব এবং শাখায় উপসচিব কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সেল, হিসাব শাখা ও লাইব্রেরি শাখা এ অনুবিভাগের আওতাধীন।

কর্মপরিধিঃ

- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বন্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন ও শৃঙ্খলাসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ;
- জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ ;
- মন্ত্রণালয়ের অফিস স্থান বরাদ্দ ও কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন ও সচিবালয় প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, সংশোধন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চাকুরি ব্যবস্থাপনা ;
- মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণী কার্যাবলি ;
- মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসমূহের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন;
- স্বাস্থ্য সার্ভিসের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, উচ্চ শিক্ষাকোর্সে শিক্ষা ছুটি ও প্রেষণ মঞ্জুরসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ;
- ডিডিও নিয়োগসহ হিসাবরক্ষণ শাখা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- TEMO এবং NEMEW এর প্রশাসন ;
- এইচইডি (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)'র সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধন ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ;

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সেবাদান পরিকল্পনা (Service Plan) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতি, কৌশল, নির্দেশনা (Guideline), বিধি-প্রবিধান (Rules & Regulations) ও দক্ষতার প্রকরণ (Skill Mix) পর্যালোচনা, প্রণয়ন ও সংশোধন ;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Performance Management কার্যক্রম বাস্তবায়ন ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান ;

প্রশাসন-১ শাখাঃ

মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়নসহ সকল প্রশাসনিক কার্যাদি, অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং রুটিন কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, শৃংখলা প্রেষণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রশাসন-১ শাখা হতে মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের জন্য সৃজনকৃত বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১৮টি নতুন পদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির শূন্য ০২(দুই) টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের ১৭টি ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ২য় শ্রেণির ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০১(এক) টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং ফিডার পদধারীদের মধ্য থেকে ০৬(ছয়) জনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১৫ টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর ও ১৪ টি পদ সৃজনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। জিএনএসপি ইউনিটের উন্নয়নখাতভুক্ত পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা) এর ০১(এক) টি ও সহায়ক ০২ (দুই) টি পদ সৃজনের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল/ সিভিল সার্জন কার্যালয়/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩৮৪৬ টি শূন্য পদের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- গত ০৩/১০/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ৬২ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে যুগপৎ সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও একই দিনে ০৫(পাঁচ) জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড এবং ১২ (বার) জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল রূপরেখা বাস্তবায়নকল্পে এ শাখার ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালুকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি তথা এর অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা সমূহের Non-medical কর্মকর্তা/কর্মচারিদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম e-management system এর আওতায় সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশাসন-২ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসস্থান বরাদ্দসহ কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যক্রম, কর্মপরিবেশ সংরক্ষণ, স্টেশনারি দ্রব্য ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ, প্রটোকল ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা, সভা/অনুষ্ঠান আপ্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট (R&I) তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রশাসন-২ অধিশাখার কর্মবন্টনকৃত বিষয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিও এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

২০১২-২০১৩ *অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ*

- স্বল্প জায়গায় অধিক দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্লিনিক ভবনের ৫ম তলায় রাজস্ব ও ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহযোগিতায় কিউবিক্যাল সিস্টেমে রূপান্তর করা হয়েছে। ক্লিনিক ভবনের ৫ম তলায় ৮৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারির বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন এই ব্যবস্থাপনায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিক ভবনের ৫ম তলায় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ওয়ার্কস্টেশনে ইন্টারকম, টেলিফোন ও ইন্টারনেটের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্লিনিক ভবনের ৫ম তলায় একটি দর্শনার্থি রুম, একটি সার্ভার রুম ও আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি কনফারেন্স রুম স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য সুন্দর কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমের সম্মুখে ২টি দৃষ্টিনন্দন ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ডিসপ্লে বোর্ড দুটিতে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্থির চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ/দপ্তর/অধিশাখা/শাখায় কম্পিউটার, টোনার, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য স্টেশনারী সামগ্রীর বাৎসরিক চাহিদা নিরুপন, স্টক রেজিঃ ভেরিফিকেশন ও বিভিন্ন জিনিষপত্র সুষ্ঠুভাবে বিতরণের জন্য একটি ইনভেনটরি সফট্ওয়ার ইনস্টল করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট হতে ২৮,৯৪,৭৭০/- টাকার টেন্ডার আহ্বান করে স্টেশনারী ও বিবিধ সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত এ,বি,সি শ্রেণির ৫৩১টি বাসার হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য ৯টি কমিটি গঠন করে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের সুষ্ঠুভাবে আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সফটওয়ার প্রস্তুত করে আবাসন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার জন্য ১০ টি আবেদন পাওয়া যায়। তার মধ্যে আবেদনকারীদেরকে ০৮ টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং ২ টি তথ্য সরবরাহের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সেবা পরিদপ্তরে কর্মরত জনবলের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সার্ভার স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে এটির লিংক স্থাপন করে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করা সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমের সম্মুখে স্থাপিত ডিসপ্লে বোর্ডে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্থির চিত্র

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুম

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্লিনিক ভবনের ৫ম তলায় স্থাপিত কিউবিক্যাল সিস্টেম

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিক ভবনের ৫ম তলায় ইন্টারকম, টেলিফোন ও ইন্টারনেটের সংযোগ সম্বলিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ওয়ার্কস্টেশন

প্রশাসন-৫ অধিশাখাঃ

এ অধিশাখাটি মন্ত্রণালয়ের কাউন্সিল অধিশাখা। এ অধিশাখা হতে জাতীয় সংসদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদিয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মাসিক ও বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার আয়োজন, মন্ত্রণালয়ের এবং অধিনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তাদের টেলিফোন বরাদ্দ, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ইন্টারকম ইত্যাদির মঞ্জুরি প্রদান, মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের খসড়া প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, আন্তঃদপ্তর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান, মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম সংক্রান্ত কার্যাবলি নিয়মিতভাবে সম্পাদন করে থাকে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৯ম জাতীয় সংসদে ০৬টি (১৩ তম, ১৪ তম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম এবং ১৮ তম) অধিবেশনে ৪৮টি মৌখিক প্রশ্নের (সম্পূরকসহ) উত্তর দেয়া হয় ও ১৬৩টি লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৯ম জাতীয় সংসদে ০৬টি প্রশ্নের (সম্পূরকসহ) উত্তর প্রদান করা হয়।

মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৯ম জাতীয় সংসদে মোট ১৪টি মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশের উত্তর দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৯ম জাতীয় সংসদে মোট ১টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ব্রিফ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট দেয়া হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- প্রশাসন-৫ অধিশাখা কর্মভারাক্রান্ত একটি অধিশাখা হওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অধিশাখার কর্মবন্টনকৃত বিষয়গুলিকে দুটি শাখা/অধিশাখা পুনবিন্যাস করা হবে।
- সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবা মনিটরিং ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল তথ্যাদির ডাটাবেইস প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 'Source Book' প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া সারাদেশে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের Innovation Team এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এছাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে IPM (Individual Performance Management) এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য দপ্তরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
- মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার আধুনিকায়ন করা হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা মনিটরিং এর কৌশল প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হবে।
- অধিশাখার রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের জরুরি আইন, বিধি, সার্কুলার, নীতিমালা ও আদেশ সম্বলিত ইলেক্ট্রনিক গার্ড ফাইল প্রণয়ন করা হবে এবং একইভাবে প্রস্তুত করা হবে শাখার জারিকৃত পত্র নির্দেশনা সম্বলিত মাষ্টার ফাইল।

পার অধিশাখাঃ

পার অধিশাখায় তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন যুগ্মসচিব (পার)। তাঁর অধীনে পার-১ অধিশাখা, পার-২ অধিশাখা, পার-৩ অধিশাখা, পার-৪ অধিশাখা এবং পার-৫ শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পার-১ অধিশাখাঃ

বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদিত পদ কাঠামো, কর্মরত শিক্ষকদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুতের কার্যাদি পার-১ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, উপাধ্যাক্ষ ইত্যাদি পদের নিয়োগ, বদলি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদিত হয় পার-১ অধিশাখায়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের জন্য Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে চিকিৎসকদের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে দ্রুত পদোন্নতি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০১২ জুলাই হতে ২০১৩ জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতির কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ/ইনস্টিটিউট চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে ৪২৭ জন ও সহযোগী অধ্যাপক পদে ৩৪১ জন কর্মকর্তাকে পার-১ অধিশাখা হতে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহের শিক্ষা কোর্সসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অধ্যাপক পদসমূহ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে এবং সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদসমূহ ডিপিসির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

পার-২ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক, অতিরিক্ত মহা-পরিচালক, পরিচালকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি পার-২ অধিশাখার আওতাভুক্ত বিষয়। এছাড়া বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রশাসনিক বিষয় এবং বিভাগীয় পদোন্নতি সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদিত হয় এই অধিশাখায়। সারাদেশে সিভিল সার্জনদের পদায়ন, নিয়মিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাও এর আওতাভুক্ত।

- বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণঃ ৭৯৪ জন
- ডিপিসির মাধ্যমে ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড (৭ম) ১০৯৭ জন
- ডিপিসির মাধ্যমে সিলেকশন গ্রেড (৫ম) ৯৫৩ জন
- ডিপিসির মাধ্যমে সহকারী পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি ১০৪ জন
- ডিপিসির মাধ্যমে উপ-পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি ৬৭ জন

- ৩১ তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন/ সহঃ ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ ৩৮৫ জন
- এসএসবি'র মাধ্যমের পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি ২৬ জন
- ৩২ তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ ৬০৮ জন

বিসিএস (স্বাস্থ্য) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০-এ ১২,০৪২ টি সৃষ্ট পদ এবং এর বিপরীতে ১০% পদ রিজার্ভসহ মোট ১২,৯১৮ টি পদ তফসিলে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য ক্যাডার/সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিদ্যমান বিধি, নীতিমালা পরীক্ষাপূবর্ক ক্যারিয়ার প্লান আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সময় সময় বিধিসমূহ হালনাগাদ ও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড) প্রদান, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হবে।

পার-৩ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য সার্ভিসের সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, পদায়ন/বদলি নীতিমালা প্রণয়ন এই অধিশাখার কাজ। সহকারী সার্জন, সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের পদায়ন, চাকুরি নিয়মিতকরণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

পার-৩ অধিশাখায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে দেশের স্বাস্থ্য সার্ভিসের বিভিন্ন বিষয়ে সিনিয়র কনসালটেন্ট পদে সর্বমোট ৩৫৬ জন এবং জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে সর্বমোট ১৯৫৫ জনকে ডিপিসির মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক পদায়ন করা হয়।

সিনিয়র কনসালট্যান্ট (বিষয় ভিত্তিক পদোন্নতি)

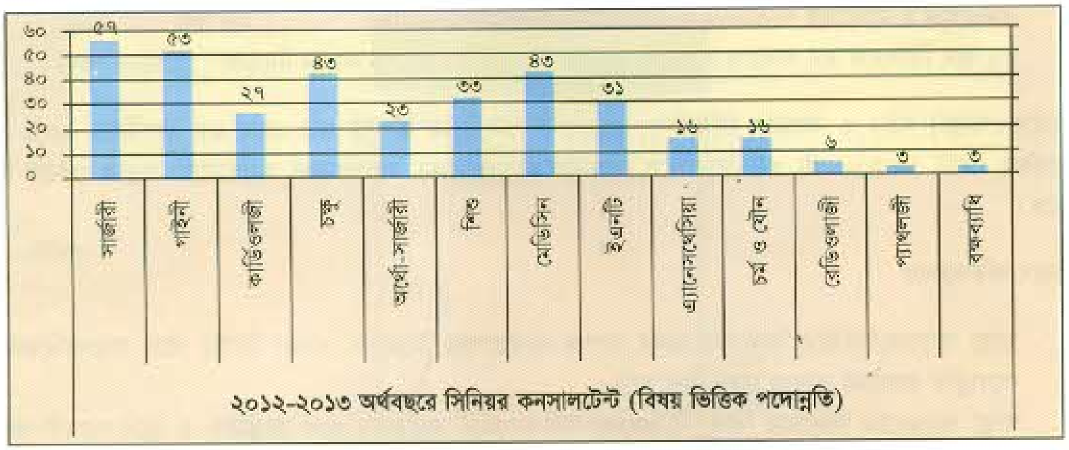

জুনিয়র কনসালট্যান্ট (বিষয় ভিত্তিক পদোন্নতি)

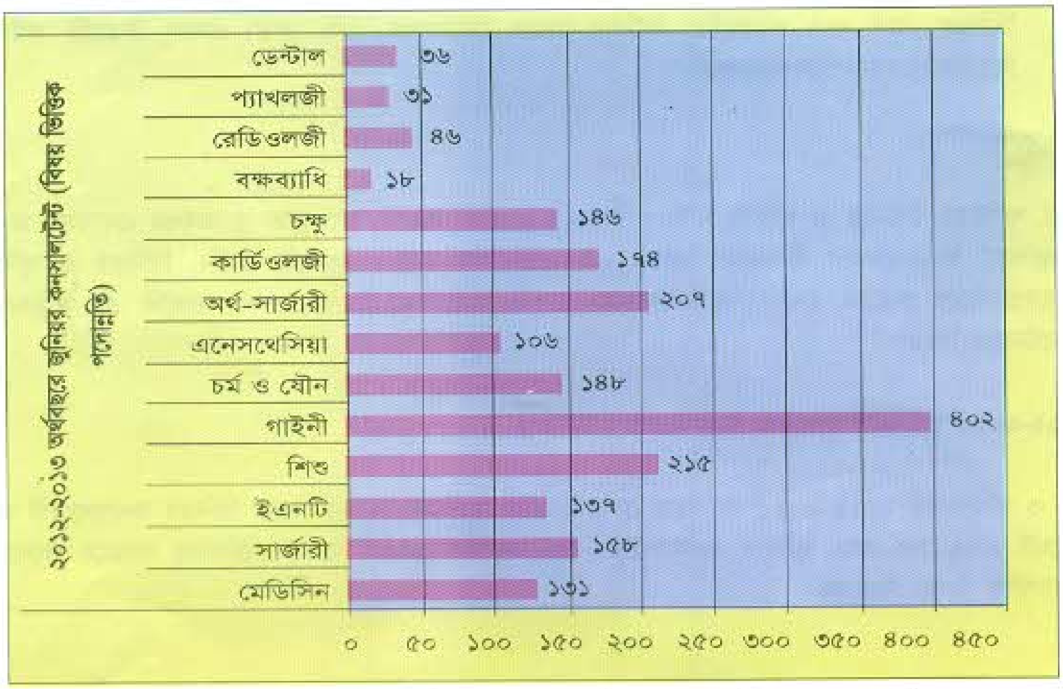

পার-৩ অধিশাখায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে গৃহিত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পিআরএল ২০ টি, স্বেচ্ছায় অবসর ৫১ টি, ইস্তফা ৩০ টি, দক্ষতাসীমা অতিক্রম ৮৬ টি, শৃংখলামূলক কার্যক্রম ৮০ টি ও চাকুরি ধারাবাহিকতা ও অনিয়মিত সময়কাল নিয়মিতকরণ ২২ টি সম্পাদিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ❖ স্বাস্থ্য ক্যাডার সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।
- ❖ স্বাস্থ্য সার্ভিসের শৃংখলা নিশ্চিত করার স্বার্থে এতদসংক্রান্ত মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

পার-৪ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে পার-৪ অধিশাখা। এ অধিশাখায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইনষ্টিটিউট, জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন পদ সৃজন ও পদ সংরক্ষণ এবং পদ স্থায়ীকরণের কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া দেশে ও বিদেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন চিকিৎসকসহ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের লিয়েন অনুমোদনের কার্যক্রম এ অধিশাখায় সম্পন্ন হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

ক্রমিক নং	বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নাম	সৃজিত জনবল		
		বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পদ	অন্যান্য পদ	মোট সৃজিত পদের সংখ্যা
১	১০০ শয্যাবিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ এর জন্য পদ সৃজন।	৯১টি	৫৪২টি	৬৩৩টি
২	নড়াইল ১০০শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন ।	০৩টি	-	০৩টি
৩	৫০০ শয্যা বিশিষ্ট দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন ।	৪৩টি	২৩১টি	২৭৪টি
৪	পিরোজপুর সদর হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন ।	১১টি	৪১টি	৫২টি
৫	১৪টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, জাতীয় অর্থোপেডিক্স হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের জন্য পদ সৃজন।	১৪৩টি	-	১৪৩টি
৬	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ণ ইউনিটের জন্য পদ সৃজন।	২৪টি	১৩২টি	১৫৬টি
৭	সন্দীপ উপজেলার হারামিয়ায় ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন ।	০৬টি	১৯টি	২৫টি
৮	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিয়াক সার্জারীর জন্য পদ সৃজন ।	১৮টি	৫৮টি	৭৬টি
৯	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইএনটি, ঢাকায় পদ সৃজন	৫৫টি	১১৪টি	১৬৯টি
১০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এম.আই.এস-এর জন্য পদ সৃজন।	১টি	৩১টি	৩২টি
১১	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে কার্ডিয়াক সার্জারী, কার্ডিয়াক এ্যানেস্থেসিয়া, কার্ডিওলজি ও ভাসকুলার সার্জারী বিষয়ে পদ সৃজন।	১৪টি	-	১৪টি
১২	১০০ শয্যাবিশিষ্ট সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের জন্য অস্থায়ী রাজস্বখাতে পদ সৃজন	০৩টি	১৫টি	১৮টি
১৩	১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হেপাটোলজি (লিভার) বিভাগে পদ সৃজন।	১৬টি	-	১৬টি

১৪	১০০ শয্যা বিশিষ্ট লালমনিরহাট জেলা হাসপাতালের জন্য অস্থায়ী রাজস্বখা'তে পদ সৃজন।	-	৪৫টি	৪৫টি
১৫	৮৫০ শয্যাবিশিষ্ট শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন	৩৫টি	২১৭টি	২৫২টি
১৬	সিলেট এম.এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিটের জন্য পদ সৃজন	-	২৩টি	২৩টি
১৭	সেবা পরিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন।	-	৪৭৪৪টি	৪৭৪৪টি
১৮	চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন।	-	৭৯টি	৭৯টি
১৯	ঢাকার মহাখালীস্থ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে পদ সৃজন।	-	২৮টি	২৮টি
২০	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজের জন্য পদ সৃজন।	-	৬৮টি	৬৮টি
	মোট	**৪৬৩টি**	**৬৩৮৭টি**	**৬৮৫০টি**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

দেশের মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও সংশ্লিষ্ট জনবলের অভাব এখনও রয়েছে। দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপতাল, জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন শ্রেণির চিকিৎসকসহ অন্যান্য ক্যাডার বহির্ভূত জনবলের পদ সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে ।

পার-৫ শাখা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-৫ শাখা হতে মূলত চিকিৎসকদের ছুটি নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ক সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সম্প্রতি এই শাখার কার্যক্রমের তালিকায় যুক্ত হয়েছে চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম। পার-৫ শাখা হতে ছুটির আবেদন বিষয়ক যে সেবা প্রদান করা হয় তার আওতায় রয়েছে বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি (দেশের অভ্যন্তরে), বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি ইত্যাদি। আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ প্রায়শঃই আয়োজিত হয়। এতে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকবৃন্দ তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। চিকিৎসকদের প্রার্থীত ছুটি বিষয়ক সেবা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য এ শাখা হতে সরকারি চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদান করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমঃ

বহিঃ বাংলাদেশ সেমিনার ও ব্যক্তিগত আবেদন	অর্জিত ছুটির আবেদন	শ্রান্তি বিনোদন ছুটির আবেদন	বহিঃ বাংলাদেশ ছুটির আবেদন	লিয়েন মঞ্জুর/বর্ধিত
৮৩৮	৫০	৯০	৫	৩০

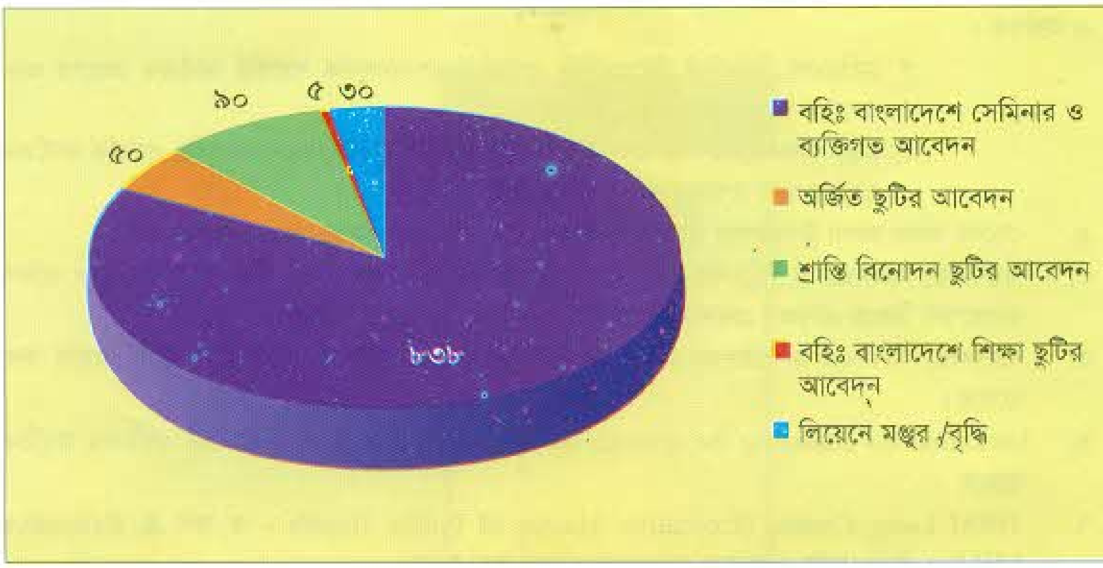

অনলাইনে চিকিৎসকদের ছুটি প্রদান কার্যক্রম শাখা হতে শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সকল চিকিৎসকদের আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ০১ আগষ্ট ২০১২ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগরীর সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিসকদের ছুটির আবেদন অনলাইনে নিষ্পন্ন করার কার্যক্রম চালু হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের মাধ্যমে সেবা আরও সহজীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (HRM) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র ইউনিট। সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ থেকে চতূর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (FPHP) অধীনে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মানসম্পন্ন, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি পলিসি এনালাইসিস কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তিতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট(HEU) কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও সম্প্রসারিত করে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট(HRDU) সমন্বয়ে পলিসি এন্ড রিসার্চ ইউনিট সৃষ্টি হয় এবং ২০০৩-২০১১ সালের HNPSP-এর আওতায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট-কে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM)-এর অপারেশনাল প্লানের অন্তর্ভুক্ত করে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করে আসছে। মানব সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্ম কৌশলসমূহ প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদকরণের অংশ হিসাবে দলিল (Empirical evidence) তৈরি করছে। বর্তমানে এই ইউনিট ২০১১-২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন HPNSDP'র অধীনে গৃহীত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাদি

১. HRH Country Profile, 2013 প্রণয়ন করা হয়েছে।
২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন মেডিকেল (কর্মকর্তা-কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮৫-

এ অর্ন্তগত :

* মেডিকেল ফিজিসিষ্ট নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনপূর্বক পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানবিদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধনপূর্বক পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. দেশের সকল জেলা উপজেলার ডাক্তারগণের উপস্থিতি মনিটরিং সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

৪. মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর-এর ২য় ও ৩য় শ্রেণির মোট ৬৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫. মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর-এর ১১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে কম্পিউটার ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

৬. Invitation for attending the seminar on Medical Education বিষয়ে ১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

৭. HRM Long Course (Executive Master of Public Health - ৩ জন & Executive MBA-১ জন) অর্থাৎ ৪ জনকে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

৮. স্বাস্থ্যখাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে Exposure visit on best practices of HRM & Hospital Management বিষয়ে ৪৫ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অর্গানোগ্রাম

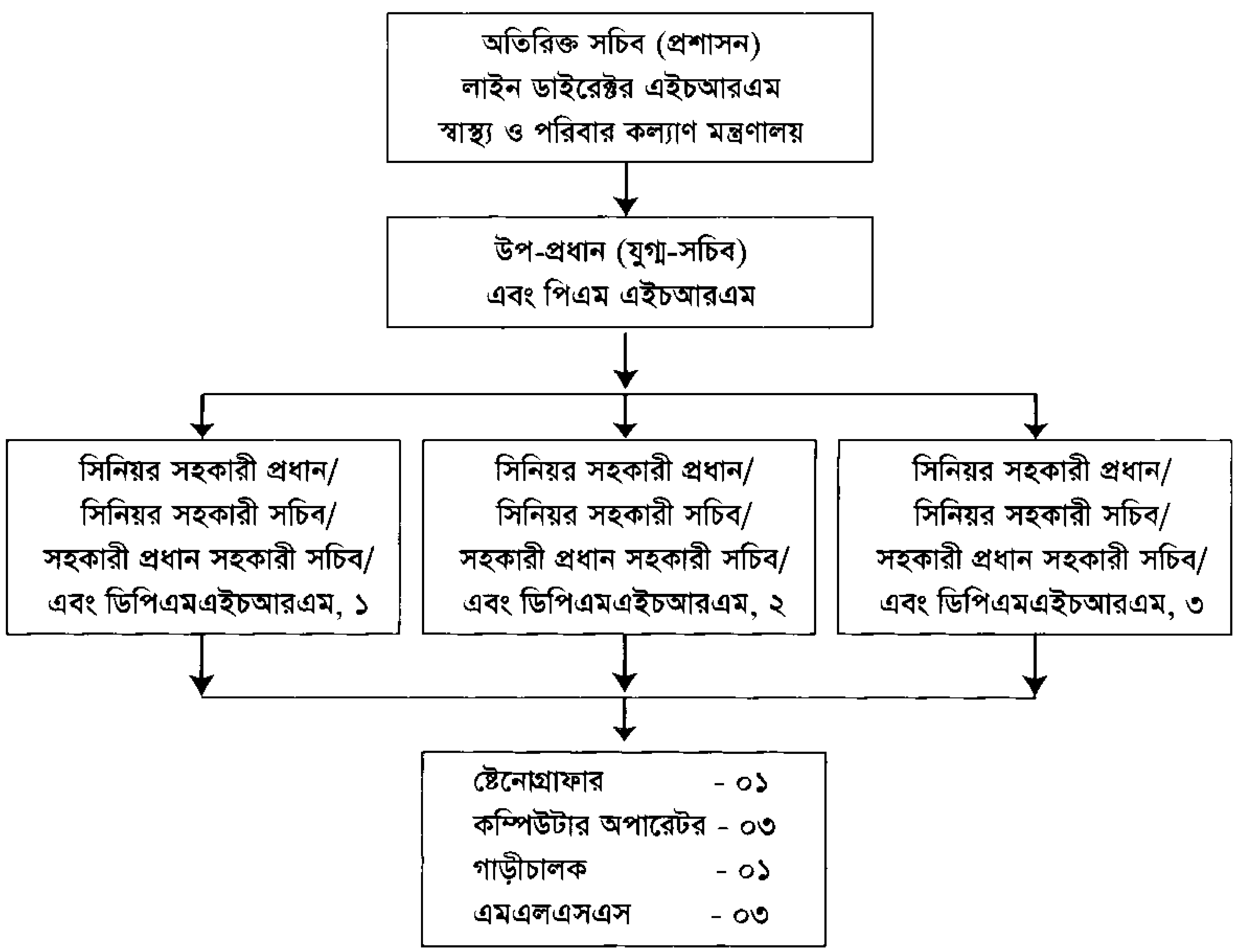

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

১. Case Study: Appropriateness and Utilization of Resourses in the Upazilla Health Complex;
২. Exploratory study on HRM Unit in terms of Strengthening Capacity;
৩. HR Planning and Projection;
৪. HRM Data Sheet, 2013;
৫. National Assessment on the Capacity of Public/Private Pre/In Service Training Institutions;
৬. National Health Workforce Survey;
৭. Post Graduate Medical Education Analysis;
৮. Revision of Job Description (DGFP, DGDA);
৯. Study on Performance Management;
১০. Survey on Training Impact Assessment;
১১. Revision/Develop recruitment rules (DGHS, DGFP, DNS);
১২. Orientation workshop on individual performance management (IPM) at upazila level

লাইব্রেরি শাখাঃ

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ, সংগঠন,ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত কাযর্ক্রম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সরকারি প্রকাশনা, পুস্তক, প্রতিবেদন ও সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাযর্ক্রম, গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, মন্ত্রণালয়ের কাযর্ক্রম সংশ্লিষ্ট দেশি ও বিদেশি তথ্য/রিপোর্ট সংগ্রহ এবং গ্রন্থপুঞ্জি ও নির্ঘন্ট তৈরীকরণও এ শাখার কর্মবন্টনভুক্ত কাজ। এ শাখার দায়িত্বে একজন লাইব্রেরিয়ান রয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের চাহিদা মোতাবেক ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে ১৫০ টি নতুন বই ক্রয় করা হয়েছে। বইগুলো চাকুরির বিধি বিধান, আইন, প্রশাসনিক, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংক্রান্ত। নতুন-পুরাতন সকল প্রকার বই লাইব্রেরির নিয়ম মাফিক আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত পাঠচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশি এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা গ্রন্থ, রেফারেন্স বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। নতুন বই ও সাময়িকী ক্রয়ের ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে পাঠ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ভবিষ্যতে লাইব্রেরিতে এ.সি. সংযোগ, ক্যাটালগ ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারাইজড তথা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সহজতর করে ব্যাপক পাঠক সেবা প্রদান করে আধুনিক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে পাঠ চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইব্রেরির সংগৃহীত বই, প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও সাময়িকী সম্পর্কে সময়ে সময়ে অবহিত করা হবে।

কম্পিউটার সেলঃ

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রবর্তন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ই-সেবা কার্যক্রম চালু করেছে। ইতোমধ্যে CAT-৫ বেজড নেটওয়ার্ক ব্যাকবোনটি ফাইবার অপটিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করার ফলে দেশে-বিদেশে ই-মেইল আদান-প্রদান ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে সরকারের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মন্ত্রণালয়ের সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশনের মধ্যে ল্যান সংযোগ তদারকি এবং সম্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণ, বিদ্যমান নেটওর্য়াক সম্প্রসারণে উন্নততর ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন সংক্রান্ত কার্যক্রম; পিএমআইএস ডাটাবেজের রির্পোট প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম; ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ ও তদারকি এবং সম্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণ; মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ; মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, ডাটাবেজ তৈরি ও রিপোর্ট প্রদান, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, সফটওয়্যার ইনস্টলেশন এবং কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ; কম্পিউটার ও প্রিন্টার ইনস্টলেশন, রিবন ও কার্টিজের সংযোগ, প্রিন্টার কেবল এবং কম্পিউটার ও প্রিন্টার সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার সেলের কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। কম্পিউটার সেলে বর্তমানে একজন সিস্টেম এনালিস্টের তত্ত্বাবধানে একজন প্রোগ্রামার, একজন মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, একজন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, দুইজন সহকারি প্রোগ্রামার ও একজন ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল সুপারভাইজার কর্মরত আছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্যান্য সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের লিংক দেয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটের সাথে ডাটাবেইজের লিংক এর মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রেরিত বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও এইচপিএনএসডিপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি, প্রেষণ নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে এবং ওয়েবসাইটটি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে কম্পিউটার সেলের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

❖ ***ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা (অনলাইন লিভ):*** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এখন কাগজবিহীন ব্যবস্থায় চিকিৎসকদের ছুটি ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করছে। এজন্য আবেদনকারী প্রত্যেক চিকিৎসককে ওয়েব-বেজড ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হয়। ই-ছুটি প্রর্বতনের ফলে ছুটি প্রদান প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত, সহজ হয়েছে এবং তথ্য-উপাত্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের "Online Leave Management" নামে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পার্সোনাল ডাটাশীট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-ছুটি ব্যবস্থপনা সফটওয়্যারটি আবেদনকারী চিকিৎসকের বিভিন্ন তথ্য যাচাই করে নেয়। এরপর ছুটি প্রক্রিয়াকারী কর্মকর্তা ও অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ অনলাইনে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এই সফটওয়্যার প্রর্বতনের ফলে ছুটি প্রদান প্রক্রিয়া অনেক দ্রুততর, সহজ হয়েছে এবং তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ও সহজে করা যাচ্ছে। এ কার্যক্রম ঢাকা শহরের সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহে চালু আছে।

❖ ***তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার প্রেষণ ব্যবস্থাপনাঃ*** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেষণ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছে।

❖ *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টালঃ*

সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টালটি একটি ওয়েব বেইজড পোর্টাল। এটি মন্ত্রণালয়, প্রকিউরিং এনটিটিস, লাইন ডাইরেক্টরস, ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন, হাসপাতালসমূহ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ ব্যবহার করতে পারবেন। পোর্টালটির মাধ্যমে এনটিটিস, লাইন ডাইরেক্টরগণ অনলাইনে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অনলাইনে অনুমোদন ও অন্যান্য বার্তা প্রেরণ করতে পারবেন। পোর্টালটির মধ্যে প্রোডাক্ট ক্যাটালগ রয়েছে। পোর্টালের মাধ্যমে গুডস এন্ড সার্ভিস প্ল্যান তৈরী, প্যাকেজ তৈরী এবং প্রকিউরমেন্ট প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। পোর্টালটির সাথে ড্রাগ নিবন্ধন ডাটাবেজের সংযোগ রয়েছে।

❖ *শৃংখলা শাখার বিভাগীয় মামলার ডাটাবেজঃ*

ডাটাবেজটিতে শৃংখলা শাখার সকল বিভাগীয় মামলার তথ্য রয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন মামলা এন্ট্রি করা যায় এবং পূর্ববর্তী এন্ট্রিকৃত মামলাসমূহের যেকোন মুহূর্তের অবস্থা জানা যাবে। এছাড়া ডাটাবেজটির মাধ্যমে বিভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

❖ *আইন অধিশাখার মামলাসমূহের ডাটাবেজঃ* ডাটাবেজটির মধ্যে আইন অধিশাখার সকল মামলাসমূহের তথ্য রয়েছে। এখানে নতুন মামলার তথ্য এন্ট্রি দেওয়া যাবে এবং এন্ট্রিকৃত মামলাসমূহের অবস্থান জানা যাবে। এখানে মামলার রায়ের কপি আপলোড এবং ডাউনলোড করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট রয়েছে যা প্রয়োজন অনুযায়ী দেখা ও প্রিন্ট করা যাবে।

❖ **বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত ডাটাবেজঃ** বৈদেশিক ভ্রমণ (ফরেন টুর)সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভলপ করা হয়েছে। এর ফলে বৈদিশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

❖ **টেলি কনফারেন্স সিস্টেমঃ** মন্ত্রণালয়ে টেলি কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

❖ সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং ল্যান বেজড ওয়েব সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

স্বল্পমেয়াদিঃ

- মন্ত্রণালয়ের ইনভেন্টরি এ্যাসেট ট্রেকিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হবে। প্রাথমিকভাবে মন্ত্রণালয়ের ইনভেন্টরির ডাটাবেজ পাইলটিং হিসাবে শুরু করা হবে। পরবর্তিতে এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালসমূহের ইনভেন্টরি তৈরীর বিষয়ে সিস্টেম ষ্টাডি করে পরবর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- মন্ত্রণালয়ের অনলাইন লিভ সফটওয়ারের পরবর্তি সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাক-আপ সিস্টেম, রিপোর্টিং মডিউল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে PDS সিস্টেমের উন্নয়ন সাপেক্ষে আপডেটেড ডাটাবেজ তৈরী করা হবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে।
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরীর জন্য সফটওয়ার তৈরীর কাজ চলছে। এই ডাটাবেজে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। নতুন কর্মকর্তা যোগদান করলে তার তথ্য এন্ট্রি করা হবে এবং কোন কর্মকর্তার ডেস্ক পরিবর্তনসহ ও অন্যান্য তথ্য হালনাগাদকরণের প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করা হবে।
- হাসপাতাল পরিদর্শনের ফরমটির আলোকে সফটওয়ার তৈরী করা হবে। হাসপাতাল পরিদর্শনের রিপোর্ট ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে। পরবর্তিতে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই ডাটাবেজ নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।
- মন্ত্রণালয়ে ইন্টারনেট ভিত্তিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখার মধ্যে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হবে ও বড় আকারের ফাইল শেয়ার করা সম্ভব হবে।

দীর্ঘমেয়াদিঃ

- একটি কার্যকর সার্ভার রুম বা মিনি ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হবে।
- মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভিন্ন অফিসের আইসিটি সিস্টেম সমন্বিত করে একটি একক প্লাটফর্ম স্থাপন করা হবে এবং একটি ড্যাশবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সকল সিস্টেম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।
- চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়ার জন্য কল সেন্টার স্থাপন করে প্রয়োজনে যে কেউ ২৪ ঘন্টা ফোন করে চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক পরামর্শ নিতে পারবেন।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সকল দপ্তরের তথ্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির তথ্য ভান্ডার তৈরী করা হবে যা একটি পূর্ণাঙ্গ Human Resources Management System হিসাবে ব্যবহৃত হবে।
- এসএমএস তথা মোবাইল ফোন এবং মোবাইল এপ্লিকেশন ভিত্তিক বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

৩. পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম অনুবিভাগ পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন যুগ্মসচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে পরিবার কল্যাণ-১ অধিশাখা এর আওতাধীন পরিবার কল্যাণ-১ শাখা, পরিবার কল্যাণ-২ অধিশাখা এবং কার্যক্রম অধিশাখা এবং আওতাধীন কার্যক্রম শাখা।

কার্যপরিধিঃ

- পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাংগঠনিক ও চাকুরি কাঠামো পর্যালোচনা এবং কার্যোপযোগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধি সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদায়নসহ কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা (Career Planning) বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধান সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- পরিবার কল্যাণ খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসূচি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শুল্ক/ফি/ফ্রেইট/রেয়াতের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংগে সমন্বয় সাধন;
- ইউএনএফপিএ ও পিপিডি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন কার্যাবলি;
- জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;
- জাতীয় জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির সংগে সমন্বয় সাধন;
- বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস) এর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট), মোহাম্মদপুর জন উর্বরতা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারপার্ট) এর প্রশাসনিক কার্যাবলিসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, বেতন নির্ধারণ, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, শৃংখলা, অনিয়মিত নিয়োগ, পদোন্নতি,অবসর গ্রহণ এবং অভিযোগসহ রেফার্ড কেইসসমূহ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের প্রেষণ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, লিয়েন ও বহিঃবাংলাদেশ ছুটি সংক্রান্ত কার্যাবলি ;

পরিবার কল্যাণ -১ অধিশাখা

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, আজিমপুর মাতৃ সদন- এর ৫৩টি অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৪৩৫৪০টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ৪২৯৪টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য় শ্রেণির ৬৪ জন সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে;
- Partners in Population and Development (PPD)- এর বার্ষিক সম্মেলন ০৮-১২ নভেম্বর ২০১২ হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে সার্বিক সম্মেলন আয়োজনের কার্যাদি এই অধিশাখায় সম্পাদিত হয়েছে।
- Partners in Population and Development (PPD)-এর ভবন নির্মাণের জন্য ৫০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
- Partners in Population and Development (PPD)-এর ২০১২ এবং ২০১৩ সনের বার্ষিক চাঁদা ৪৬,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়েছে।
- সারাদেশে ১১-০৭-২০১৩ তারিখ উদযাপন করা হয়েছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, আজিমপুর মাতৃ সদন- এর পদ সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- যানবাহন মেরামতে প্রশাসনিক ও আর্থিক মেরামতের মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে।
- Partners in Population and Development (PPD)- কর্মসূচি ভিত্তিক কর্মশালার অনুমোদন ও আর্থিক ছাড় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- বিশ্বজনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হবে এবং বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি ও মামলার রায় বাস্তবায়ন করা হবে।

পরিবার কল্যাণ -২ অধিশাখা

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালকসহ বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের শূন্য পদ নিরূপণ, নিয়োগ, শিক্ষানবিসী তদারকি, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় পরীক্ষা, চাকুরি স্থায়ীকরণ, সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি প্রদান, ছুটি, লিয়েন, বিদেশ ভ্রমণ, প্রেষণ, অবসর প্রদান ও চাকরিতে ইস্তফাসহ চাকরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখা থেকে সম্পাদিত হয়। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনস্থ ক্যাডার বহির্ভূত সকল গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ,

নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, লিয়েন, বিদেশ ভ্রমণ, প্রেষণ ও অবসর প্রদানসহ চাকরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

(১) বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) কর্মকর্তা পদে ৫১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২) ১১২০টি নন-ক্যাডার চিকিৎসকের পদ ক্যাডারভুক্তকরণের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) ২৫০টি নন-ক্যাডার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের পদ ক্যাডারভুক্তকরণের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪) ৮ জন সহকারী পরিচালক, ৬ জন চিকিৎসক কর্মকর্তা ও ২ জন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর করা হয়েছে।

(৫) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৩১ জন কর্মকর্তাকে নিয়মিতকরণ/স্থায়ীকরণের আদেশ জারি করা হয়েছে;

(৬) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন এমআইএম ইউনিটকে শক্তিশালী করার জন্য ১৫টি পদ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি এবং অর্গানোগ্রাম অনুমোদন ও জারি করা হবে।
- মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তাগণকে পদোন্নতি/সিনিয়র স্কেল প্রদান করা হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে মাঠ পর্যায় কার্যক্রমের মনিটরিং জোরদার করা হবে।
- সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণকে পদোন্নতি প্রদান এবং অধিদপ্তরের শূন্য পদসমূহ পূরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হবে।

কার্যক্রম অধিশাখাঃ

দেশের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় জনসংখ্যা নীতির রূপরেখায় মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রয়াসে পরিবারের আকার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সার্বিক সামাজিক পুনর্গঠন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৭২%-এ উন্নীত করে মোট প্রজনন হার (TFR) ২.১-এ হ্রাস করা, ২০১৫ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার ১ (NRR=1) অর্জন করা, নারী-পুরুষের সমতা (Gender equity) ও নারীর ক্ষমতায়ন (Women's empowerment) নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম লিঙ্গ বৈষম্য (Gender discrimination) নিরসনে কর্মসূচি জোরদার করা। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে সম্পৃক্ত করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বর্তমানে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি-২০১২ নতুন ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নির্পোট) কর্তৃক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ শাখা থেকে ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে বারপার্টের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এ শাখা থেকে অনুমোদন দেয়া হয়। এ ছাড়া দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করে পিএসসি কর্তৃক অনুমোদনের পর আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া নির্পোট এবং তার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ১ম এবং ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

- মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি রোধ, প্রসবকালীন মায়েদের মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যু হার ইত্যাদি কমিয়ে আনা এবং গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের হার উন্নীত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সহায়ক শক্তি হিসেবে কেন্দ্রটি বর্তমানে উন্নত ও আধুনিক মানের সেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে ইনফার্টিলিটি সেবা অর্থাৎ নি:সন্তান দম্পতিদের সেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস ও ট্রেনিং সেন্টার এবং ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতালের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

- নিপোর্ট এবং বারপার্ট দুইটি প্রতিষ্ঠানই পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারপার্ট) কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে নির্পোটের সাথে একীভূতকরণের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

নিপোর্ট এবং বারপার্ট কর্তৃক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম আগামীতে শক্তিশালী করা হবে। এমএফএসটিসি ও ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতালের মাধ্যমে প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশু এবং ইনর্ফাটিলিটি সেবা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হবে।

৪. জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অনুবিভাগ জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) এর তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ১, ২, ৩ নামে তিনটি অধিশাখা রয়েছে। এছাড়া বিশ্বস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা এবং এর আওতায় বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা রয়েছে। এছাড়া এ অনুবিভাগে রয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা।

কার্যপরিধিঃ

- ঔষধ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;
- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানির পরিচালনাসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ;
- সার্ক কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বায়োসেফটি, বায়োডাইভারসিটি, বায়োটেকনোলোজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প (সমাপ্ত) এবং জাতীয় পুষ্টি সার্ভিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলি এবং বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- ব্রেস্টফিডিং কর্মসূচি, ভিটামিন এ, আয়োডিন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ভেজালমুক্ত খাদ্য ইত্যাদিসহ Nutrition Fortification সংক্রান্ত নীতিমালা/আইন/বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- শিশু স্বাস্থ্য, ইমিউনাইজেশন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণঃ- ক) ইপিআই খ) ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস ও হেপাটাইটিস-বি গ) আইএমসিআই ঘ) বিসিসি ও আইইসি স্ট্র্যাটেজি ঙ) ইনজেকশন সেফটি চ) গ্যাভি এবং ছ) এআরআই
- মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ

  ক) পরিবেশগত স্বাস্থ্য খ) ম্যালেরিয়া গ) এনথ্রাক্স ঘ) ডেঙ্গু ঙ) সার্স চ) তামাক নিয়ন্ত্রণ ছ) আর্সেনিক জ) টিবি ঝ) ফাইলেরিয়াসিস ঞ) কৃমি নিধন ট) অন্যান্য Emerging & Re-emerging Diseases এবং ঠ) ডায়রিয়ার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম;
- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, এইচআইভি/এইডস, এসটিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ও কপিরাইট সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বি-বার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং WHO এর অর্থায়নে পরিচালিত Survey সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন সুপারিশ, প্রস্তাব ও প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যসম্পাদনে সচিব-কে সহায়তা প্রদান।

জনস্বাস্থ্য-১ শাখাঃ

ঔষধ সংক্রান্ত আইন-বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি এবং ঔষধের মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণসহ ঔষধ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যাদি জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং ভেষজ বিকল্প চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রমও এই অধিশাখার আওতাভুক্ত।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে উক্ত পরিদপ্তরের বিদ্যমান ২২০টি পদের অতিরিক্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১৫০টি পদ সৃজনসহ উক্ত পরিদপ্তর-কে অধিদপ্তরে উন্নীত করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানে নতুন জনবল সৃষ্টি এবং বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পদোন্নতি প্রদানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে ইতোমধ্যে গত ২২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়োগ ও চাকুরি সংক্রান্ত নিয়োগবিধিমালা-২০১২ প্রজ্ঞাপন হিসেবে জারি করা হয়েছে।
- গত ২২-১১-২০১২ তারিখে বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল(স্নাতকমান) স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ জারি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গত ২৬-০২-২০১৩ তারিখে ২৭ জন এবং ২৫-০৩-২০১৩ তারিখে ১৪ জন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এবছর প্রথমবারের মত নব-নিয়োগপ্রাপ্ত এইসব কর্মকর্তার ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং প্রদান করা হয়।
- জাতীয় ঔষধ নীতিমালা-২০১৩ এর খসড়া আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের পর তা চূড়ান্ত করা হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিমালা প্রেরণের পূর্বে রীট মামলার প্রেক্ষিতে আইনগত কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এছাড়া সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর (কর্মকর্তা/কর্মচারির) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর (কর্মকর্তা/কর্মচারির) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের নিয়োগবিধিমালা-২০১৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ থেকে ৯ এপ্রিল, ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং ২৪ মার্চ, ১৯৮২ থেকে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহকে বাংলায় রূপান্তরপূর্বক নতুনভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত অধ্যাদেশসমূহ হালনাগাদ আইনে পরিণত করার কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের বিষয়টি সম্পাদিত হয়েছে।
- সারাদেশে ঔষধের বিরুপ প্রতিক্রিয়া মনিটর/পরিবীক্ষণ করার জন্য গত ২৫-০৪-২০১৩ তারিখে Adverse Drugs Reaction Advisory Committee Monitoring (ADRAC) গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। পরবর্তিতে ০৩-০৯-২০১৩ তারিখে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে জনস্বার্থে National Drug Monitoring Centre হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুসরণে এসেনসিয়াল ড্রাগ লিষ্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই তালিকা(সরকার কর্তৃক মূল্য নির্ধারিত) চূড়ান্তকরণের কাজ মন্ত্রণালয়ে চলমান রয়েছে।
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুকূলে ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ কোড-এ কর বহির্ভূত রাজস্ব আইটেমসমুহের হার নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে নতুন ঔষধ উৎপাদন লাইসেন্স ফি, ঔষধ উৎপাদন লাইসেন্স নবায়ন ফি, নমুনা বিশ্লেষণ ফি, পদ নবায়ন ফি, রেসিপি মূল্যায়ন ফিসহ কতিপয় ফি আংশিকভাবে সংশোধন ও পুনঃনির্ধারণ করা হয়।
- ঔষধ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঔষধের মূল্য নির্ধারণ, ঔষধ শিল্প প্রকল্প মুল্যায়ন সংক্রান্ত

কমিটি এবং ২টি টেকনিক্যাল সাব-কমিটি নতুনভাবে গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আন্তর্জাতিক ফর্মুলাসমূহ অনুসরণপূর্বক বিডিএনএফ এর ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশের লক্ষ্যে ০১-০৯-২০১৩ তারিখে বিভিন্ন পর্যায়ে ৪টি কমিটি গঠন করা হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

- ঔষধের প্রতারণামূলক ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় থেকে গত ২৮-০৩-২০১৩ তারিখে সকল টিভি চ্যানেল স্যাটেলাইট চ্যানেল, পত্র পত্রিকায় ও সাময়িকীতে ঔষধ প্রশাসনের পূর্বানুমোদন ব্যতিত কোন ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার বা প্রকাশ না করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ঔষধ সেক্টর ও স্বাস্থ্য সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে এ অধিশাখা থেকে মতামত প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রণীত খসড়ায় Active Pharmaceutical Ingredients (API), নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩, জাতীয় পরিবেশ নীতি-২০১৩ এর উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়নের লক্ষ্যে Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among Different Ministries and Divisions) সংশোধন বিষয়ে গত ১৫-০৬-২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে গত ২৯-০৭-২০১২ তারিখে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনপূর্বক জারি করা হয়েছে। পরবর্তিতে স্টিয়ারিং কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় থেকে Action Plan প্রণীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যাদি অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন, ওয়েবসাইটের উন্নয়ন এবং ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনে ও বিপণন-উত্তর নজরদারি বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া এ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা সকল তথ্য সমন্বয়ে PDS সৃষ্টি করা হবে।
- দেশে ঔষধ উৎপাদন-রপ্তানি-বিতরণ-বিক্রয় ও মান নিয়ন্ত্রণের সব পর্যায়ে যথার্থতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে মাঠ পর্যায়ে নতুন অফিস স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ঔষধ নীতিমালা জারিকরণ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা নির্ধারনের বিষয়াদি চূড়ান্ত করা হবে।
- দেশে ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধে মানিটরিং সেলের কার্যক্রম জোরদার করা হবে। মাঠ পর্যায়ে অধিদপ্তর কর্তৃক ঔষধ কোম্পানী পরিদর্শনে গৃহীত কার্যক্রম মনিটর করা হবে।
- ঔষধ সংক্রান্ত সকল আইন একীভূত করে বাংলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আইন প্রণয়ন করা হবে।

জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের জন্মের পর থেকে ৯ মাস বয়সের ৭টি রোগের যেমন: যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া , হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, পোলিওমাইলাইটিস ও হামের টিকা প্রদান এবং শিশুদের ৯ মাস পূর্ণ হলে হামের টিকার সাথে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর বিষয়ে সকল প্রকার নীতিনির্ধারণী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখার কাজ। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/আইপিএইচএন/এনএনএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষা, যোগযোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বার্তা জনসাধারণের অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)'র জন্য Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI)'র অর্থায়ন সংক্রান্ত আবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ এবং উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি, জাতীয় পুষ্টিনীতি এবং জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আইপিএইচএন/জাতীয় পুষ্টি পরিষদ/এনএনএস এর মাধ্যমে সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলির সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান করাও এই অধিশাখার কাজ।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ৫ আগষ্ট/২০১২ তারিখে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করা হয়েছে ।
- ৭ জানুয়ারী/২০১২ তারিখে জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হয়েছে ।
- ২ জুন/২০১২ ও ১২ মার্চ জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন পালন করা হয়েছে।
- জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৩ প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৩ চূড়ান্ত ও জারি করা হবে।
- বিভিন্ন দিবস যথাযথভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে Event Management সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন প্রকাশ করা হবে।

জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা :

জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি, সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিবেশগত স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়া, এনথ্রাক্স, ডেঙ্গু, সার্স, তামাক নিয়ন্ত্রণ, টিবি, ফাইলেরিয়াসিস, কৃমি নিধন ও অন্যান্য উদ্ভূত রোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম, পেশাগত স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্যানিটেশন সংক্রান্ত কাজ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, বিধি প্রণয়ন-সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩ প্রণয়নের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন বোর্ড (রিপিল) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৭ এবং দি প্রিভেনশন অফ ম্যালেরিয়া (স্পেশাল প্রভিশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ রহিতক্রমে এ সংক্রান্ত সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল (ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য) আইন-২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়াটি মতামতের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) The International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh Ordinance, 1978 and The International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh (Amendment) Ordinance, 1985 অধ্যাদেশটি যুগোপযোগী করে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন-২০১৩ শিরোনামে বাংলা ভাষায় একটি আইনের খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- চলমান খসড়া আইনসমূহ চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়া দেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।
- পেশাগত স্বাস্থ্য কর্মসূচি বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বস্বাস্থ্য- ১ শাখাঃ

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের বিদেশে সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে এই অধিশাখা।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখার অন্যান্য কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হিসাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রায় ৭৫০ (সাত শত পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষা সফর ও বিভিন্ন সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণের কার্যাদিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ডাটা বেইজ ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামীতে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটা-বেইজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

- এইচপিএনএসডিপি'র আওতাধীন অপারেশানল প্লানসমূহে বিদেশ প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। উক্ত বিদেশ প্রশিক্ষণসমূহ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণের গুণগত মান সমুন্নতকরণ এবং যথাযথ কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি অর্থ বছরে একটি বিদেশ প্রশিক্ষণ পঞ্জী বা ট্রেনিং ক্যালেন্ডার তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে।

- সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে স্বাস্থ্য সেক্টরে একটি প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

বিশ্বস্বাস্থ্য- ২ শাখা :

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বিবার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে দেশে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার-সভা-কর্মশালা আয়োজন, দেশি ও বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ, Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং Health Matrix Network (HMN) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. WHO এর সাহায্যপুষ্ট দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Biennium Programme) এর আওতায় ৫০ টি স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ম্যানেজারের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে।

২. Biennium Health Programme বিষয়ে WHO এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ নীতি ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার হ্রাসকরণে National Tobacco Control Prorgramme বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৪. ০৭ এপ্রিল ২০১৩ "বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস", ২৮ এপ্রিল ২০১৩ "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস" এবং ৩১ মে ২০১৩ "বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস" পালন করা হয়েছে।

৫. "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩" প্রণয়নপূর্বক গেজেট আকারে জারি করা হয়েছে।

৬. ১৮-১৯ জুলাই ২০১২ ঢাকায় সকল জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করা হয়।

৭. বাংলাদেশে TB, AIDS & Malaria প্রতিরোধে গ্লোবাল ফান্ডের কার্যক্রমে সার্বিক সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এছাড়া নাক, কান ও গলা ইনষ্টিটিউটের আওতাধীন Sound Hearing বিষয়ক কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

৮. Impact Mission of Atomic Energy Commission in Vienna-র বাংলাদেশ সফর কর্মসূচি সমন্বয় করা হয়েছে।

৯. নওঁগা জেলায় "Naogaon Tobacco Advertisment, Promotion and Sponsorship BAN" প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাদি তদারকি করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনাঃ

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়ন ও অনুদানে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর উপযোগী ও আধুনিক দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Biennium Programme) ২০১৪-২০১৫ প্রণয়ন করা হবে।
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইনের অধীনে বিধি প্রণয়ন করা হবে।

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, অডিট অধিশাখা এবং বাজেট অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে একজন যুগ্মসচিবের তত্ত্বাবধানে। এছাড়া আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের আওতায় যুগ্ম-সচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন) এর অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ শাখা, প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ শাখা, প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩ অধিশাখা রয়েছে।

কর্মপরিধিঃ

- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকুরি ব্যবস্থাপনাসহ এই খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতের অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেনশন ও অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরি এবং কর্মচারিদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলি;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব বরাদ্দ ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম; সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; ত্রিপক্ষীয় অডিট সাব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ ;
- প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ছুটি ও প্রেষণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- আইডিএ ঋণ চুক্তির ভিত্তিতে বিশেষ হিসাব পরিচালনা এবং লাইন ডাইরেক্টরগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ হিসাব (CONTASA, DOSA, Forex Account etc.) হতে নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, অর্থ সমন্বয় এবং হিসাব সামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বৈদেশিক সাহায্যের স্থানীয় খরচের অর্থ আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ সংস্থার নিকট হতে পুনর্ভরণের কার্যাবলি এবং পুনর্ভরণ দাবি ও প্রাপ্তির কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয়ের পরবর্তি পুনর্ভরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব

বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার নিরীক্ষা দল/প্রতিনিধির নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন এবং সাহায্য প্রাপ্তির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ অডিট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্বব্যাংক চিহ্নিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম এবং ঋণ চুক্তির অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ:
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিব মহোদয়কে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন -১ অধিশাখাঃ

- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এইচপিএনএসডিপি'এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম :
  প্রকল্প বাস্তবায়ন ১ শাখা হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এইচএনপিএসপি'র আওতাধীন ১৭টি ওপি এবং ১৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প মোট ৩০টি কর্মসূচি/ প্রকল্পের অর্থ ছাড় করা হয়েছে ।

- সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল স্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য :
  ঢাকার একটি বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের দুইটি পদ স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

- চাকুরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য :
  ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৯টি বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের অস্থায়ী রাজস্ববাজেটে স্থানান্তরিত পদে পদধারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৫ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তি বছরে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ১৭টি ওপি ও ০৪টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ ছাড়সহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়া চলমান বিনিয়োগ প্রকল্পের সমূহের অর্থছাড়সহ বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল/পদ অস্থায়ী/স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ, চাকুরি নিয়মিতকরণ এবং অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা হবে।
- এইচএনপিএসপি এর মেয়াদ জুন ২০১১তে শেষ হয়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর পরিকল্পনা অনুবিভাগ হতে "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি" (এইচপিএনএসডিপি) ও "প্রজেক্ট প্রিপারেশন সেল" (পিপিসি), আজিমপুর, ঢাকা এর কর্মসূচির মেয়াদ আগামী ২০১৬ইং পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ শাখার অর্থ ছাড়সহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত করা হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন -২ অধিশাখাঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখার আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। এছাড়া বিভাজন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদিত হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল চাকুরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য : ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৬ জন কর্মকর্তার চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ০৮(আট) টি উন্নয়ন প্রকল্পের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বিভাজনসহ জিওবি,আরপিএ(জিওবি) এবং ০৮(আট) টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বিভাজনসহ জিওবি'র অর্থছাড় করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প :

(১) ম্যাটারনাল,চাইল্ড,রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ্।
(২) প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং।
(৩) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম।
(৪) সংগ্রহ,ভান্ডার ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা।
(৫) ইনফরমেশন,এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন।
(৬) ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম।
(৭) ট্রেনিং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট-নিপোর্ট
(৮) ফ্যামিলি প্ল্যানিং এন্ড ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রাম

বিনিয়োগ প্রকল্প :

(১) এষ্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার শীর্ষক প্রকল্প।
(২) এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু হাসপাতাল শীর্ষক প্রকল্প।
(৩) এস্টাবলিশমেন্ট অব মাদার এন্ড চাইল কেয়ার হসপিটাল আন্ডার এ, কে খান হেলথ্ কেয়ার সেন্টার অব এক্সিলেন্স শীর্ষক প্রকল্প।
(৪) Establishment of National Institute of Digestive Disease, Research and Hospital শীর্ষক প্রকল্প।
(৫) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
(৬) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
(৭) শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা, শীর্ষক প্রকল্প।
(৮) Sustaining Influenza Surveillance Networks and Response to Seasonal and Pandemic Influenza in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- কার্যকরভাবে শাখা ব্যবস্থাপনার জন্য ইলেকট্রনিক গার্ড ফাইল প্রণয়ন করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন -৩ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩ অধিশাখার আওতায় বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ, এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক. চলমান প্রকল্প/অপারেশনাল প্ল্যান সমূহের বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম :

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩ অধিশাখা হতে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়, পদ সংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সব উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প, ''শেখ ফজিলাতুনন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গোপালগঞ্জ'' প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণতকরণ (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) অন্যতম। এছাড়া অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের মধ্যে ফিজিক্যাল ফেসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট, হেলথ ইকনোমিক্স এন্ড ফাইনান্সিং এবং হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অন্যতম। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এসব প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সেবামূলক প্রকল্প রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের সংক্রান্ত তথ্য নীচে তুলে ধরা হল :

রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প অফিসের তথ্যমতে শুরু হতে জুন/১৩ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

- সারা দেশে জুন/২০১৩ পর্যন্ত ১২,৪৪৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে এবং সেবাদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- প্রকল্পের আওতায় ২৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। তার মধ্যে এ পর্যন্ত ২০৬৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে ১৮২৯ টি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে; হস্তান্তর হয়েছে ১৭২১টি; হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় আছে ১০৮টি, নির্মাণাধীন ২৩৮ টি; এবং ৯২ টি টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে।
- প্রকল্প কার্যালয়ের ৪৪টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, তার মধ্যে কর্মরত আছে ৩৪ জন। এছাড়া সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ১৩,৫০০ জন হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর মধ্যে ৬,৯২৪ জন মহিলা (৫৩%) এবং ৬,৩৭২ জন পুরুষ (৪৮%) অর্থাৎ মোট ১৩,২৪০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ পেয়েছে ২,৯২৪ জন।
- কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদত্ত সেবা সংক্রান্ত তথ্য : জুন ২০১৩ সাল পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সারাদেশে মোট ২১,৭২,১০,৮৯৪ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৩,৮৮,৫৭৮ জনকে উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে।
- স্বাভাবিক প্রসব (জানু/১১ হতে জুন/১৩ পর্যন্ত) ৩০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৪১৪৮ টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।
- ঔষধ : ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৩৬ কোটি টাকার ৩০ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- এই কর্মসূচি বাস্তবায়নার্থে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৩৯৬৭৩.০০ টাকা ছাড় করা হয়েছে।

খ. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

প্রবা-৩ অধিশাখা হতে ১৪টি বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ, এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিগত অর্থবছর গুলিতে ৬টি প্রকল্পের পদ অস্থায়ী রাজস্ববাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। বাকিগুলি অস্থায়ী রাজস্ববাজেটে স্থানান্তরে অর্থবিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়নি বিধায় এ বিষয়ে সম্মতি গ্রহণের কাজ ২০১২-২০১৩ অর্থবছরেও চলমান ছিল। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে মূলতঃ যে সব কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- **সমাপ্ত প্রকল্পের পদ সংরক্ষণ সংক্রান্তঃ** ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৩টি সমাপ্ত প্রকল্প যথা:- ফুলগাজী ও গোদাগাড়ী উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৪৬টি পদ, মাগুরা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ৩৬টি পদ এবং থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম পর্ব ৫০টি) কর্মকান্ডের উন্নয়ন সমাপ্ত প্রকল্পের ২টি পদ সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- **সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্যঃ** ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে "থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সার্বিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন (১ম পর্ব ৫০টি)" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ০২টি পদ অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি)" গ্রহণ করা হয়েছে যার মেয়াদ ২০১১-২০১৬ পর্যন্ত। পরবর্তি বছরে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের বিপরীতে অর্থ ছাড়সহ সকল আনুষংগিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়া চলমান বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়সহ অন্যান্য কার্যাবলি এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ীকরার কাজসমূহও নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রকল্প অর্থ কোষ (পিএফসি) সৃষ্টি করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্যে একই ধারাবাহিকতায় পরবর্তিতে পিএফসি ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং ইউনিট (এমএইউ) এ রূপান্তরিত করা হয় এবং বিদ্যমান HPNSDP কর্মসূচিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট (এফএমএইউ) হিসাবে সৃজন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের HPNSDP কর্মসূচিভুক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ২০১১-১২ অর্থ বছরে Improved Financial Management (IFM) অপরেশনাল প্লান হতে উন্নয়ন খাতের তহবিল ব্যবস্থাপনা (Fund Management), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন ও সমন্বয় এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা দপ্তর /পরিদপ্তরের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ***তহবিল ব্যবস্থাপনা (Fund Management):*** ২০১২-১৩ অর্থ বছরে IFM অপারেশনাল প্লানের আওতায় উন্নয়ন সহযোগীর প্রদত্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমে অধিকতর গতিসঞ্চার হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে iBAS কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে Outsourcing এর মাধ্যমে আর্থিক বিষয়ে দক্ষ এবং সাপোর্টিংসহ ২০ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে HPNSDP কর্মসূচির ৩২টি অপারেশনাল প্লানের Fund

Tracking কার্যক্রম এবং Advance forecast, Reimbursement কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা কমে এসেছে। IDA, JICA সহ ১৮টি উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত online তহবিলের IUFR প্রনয়ন, FOREX হিসাবে অগ্রিম অর্থের প্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং সিজিএ চ্যানেলে অর্থ সরকারি হিসাবে স্থানান্তরকরণ কার্যক্রমে ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া লাইন ডাইরেক্টর ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ, সমন্বয়করণ ও মনিটরিং কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা এসেছে।

- **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনঃ** সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা দপ্তর /পরিদপ্তরের উন্নয়ন খাতে জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৪১ টি। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩০৪ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং জড়িত টাকার পরিমাণ প্রায় ১৫৭৪৮.৩৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য নিবিড় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করার ফলে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা কমে আসছে। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা হ্যান্ডবুক এর নতুন সংস্করণের খসড়া প্রণয়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং জনবল নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- **প্রশিক্ষণঃ** Improved Financial Management (IFM) অপারেশনাল প্লানের আওতায় এফএমএইউ কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৪৪জন আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং ৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া IFM অপারেশনাল প্লানের আর্থিক সংস্থান থেকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এর ব্যবস্থাপনায় ৫৫৬ জন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ৩২০জন হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা/পিপিআর/অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

- HPNSDP কর্মসূচিতে ঋণচুক্তির শর্তানুযায়ী উন্নয়ন সহযোগী/সংস্থার তহবিল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরন; অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রমের জনবল নিয়োগ করা হবে।
- iBAS কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ; আর্থিক ব্যবস্থানা ও হিসাবের সাথে সম্পৃক্ত HPNSDP ভুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা দপ্তর/পরিদপ্তরের কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম জোরদারকরণ; সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা আপত্তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোর অডিট টিম কর্তৃক প্রতিকারমূলক নিরীক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ; আর্থিক ব্যস্থাপনা হ্যান্ডবুক এর নতুন সংস্করণ প্রণয়ন - ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বাজেট অধিশাখাঃ

মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন, এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ, অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ, বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) এর সকল সভার ইনপুট ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে সভা আহবান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী ও এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত ৩৮২ টি পেনশন নিষ্পত্তিকরণও সম্পাদিত হয় এই অধিশাখা থেকে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১২০৭টি গৃহ নির্মাণ, ৩৯১টি গৃহ মেরামত, ৭১৪টি মটর সাইকেল অগ্রিম, ৭৮টি মটর গাড়ি অগ্রিম এবং ৯৫টি কম্পিউটার অগ্রিম বাবদ মঞ্জুরি প্রদান, মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ/চিকিৎসাজনিত অর্থ ছাড়করণের কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক সম্পাদন করা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীনদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নিয়োগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, নিজস্ব কোডে পুনঃ উপযোজন ইত্যাদি আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজও এই অধিশাখায় করা হয়।

অর্থ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়ঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থ বছর ২০১২-২০১৩	বরাদ্দ	ব্যয়
(ক) অনুন্নয়ন বাজেট	৫৫২৯,৬২,০০	৫২৫৩,৩৬,৮০
(খ) উন্নয়ন	৩৮২৫,৩৯,০০	৩৩০৮,২০,১৬

উল্লেখযোগ্যখাত ভিত্তিক বরাদ্দ (অনুন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

খাত	২০১২-২০১৩	
	বরাদ্দ	ব্যয়
৪৯০০-মেরামত ও সংরক্ষণ	২৭৬,০০,৯০	২১৩,৭০,৪৬
৬৮০০-যন্ত্রপাতি	২২০,৮৭,৩৪	১৬৭,৪৬,৪৫
বেতন-ভাতাদি		
৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতন	৪৬৯,৫১,৭৮	৫৫৩,৩৫,২৪
৪৭০০ কর্মচারিদের বেতন	১৫১৫,৭৪,৪৮	১১৬৯,৬০,০২
৪৭০০-ভাতাদি	১৫০৩,৬৬,৩৭	১২৬৭,১১,৭৭
মোট বেতন-ভাতাদি	৩৪৮৮,৯২,৬৩	২৯৯০,০৭,০৩
৪৮০০-অন্যান্য পরিচালনা ব্যয়	৩২৬৯,১৭,৭২	১০৩৩,৭২,৯৩

উল্লেখযোগ্য খাত ভিত্তিক বরাদ্দ (উন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

খাত	২০১২-২০১৩	
	বরাদ্দ	ব্যয়
৭০০০-নির্মাণ	৫৯২,৫৮,০০	৬০৭,২৩,৪৮
৪৯০০-রক্ষনাবেক্ষণ/মেরামত	৪১,৩৫,০০	৯,৬৪,১৪
৬৮০০-যন্ত্রপাতি	৭৬৬,৪০,০০	৬৯২,৬১,০৬
বেতন-ভাতাদি		
৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতন	-	-
৪৭০০ কর্মচারিদের বেতন	১০০,১৬,০০	৮৮,৩১,৭৯
৪৭০০-ভাতাদি	৮০,৪২,০০	৭২,২১,৭৬
মোট বেতন-ভাতাদি	১৮০,৫৮,০০	১৬০,৫৩,৫৫
৪৮০০-অন্যান্য পরিচালনা ব্যয়	২০৭০,২২,০০	১২৯৮,৬৫,৬৫

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

১ অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক ব্যয়সীমার আলোকে যুক্তিসংগতভাবে বাজেট প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ।

অডিট অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির অডিট বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত, আদেশ-নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় অডিট অধিশাখা থেকে। এই অধিশাখায় বার্ষিক অডিট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, নিরীক্ষা দল গঠন, নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন, জারিকরণ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,১৭৯ টি, জড়িত টাকার পরিমান ২,৭৪৩.১২ কোটি। নিস্পত্তির সংখ্যা ১০০৪ টি। জড়িত টাকার পরিমান ১৬৬.১৪ কোটি। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিস্পন্ন অগ্রিম অনুচ্ছেদ অডিট আপত্তিসমূহ এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটি (পিএসি)-তে উত্থাপিত এবং অনালোচিত অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাধারণ অনুচ্ছেদ অডিট আপত্তিসমূহ দ্বিপক্ষীয় অডিট কমিটির সভার মাধ্যমে নিস্পত্তি করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১০-১২ অর্থ বছরে পাবলিক একাউন্টস কমিটি (পিএসি)-তে উত্থাপিত ৪০ (চল্লিশ) টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরে এম এস আর খাতে ব্যয়িত অর্থের উপর সংঘটিত অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক ৩৮ (আটত্রিশ)টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হলেও অবশিষ্ট দুটি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মধ্যে একটি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তদন্ত কার্যক্রম ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সম্পাদন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

১ অডিট সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।

১ ত্রিপক্ষীয় অডিট কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৬. হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন যুগ্ম-সচিব। তাঁর অধীনে হাসপাতাল-১ অধিশাখা, হাসপাতাল-২ অধিশাখা, হাসপাতাল-৩ অধিশাখা ও হাসপাতাল-৪ শাখা রয়েছে। নার্সিং এর জন্য রয়েছে নার্সিং অধিশাখা এবং তার নিয়ন্ত্রণে নার্সিং শাখা।

কর্মপরিধিঃ

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- হাসপাতাল সেবার মানোন্নয়নে আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি, আইন, বিধি প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তি ও আপদকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- হাসপাতাল বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি, Public Private Partnership (PPP) ও স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন, কার্যক্রম মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্বশাসিত/দেশি এবং বিদেশি যৌথ উদ্যোগে (বিদেশি বিনিয়োগে) নির্মিত ও পরিচালিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আগমন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনোস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাদকাসক্তি নিরাময় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বোর্ড ও পোস্ট মর্টেম বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ব ইজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি নিয়মিত এবং এককালীন অনুদান মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং সার্ভিসের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- নার্সিং শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা কোর্সের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, নীতি, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নার্সিং সার্ভিসের মানোন্নয়নে নিয়োগ বিধিমালাসহ নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন আইন, বিধি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর রেগুলেশন হালনাগাদকরণসহ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- নার্সিং সার্ভিসে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনুরূপ কোন জনগোষ্ঠির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা বাস্তবায়ন;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ সকল কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্নের বিষয়ে তদারকি ও সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যসম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;

হাসপাতাল-০১

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ উত্তর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঔষধ সামগ্রী ও মেডিকেল টীম প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে ভবন ধ্বসসহ, ডায়রিয়া, ডেংগু, এজমাসহ অন্যান্য বিষয়ে জনগণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় হাসপাতাল-১ অধিশাখা হতে। এছাড়া এই অধিশাখায় বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে হাসপাতাল-১ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সচিবালয় অংশে ৪৮৬৮, ৬৮১৩, ও ৪৯১৬ অর্থনৈতিক কোডে বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে এমএসআর ক্রয়/সংগ্রহ ও মেরামত কাজে মোট ২৩,১৩,৭৪,৩৮১.৫৪ টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
- ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সাভারস্থ রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া জরুরি উদ্ধার কাজে ও স্বাস্থ্য সেবা ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দের সমন্বয়ে ১১টি মেডিকেল টীম গঠন করা হয় এবং সার্বক্ষণিক এ্যাম্বুলেন্স নিয়োজিত করা হয়। গণ বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে অঙ্গহানি রোগীদের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন হাসপাতাল হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিদেশী অনুদানের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র" এর হাসপাতাল ভবন নির্মাণ ও সার্বিক উন্নয়ন কাজের জন্য জনস্বার্থে ৫০০,০০০.০০ (Five Lac) US ডলার বিদেশী আর্থিক সাহায্য (Foreign Donation) অনুদান গ্রহণের বিষয়ে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হয়। Support of Government Health Facilities in Naogaon District নওগাঁ জেলায় বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরি ঔষধ পত্রাদি, মেডিকেল যন্ত্রপাতি এবং হাসপাতালের ফার্নিচার অনুদান আকারে গ্রহণ করার নিমিত্তে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হয়।
- বিভিন্ন দুর্যোগ পরবর্তি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইডিসিএল হতে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করা হয়।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহতভাবে পরিচালিত হচেছ এবং পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিদর্শনকালীন সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাপ্ত অনুপস্থিত চিকিৎসক ও কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এবং অন্যান্য সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ, পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- ভবিষ্যতে ব্যয় মঞ্জুরিসহ অন্যান্য সরকারি আদেশ অনলাইনে প্রদান করা হবে।
- দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তি জরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও মেডিকেল টীম প্রেরণ অব্যাহত রাখা হবে।

থাই বিশেষজ্ঞদের কারিগরি সহায়তায় রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় অঙ্গহানি রোগীদের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন

রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় অঙ্গহানি রোগীদের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন পরিদর্শনে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

হাসপাতাল-০২

হাসপাতাল-২ শাখা থেকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া হাসপাতালের স্বায়ত্বশাসন, হাপাতালের অন্ত:বিভাগ, বহির্বিভাগ চালুর অনুমতিদান, ইউজার ফি নির্ধারণ, এমএসআর ক্রয় সংক্রান্ত বাজেট বিভাজনসহ বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও মনিটরিং এবং হাসপাতাল উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনুরূপ জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখার কার্যক্রমভুক্ত বিষয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে হাসপাতাল-২ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) বিভিন্ন দেশের বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশর সাথে তুলনাপূর্বক বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশ ২০০৪ সংশোধনক্রমে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশ ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) মানব দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ যথযাথভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে বর্তমানে উক্ত আইনের আলোকে যুগোপযোগী বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ২৯/০৪/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার নিমিত্ত আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং এর প্রথম খসড়া প্রণীত হয়েছে।

(ঘ) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডে (পুনঃউপযোজন) মধ্যে ৪৮৬৮ চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ১৭০,০০,০০,০০০/- টাকা, ৬৮১৩ কোডে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জমাদি ক্রয় বাবদ ১২৫,০০,০০,০০০/-টাকা এবং ৪৯১৬ কোডে যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ২০,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ৩টি কোডে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমান ৩১৫,০০,০০,০০০/- টাকা । বরাদ্দকৃত এ অর্থ ১৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, ডেন্টাল, হোমিও ও ইউনানী মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল এবং ৬০টি জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ৩টি কোডে মোট ব্যয় হয়েছে ২৯৯,৬৫,৪৫,৮১০.৭৫ টাকা। মোট বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয়ের হার হয়েছে ৯৫.১৩%।

(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিদর্শনকালীন সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাপ্ত অনুপস্থিত চিকিৎসক ও কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এবং অন্যান্য সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) সারাদেশে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৫০৯টি শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বৃদ্ধি করা হয় ৩৮০টি শয্যা। সরকার পরিচালিত হাসপাতালসমূহে রোগীর পথ্য বাবদ ৭৫/- থেকে ১২৫/- উন্নীত করা হয়। এছাড়া বিশেষ দিনে রোগীদেরকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য বেড প্রতি ১২০/- থেকে ২০০/- নির্ধারণ করা হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন, ২০১৩ এবং মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আইন, ১৯৯৯ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত ও জারি করা হবে।
- মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং এ আইনটি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হাসপাতাল-০৩

দেশের সকল হাসপাতালের এক্সরে মেশিন, হাই বাল্ব ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ক্রয়, মেরামত ও বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিকিরণ সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি স্থাপন, ব্যবহার, বিনষ্টকরণ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ হাপাতাল অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া এ অধিশাখার এমএসআর ক্রয় কার্যাদি বাস্তবায়ন, সমন্বয়, মনিটরিং এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনষ্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার আলোকে মনিটরিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এই অধিশাখা থেকে সম্পন্ন করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) গত ২৭-০৫-২০১৩ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/বিশেষ-২/অংশ/৯৪-১৯০ সংখ্যক স্মারকে ০৩ বছরের জন্য ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে ;

(খ) Bangladesh Red Crescent Society Order, 1973 (President's Order No.26 of 1973) রহিতক্রমে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইন-২০১৩-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

› বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইনটি চূড়ান্ত ও জারি করা হবে।

হাসপাতাল-০৪

স্বাস্থ্য বীমা, হজ্জ ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা সেবা ও বিশ্ব এজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশ চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম, অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বিতরণ এই অধিশাখার কাজ। এছাড়া স্বাস্থ্য সেবা খাতে বেসরকারি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান মঞ্জুর, অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত উপকরণ সংগ্রহ, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখার আওতাভুক্ত বিষয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

❖ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে হজ্জ চিকিৎসক দল প্রেরণের জন্য নীতিমালা গত ১১-০৪-২০১৩ তারিখে জারি করা হয়েছে।

❖ সম্মানিত হাজিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭০ জন সদস্য বিশিষ্ট হজ্জ মেডিকেল টিম সৌদি আরবে প্রেরণ করা হয়েছে ।

❖ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০৪ টি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) অনুকূলে ২.০০ (দুই কোটি) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

› ৫০ টি অ্যাম্বুলেন্স CMSD এর মাধ্যমে ক্রয় করে প্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিতরণ করা হবে।

› স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে যেসব NGO-কে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে তাদের একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হবে।

› হজ্জ মেডিকেল টিমে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মনোনয়ন দানে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে।

নার্সিং শাখা

নার্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রেষণ, লিয়েন, বদলি, ছুটি, পেনশনসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, নার্সিং সার্ভিসের পদ কাঠামো পর্যালোচনা, উন্নয়নখাতসহ নার্সিং ও নন-নার্সিং পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি নার্সিং শাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া নার্সিং সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন, বিধি প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ, সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই শাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

২০১২-১৩ *অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি*

- বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ রহিত করে বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গত ১৩/৩/১৩ তারিখে 'কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনা ও স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৩ জারি করা হয়েছে।
- বেসরকারি পর্যায়ে ৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং ৫টি নার্সিং কলেজের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ২য় শ্রেণির ৬৩ জন কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির পদে পদোন্নতির প্রস্তাব যাচাই বাছাইপূর্বক পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে সরকারি ০৯টি নার্সিং কলেজ এবং ১১ টি নার্সিং ইনস্টিটিউটটে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি নতুন কোর্স চালু করা হয়েছে ;
- ৪৩ টি নার্সিং ইনস্টিটিউটটে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে বিদ্যমান মোট আসন সংখ্যা ১৫৯০ থেকে ২৫৮০ তে উন্নীত করা হয়েছে ;

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

১। সেবা পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণসহ প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃষ্টি করা হবে।

২। সিনিয়র ষ্টাফ নার্স পদে যথাশীঘ্র অন্যুন ৫০০০ নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

৩। বিদ্যমান সিনিয়র ষ্টাফ নার্সদের মধ্য থেকে ৬ মাস মেয়াদি মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মিডওয়াইফারি তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৪। ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন ও ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫। ৭টি নার্সিং কলেজ বিভিন্ন শ্রেণির ১৬১৮ টি পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬। সেবা পরিদপ্তরের বিদ্যমান ৪টি নিয়োগবিধিকে সমন্বিত ও যুগোপযোগী করে একীভূত নিয়োগবিধিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৭। দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ৩০০০ মিডওয়াইফ এর পদ সৃষ্টি করা হবে এবং উক্ত পদসমূহে ক্রমান্বয়ে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

৭. উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অনুবিভাগ উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে ০৪ টি অধিশাখা এবং ০২ টি শাখা। এ অনুবিভাগে ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা, নির্মাণ অধিশাখা, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ অধিশাখা এবং চিকিৎসা শিক্ষা ১ ও ২ শাখা রয়েছে।

কর্মপরিধিঃ

- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- "The Public Procurement Rules ২০০৮" এর আওতায় স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সম্পর্কিত উন্নয়ন খাতের সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- "The Public Procurement Rules ২০০৮" এর আওতায় বিভিন্ন দরপত্র মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন, গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক/আর্থিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ;
- এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনার সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- সারাদেশে এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ তদারকি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে চাহিদা অনুসারে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- বেসরকারি খাতে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, হেলথ্ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পরামর্শক নিয়োগ এবং পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদন;
- বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আসনসংখ্যা নির্ধারণ;
- বেসরকারি চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/চাকুরি গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান;
- বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত তালিকাভুক্তির কার্যক্রম সমন্বয়;
- বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ এবং চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থা গঠন ও কার্যাবলি তদারকি;
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিসহ অন্যান্য বিকল্প ও দেশজ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নবায়ন, আসনসংখ্যা নির্ধারণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ভেষজ চিকিৎসাসহ বিকল্প চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, বাংলাদেশ ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;
- মন্ত্রণালয়ের কার্য সম্পাদনে সচিব-কে সহায়তা প্রদান।

ক্রয় ও সংগ্রহ শাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের যাবতীয় ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব এই শাখার কাজ। ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এইচএনএসডিপি এর আওতাধীন ৩২টি Operational Plan এর ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহে ADP বরাদ্দের আওতায় প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণঃ

১. Procurement Logistic Management Cell(PLMC)'র Structure চূড়ান্তকরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে।

২. সরকারি ক্রয় কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ এর সহায়তায় PLMC'র কর্মপরিধির আওতায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. Supply chain management কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য Web portal এ Product Catalogue (Specification) অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

৪. Web portal এ Tracking System চূড়ান্তকরণ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে।

৫. এইচপিএনএসডিপি'র আওতায় প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ এবং বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তির প্রেক্ষিতে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।

৬. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/বিভাগের গাড়ি ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

৭. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী (ওরাল পিল, Single rod Implant, Double rod Implant ইত্যাদি) ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- বিডিং ডকুমেন্টস এবং বিডিং প্রসেসকে ওয়েব পোর্টাল এর আওতায় আনা। SCMP (Supply Chain Management Product) এর Product Catalogue (Specificationসহ) প্রণয়ন করা হবে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তরে কর্মরত ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে ক্রয় সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তরে কর্মরত ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরী করা হবে।
- APR, ২০১২ এর Priority Action Plan এর আওতায় Framework Contract সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হবে।

নির্মাণ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ত কাজসমূহ দু'টি প্রকৌশল সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। ১) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২) গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং)। এর মধ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব

প্রকৌশল সংস্থা। নির্মাণ অধিশাখায় মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রমাণাদি ও পূর্ত কাজসমূহ নিম্নরূপঃ-

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে জনগুরুত্ব সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

১. HPNSDP'র আওতাধীন "ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট" (পিএফডি) শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের নির্মাণ কার্যাবলি নির্বাচন/অনুমোদন।
২. PFD এর আওতাধীন বিভিন্ন কর্মকান্ডের অনুকূলে অর্থ ছাড়।
৩. PFD এর অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা।
৪. PFD এর আওতাধীন স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমির তফসিল ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।
৫. গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন স্থাপনা নির্মাণ কাজের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্রের অনুমোদন করা।
৬. জমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থ ছাড় করা।
১০. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বদলি/পদায়ন করা।
১১. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পদসৃষ্টি ও পদ সংরক্ষণ করা।
১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনা উদ্বোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়া করা।
১৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ চলমান আছে তার অগ্রগতি মনিটরিং করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত কাজঃ Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) এর আওতায় (২০১১-২০১৬) দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ ও সংস্কার কাজের জন্য ৪৮১৫২৫.০০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের (পিএ ফান্ড) আওতায় প্রথম ১৮ মাসের পরিকল্পনায় ১০৪০৯০.০০ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য স্থাপনা মেরামত, সংস্কার, রক্ষনাবেক্ষণ কাজের প্রকল্প গ্রহণ, বাছাই, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য স্থাপনা সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদনের বিষয়গুলি সম্পাদিত হয় এই অধিশাখায়।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

(১) বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১২৭৫টি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়। একইভাবে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এই অর্থ দেশের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১০৪০টি কাজের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের প্রাক্কলন মন্ত্রণালয়ের যাচাই/বাছাই কমিটিতে পর্যালোচনা করে অর্থ

বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই/বাছাই কমিটি একাধিক সভা করে। অতঃপর উক্ত সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত অনুসারে ১০০ শয্যার উর্ধ্বে হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়।

(২) বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা ১০০ শয্যার হাসপাতাল সহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে যাচাই/বাছাই কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা সমূহে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে প্রাপ্ত মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের প্রাক্কলনসমূহ যাচাই বাছাই করা হয়: অতঃপর উক্ত সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে ১১৩০টি কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। একইভাবে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এই অর্থ দ্বারা বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে মোট ১২৮৪টি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ভবিষ্যতে এই অধিশাখার কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনার জন্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে কর্ম সম্পাদনের সময় সীমা নির্ধারণসহ দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে প্রণীত নীতিমালাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করা হবে।

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখাঃ

দেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়ন/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান এই শাখার আওতাভুক্ত বিষয়। সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজসমূহে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে বাংলাদেশি এবং বিদেশী ছাত্র-ছাত্রিদের ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন, ভিসি, প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব বিশারদ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও সিন্ডিকেটের সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাদিও এই শাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সংশোধিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন এবং বিভিন্ন স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানে ১১০০(এক হাজার একশত) জন চিকিৎসককে প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

(খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রো-ভিসি, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও সিন্ডিকেটে সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও নিষ্পত্তি Online-এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখাঃ

দেশের চাহিদানুসারে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, বেসরকারি খাতে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন এই শাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ০২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমোদনঃ
  - (১) বেসরকারি আশিয়ান মেডিকেল কলেজ, খিলক্ষেত, ঢাকা।
  - (২) আইটি মেডিকেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা।
- ০৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট স্থাপনের অনুমোদনঃ
  - (১) টিএমএসএস মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন।
  - (২) হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন।
  - (৩) ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন।
- ০৪টি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অনুমোদন করা হয়েছে।
- ০৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি) অনুমোদন করা হয়েছে।
- ১৪টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) অনুমোদন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষাবোর্ড আইন, ২০১৩ প্রণয়নের লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রস্তুতপূর্বক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে।
- ফার্মেসী কাউন্সিল আইন-২০১৩, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জনস আইন-২০১৩ এবং বাংলাদেশ কলেজ অব জেনারেল ফিজিশিয়ানস আইন-২০১৩ এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ স্থপন ও পরিচালনা আইন-২০১৩ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- এই শাখায় চলমান আইনসমূহ চূড়ান্তপূর্বক জারি করা হবে।
- অনলাইনে শিক্ষাছুটি চালু করা হবে।
- এই শাখার জন্য ইলেক্ট্রনিক গার্ড ফাইল তৈরি করা হবে।

৮. পরিকল্পনা অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন একজন যুগ্মপ্রধান। তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য অধিশাখা, পরিবার কল্যাণ অধিশাখা এবং স্বাস্থ্য-১ থেকে স্বাস্থ্য-৮ শাখা এবং পরিবার কল্যাণের ৮টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৬টি শাখা রয়েছে।

কর্মপরিধিঃ

১. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যাবলি;
২. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) পরিকল্পনা (পিআইপি) দলিল সংশোধন ও মনিটরিং, প্রণয়ন ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৩. বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;
৪. দীর্ঘ মেয়াদি, স্বল্প মেয়াদি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
৫. মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ;
৬. ভবিষ্যৎ প্রকল্প সমূহ/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
৭. প্রকল্প/কর্মসূচি দলিলাদি অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরন;
৮. বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;
৯. পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি/প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদান;
১০. প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ;
১১. এনইসি এর একনেক সভায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলি;
১২. বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে এইচপিএনএসডিপি'র এপিআর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৩. প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ) এর সমন্বয়মূলক কার্যাবলি;
১৪. প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যাবলি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের ২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৮টি অনুবিভাগের মধ্যে পরিকল্পনা অনুবিভাগ একটি। পরিকল্পনা অনুবিভাগ স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। বাস্তবায়িত ২টি সেক্টর কর্মসূচি (HPSP, ১৯৯৮-২০০৩ এবং HNPSP, ২০০৩-২০১১) থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা, সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, রুপকল্প-২০২১ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির আলোকে এবং ব্যাপক কনসাল্টেশন ও সকল স্টেকহোল্ডারসহ সংশ্লিষ্ট সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ পরবর্তি পাঁচ বছরের (২০১১-২০১৬) জন্য ৩য় সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি

খাতে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং পরিবার কল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ও ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকার সরকারের নিজস্ব অবদানসসহ সর্বমোট ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "Health Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP)" শীর্ষক ৩য় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতসমূহের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল-জনগণ বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধা-বঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি আর কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস: রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টি মান বৃদ্ধি করা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া তিন স্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করাসহ এদের মধ্যে একটি রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। জেলা পর্যায়ের সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মুল ধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তথা TFR কমিয়ে প্রতিস্থাপন স্তরে (Replacement Level Fertility) নেয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

গরীব রোগীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে পাইলট হিসাবে স্বাস্থ্য বীমা চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। চলমান সেক্টর কর্মসূচির (HPNSDP) আওতায় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং সকল উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবীক্ষণসহ এডিপি, সংশোধিত এডিপি ও এমটিবিএফ প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করে থাকে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন অনুযায়ী সেক্টর সমন্বয় ও উন্নয়ন সহযোগিদের সংগে সমন্বয় পরিকল্পনা উইং এর দায়িত্ব। উল্লেখ্য ৩য় সেক্টর কর্মসূচিতে বিশ্বব্যাংক, ডিএফআইডি, কানাডিয়ান সিডা, সুইডিস সিডা, জাইকা, ইউএসএইড সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অর্থায়নের নিমিত্ত পরিচালিত প্রি-এপ্রেইজাল, এ্যাপ্রেইজাল এবং এইড নেগোসিয়েশনসহ এতদসংক্রান্ত বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিকল্পনা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এইচপিএনএসডিপি বাস্তবায়নের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও জিওবি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন টাস্ক গ্রুপের সাচিবিক সহায়তা পরিকল্পনা উইং হতে দেয়া হয়। সেক্টর কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অ্যানুয়েল প্রোগ্রাম রিভিউ (এপিআর) এর কার্যক্রমও পরিকল্পনা উইং হতে পরিচালনা করা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ওপি :

১. ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেল্‌থ
২. এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী
৩. কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল
৪. টিবি এন্ড লেপ্রোসি কন্ট্রোল
৫. হেল্‌থ এডুকেশন এন্ড প্রোমোশন
৬. ইম্প্রুভড হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট
৭. কমিউনিটি বেসড হেল্‌থ কেয়ার

৮. অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার
৯. নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস এন্ড আদার পাবলিক হেল্‌থ ইন্টারভেনশন
১০. ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এন্ড সেইফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন
১১. প্রি সার্ভিস এডুকেশন
১২. ইন সার্ভিস ট্রেনিং
১৩. ম্যানেজমেন্ট ফর প্রকিউরমেন্ট,লজিস্টিক এন্ড সাপ্লাইজ
১৪. প্লানিং, মনিটরিং এন্ড রিচার্স
১৫. এইচআইএস এন্ড ই-হেলথ
১৬. ন্যাশনাল আই কেয়ার
১৭. ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ওপিঃ

১৮. ক্লিনিক্যাল কনট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি
১৯. ফ্যামিলী প্লানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী
২০. ম্যাটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেল্‌থ
২১. ইনফরমেশন,এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন
২২. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)
২৩. প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট
২৪. প্লানিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন

মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ওপি :

২৫. ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট
২৬. সেক্টর ওয়াইড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং
২৭. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
২৮. ইম্প্রুভড ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট
২৯. স্ট্রেংদেনিং অফ ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট
৩০. ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
৩১. হেল্‌থ ইকোনমিক্স এন্ড ফাইনেন্সিং
৩২. নার্সিং এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস

বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহঃ

১. ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন (১ম পর্যায় : ২৫০ শয্যা)
২. ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরন(১ম পর্যায় ১৫০ শয্যায়) প্রকল্প।
৩. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস স্থাপন
৪. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন
৫. এ্যাস্টাবলিসমেন্ট অব ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইএনটি(ফার্স্ট ফেইজ) ইন ঢাকা
৬. ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন
৭. রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেল্‌থ কেয়ার ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ
৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণত করণ (২য় পর্যায়)
৯. এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু (চিলড্রেন) হসপিটাল প্রকল্প

১০. গোপালগঞ্জে এ্যাসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ এর ৩য় শাখা স্থাপন
১১. শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন
১২. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার
১৩. এস্টাবলিশমেন্ট অব মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার হসপিটাল আন্ডার এ কে খান হেলথ কেয়ার সেন্টার অব এক্সিলেন্স
১৪. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন
১৫. সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন
১৬. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হসপিটাল স্থাপন
১৭. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল সেন্টার ফর সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এন্ড ট্রেনিং এট বিএসএমএমইউ
১৮. শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট
১৯. কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রকল্প
২০. শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন
২১. এক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের স্পেশিয়ালাইজড হসপিটাল
২২. এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্রমা সেন্টার, গোপালগঞ্জ

জেডিসিএফ প্রকল্পঃ

১. এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন
২. প্রভিশন ফর ইকুইপমেন্ট এন্ড প্রফেশনাল ট্রেনিং ফর আহসানিয়া মিশন ক্যানসার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (উন্নয়ন) ও ব্যয় :

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ	ব্যয়
২০১২-২০১৩	৩৬২২.৫৯	৩৩১৫.৫৬

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সংক্রান্ত এমডিজি ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেক্টর কর্মসূচি এইচপিএনএসডিপি যথাসময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা এবং এইচপিএনএসডিপি'র বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংয়ের জন্য গঠিত প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ)-কে পূর্নাঙ্গরূপে কার্যকর করা হবে। এডিপিভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য উদ্ভাবিত সফটওয়ার-এর মাধ্যমে অন-লাইন তথ্য সংগ্রহ ও তা ব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে এডিপির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা হবে। MTBF-এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ ও স্বাস্থ্য খাতে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হবে। এইচপিএনএসডিপির কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য Annual Programme Review (APR) সম্পন্ন করা এবং APR-এর সহিত সংশ্লিষ্ট স্টাডি ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন করা। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অপারেশনাল প্লান ও প্রকল্পসমূহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। মন্ত্রণালয় ও লাইন ডাইরেক্টরদের চাহিদা মোতাবেক TA Pool থেকে কারিগরী সহায়তার যোগান দেয়া হবে। এছাড়া বিভিন্ন পলিসি (যেমন ট্রেনিং পলিসি, ফুড সেফটি ও কোয়ালিটি পলিসি ইত্যাদি) এবং স্ট্রাটেজি প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হবে।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বর্তমান স্বাস্থ্য খাতে অন্যতম চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে- জনসাধারণকে বর্ধিত চাহিদা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত সম্পদের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য খাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকল্পে সম্পদের সমারোহ বৃদ্ধি করা এবং দেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করে সাশ্রয়ীমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। বরাদ্দকৃত সীমিত সম্পদ সফল বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর সুফল লাভের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য নীতি,২০১১ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নাধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৬)-এ বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ২০৩২ সাল নাগাদ সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কর্তৃক গবেষণা, নীতি, কৌশল ও প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট পরিচালিত হয় মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে। HPNSDP-এর আওতায় Health Economics & Financing Operational Plan-এর অধীনে কাজ করছে জি.এন.এস.পি ইউনিট। তাঁর অধীনে ০২ জন পরিচালক, ০১ জন উপপ্রধান, ০৪ জন উপপরিচালক, ০২ জন সিনিয়র প্রধান কর্মরত আছেন।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

গবেষণা কার্যক্রমঃ

- *Analysis of the Legal Framework for Health Financing and the Legal Base for the Proposed Pilots*
- *Health Care Financing Strategy (HCFS)* প্রস্তুত করা হয়েছে। এর *Executive Summary* বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে। HCPS ইনফর্মেশন ব্রীফ তৈরী করা হয়েছে।
- PPP Draft Concept Note প্রস্তুত ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।
- NHA প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য IHE, ICDDR'B ও DI এর সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- Private Health Expenditure Survey গবেষণার জন্য প্রাইভেট হাসপাতাল/ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের পূর্ণাংগ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- NHA সম্পাদনের জন্য CDPU, CGA হতে Public Sector স্বাস্থ্য খরচের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Health Protection Scheme (SSK) Piloting সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

- Health Protection Scheme (SSK) এর Concept Note প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Below Poverty Level (BPL) Identification এর Manual প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ১০টি বিষয়ে Clinical Protocol সম্পন্ন করা হয়েছে।
- SSK এর IT সম্পর্কিত Document এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং Scheme Operator এর TOR এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- Manual for Drug Management (Draft) প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Hospital Hand Book (Draft) প্রস্তুত করা হয়েছে।
- SSK Grievance Rules (Draft) প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Computer and Office Management, Different Aspects of Gender Issue, Gender Based Violence and Government Initiatives, Capacity Development for Handling

the Victims Against Women (VAM), Hands-on Training on Basic STATA, Hands-on Training on Analyzing Household Expenditure Data Using Advanced STATA- ইত্যাদি বিষয়সমূহে মোট ১১টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এত ১৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া জিএনএসপি ইউনিটের উদ্যোগে ১০টি ফিল্ড ওয়ার্কশপে ৩৫০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন।

- ❖ Gender Issues বিষয়ে ১টি স্বল্প মেয়াদি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়সহ জিএনএসপি ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এই বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন।
- ❖ Training Program on Health Insurance & PPP Issues Related to Health in Vietnam এ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন।

সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সঃ

২০১২-১৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ে Dissemination Workshop অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- Health Care Financing Strategy
- Impact on Mother and Child Health Expenditure on Poverty and Inequity
- Stakeholder Consultation

অন্যান্যঃ

- ❖ GNSP News Letter (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২) এর ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ০৫ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং ০১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) সংক্রান্ত SSK পাইলট এলাকায় বেইসলাইন সার্ভে সম্পন্ন করা, SSK Concept Note চূড়ান্তকরণ এবং SSK পাইলট এলাকায় দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী (BPL) খানা সনাক্তকরণের কার্যাদি সম্পন্ন করা হবে।
- Resource Allocation Formula চূড়ান্ত করা হবে।
- NHA ১৯৯৭-২০১২ প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হবে এবং Disease Account এর প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- Social Health Insurance সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হবে, Formal Sector এ স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়ে Position Paper তৈরি করা হবে এবং RMG Sector এ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বীমা চালুর বিষয়ে Position Paper তৈরি করা হবে।
- PPP- এর Draft অনুমোদনের করা হবে।

রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি) প্রকল্প

ভূমিকাঃ

"২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য" বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আলমা আতার ১৯৭৮ এর ঘোষণায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও স্বাক্ষর করে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সেবাসমূহ সহজলভ্য করতে না পারায় বাংলাদেশ তার অভিষ্ট লক্ষ্য হতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে এবং জনগণের অংশগ্রহণও আশানুরূপ নয়। তাই ১৯৯৬ সালে সরকার দেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ অধ্যুষিত পল্লী এলাকায় কমবেশী ৬০০০ জনগণের জন্য একটি করে মোট ১৩৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শুরু হতেই জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দানকৃত জমিতে ১৯৯৮-২০০১ সময়কালে ১০৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং এর বেশীরভাগ চালু করা হয়। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণের পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে "আরসিএইচসিআইবি" শীর্ষক ৫ বছর মেয়াদী (জুলাই/২০০৯ - জুন/২০১৪) প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক পূণরুজ্জীবিতকরণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু করে।

উদ্দেশ্য

- ❖ গ্রামীণ দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- ❖ নির্মিত/নির্মিতব্য ১৩৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পূণরুজ্জীবিতকরণ।
- ❖ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সাথে একটি কার্যকরী রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

অনুমোদিত পদ সংখ্যাঃ
প্রকল্প কার্যালয় - ৪৪ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে - ১৩৫০০ টি (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার)

কর্মরত জনবলঃ

প্রকল্প কার্যালয় - ৩৬ জন
কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে - ১৩২৪০ জন।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণঃ

প্রকল্পের আওতায় ২৮৭৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যেঃ

- ❖ নির্মাণ সম্পন্ন ঃ ১৮২৯ টি
- ❖ অচিরেই নির্মাণ সম্পন্ন হবে ঃ ৩৪৩টি
- ❖ তুরস্ক সরকারের অর্থায়নে নির্মাণাধীনঃ ১০ টি
- ❖ টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছেঃ ৯২ টি
- ❖ প্রকল্প কর্তৃক অনুমোদিত এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াধীনঃ ১২৬ টি
- ❖ অবশিষ্ট ৪৭৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে।

জনগণের দোরগোড়ায় প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

কমিউনিটি ক্লিনিকে অপেক্ষমান সেবা গ্রহীতার সারি

কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত (১৯৯৮ - ২০০১ সময়ে নির্মিত):

❖ ১৯৯৮ - ২০০১ সময়ে নির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ২০০৯ - ২০১১ পর্যন্ত ১০৫৯৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত করা হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক চালুকরণঃ

মেরামত, ঔষধপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ, জনবল পদায়ন পূর্বক পুরাতন (১৯৯৮-২০০১ সময়কালে নির্মিত) ও নবনির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে মোট ১২৪৪৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে এবং সেবাদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাদানের সময় ও সেবাদানকারী

সেবাদানের সময়ঃ

◗ শুক্রবার ও সরকারি ছুটি ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত।

সেবাদানকারীঃ

❖ সিএইচসিপিগণ সপ্তাহে ৬ দিন সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করেন। তাছাড়া স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী পর্যায়ক্রমে সপ্তাহে ৩ দিন করে সেবা প্রদান করেন।

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় সেবাসমূহঃ

❍ মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা (এএনসি ও পিএনসি);
❍ সমন্বিত শিশু স্বাস্থ্য সেবা (আইএমসিআই);
❍ ইপিআই, এআরআই, সিডিডি;
❍ প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা;
❍ নবদম্পতি, গর্ভবতী মা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন;
❍ পুষ্টি ও অনুপুষ্টি শিক্ষা;
❍ সাধারণ রোগ ও ক্ষতের লক্ষণভিত্তিক সেবা (সীমিত নিরাময়মূলক সেবা);
❍ অসংক্রামক রোগ- উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, আরসেনিকোসিস ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ;
❍ উচ্চতর পর্যায়ের (উপজেলা ও জেলা) প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;
❍ বিভিন্ন মারাত্মক রোগ যেমন যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, প্রাণঘাতী ইনফ্লুয়েঞ্জা, জরুরি প্রসূতি সমস্যা শনাক্তকরণ এবং বিশেষ সুবিধাসম্বলিত চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার;
❍ উদ্ভূত রোগ সনাক্তকরণ এবং বিশেষ সুবিধাসম্বলিত চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার;
❍ বাংলাদেশ সরকারের সেক্টর প্রোগ্রাম HPNSDP এর আওতায় চিহ্নিত অন্যান্য সেবা।
❍ প্রশিক্ষিত সিএসবিএ/এসবিএ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সাধারণ ডেলিভারী পরিচালনা।

জনবল নিয়োগঃ

✦ প্রকল্প কার্যালয়ে মোট ৪৪ টি পদের ৩৬ জন কর্মরত আছে।
✦ কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে ১৩৫০০ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর মধ্যে ১৩২৪০ জনের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা - ৬৮৬৮, পুরুষ - ৬৩৭২ জন (মহিলা ৫২% ও পুরুষ ৪৮%)। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ২৯২৪ জন।
✦ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রার্থী না থাকায় শূন্য রাখা হয়েছে ২৬০ টি পদ।

কমিউনিটি ক্লিনিকে ল্যাপটপ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গ্রামীণ জনপদে কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রচারণায় নির্মিত ডকুমেন্টারীর প্রিমিয়ার শো

সিএইচসিপি প্রশিক্ষণঃ

❖ সিএইচসিপি প্রশিক্ষণের জন্য অনুষ্ঠিত টিওটিঃ

সিএইচসিপিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে ৪টি ভেনুতে (বিএমআরসি, ঢাকা; আরডিএ, বগুড়া; আরআরএফ, যশোর ও বার্ড, কুমিল্লা) ৬০ ব্যাচে মোট ২৮৭৬ জন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে (৪-১৬ দিন) টিওটি প্রদান করা হয়েছে।

✦ সিএইচসিপি প্রশিক্ষণঃ

নিয়োগকৃত সিএইচসিপিদের ১২ সপ্তাহ ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ (৬ সপ্তাহ তাত্ত্বিক ও ৬ সপ্তাহ ব্যবহারিক) প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১২২১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তারা কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রদান করছে। অবশিষ্ট সিএইচসিপিদের খুব শীঘ্রই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

ঔষধ সরবরাহঃ

- ✦ ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৫৮ কোটি টাকার ২৫ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ✦ ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯১ কোটি টাকার ২৮ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ✦ ২০১১-১২ অর্থবছরে ১২৮ কোটি টাকার ২৯ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ✦ ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৩৬ কোটি টাকার ৩০ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ✦ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ইতিমধ্যে ৩৬ কোটি টাকার ৩০ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীও সরবরাহ করা হয়।

* উল্লেখ্য যে, কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবারহকৃত সকল প্রকার ঔষধ EDCL হতে সংগ্রহ করা হয়।

উপকারভোগী সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে গ্রামীণ জনগণ প্রধানতঃ মা, শিশু, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ সেবা পাচ্ছেন।

এ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যাঃ

সাল	সেবাগ্রহণকারী সংখ্যা	উচ্চতর পর্যায়ে রেফার সংখ্যা
২০০৯ (এপ্রিল-ডিসেম্বর)	১৪৬২৭৪১৬	২২২৯০৫
২০১০ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)	২৩৬৯১৩০৬	৪৪০৩৫২
২০১১ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)	৩৭২৯৯৭৪৪	৬৭১৩৯৫
২০১২ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)	৭২২৩৩৯৫২	১৬৬০৮৭২
২০১৩ (জানুয়ারি-অক্টোবর)	৭৪৪৬৬০৭৩	৩০৭৫০৮০
মোট	**২২২৩১৮৪৯১**	**৬০৭০৬০৪**

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবঃ

সারাদেশে বর্তমানে ৩২০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালিত হচ্ছে এবং জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত ৪৩১৯ টি স্বাভাবিক প্রসব পরিচালিত হয়েছে। এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কোথাও কোন মা বা শিশুর মৃত্যু/জটিলতা হয়নি।

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততাঃ

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার প্রতিনিধিত্বকারী ১৩-১৭ সদস্য বিশিষ্ট ১ টি কমিউনিটি গ্রুপ আছে। কমিউনিটি গ্রুপই কমিউনিটি ক্লিনিকের মূল চালিকা শক্তি। তাদের সহযোগিতার জন্য ১৩-১৭ সদস্য বিশিষ্ট ৩ টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণও কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউনিয়নস্থ সকল কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

কমিউনিটি গ্রুপঃ

কমিউনিটি গ্রুপের কাঠামোঃ

সদস্য সংখ্যাঃ ১৩ - ১৭ (কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলা)

- সভাপতিঃ ১জন
- সহ-সভাপতিঃ ২জন (সভাপতি এবং ২জন সহ-সভাপতি এই ৩জনের মধ্যে কমপক্ষে ১জন মহিলা)
- কোষাধ্যক্ষ ১জন
- সদস্য সচিবঃ ১জন (সিএইচসিপি)
- সদস্যঃ ৮জন
- পর্যবেক্ষক সদস্যঃ ২জন (এইচএ এবং এফডব্লিউএ)
- অতিরিক্ত সদস্যঃ ২জন

* সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়নস্থ সকল কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক

কমিউনিটি গ্রুপের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

- কমিউনিটি ক্লিনিকের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও দৈনন্দিন রক্ষনাবেক্ষণ।
- কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মএলাকার তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ তৈরি।
- কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের তহবিল গঠন।
- স্থানীয় সরকার, সেবাদানকারী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়।

** এ পর্যন্ত ১২০৭১ টি কমিউনিটি গ্রুপের মোট ১৯৩৯১২ জন সদস্যকে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ

কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের কাঠামোঃ (কমিটির এক তৃতীয়াংশ মহিলা হওয়া আবশ্যক)

- আহবায়কঃ ১জন
- যুগ্ম-আহবায়কঃ ২জন (আহবায়ক এবং ২জন যুগ্মআহবায়ক এই ৩জনের মধ্যে কমপক্ষে ১জন মহিলা)
- সদস্য সচিবঃ ১জন (তিনি হবেন সিজি গ্রুপের সদস্য যার বাড়ি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের এলাকায়)
- নিয়মিত সদস্যঃ ৯ থেকে ১১জন
- কো-অপ্ট সদস্যঃ ২জন

কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

- জনগণকে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা
- স্থানীয় তহবিল গঠন ও কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় সার্বিকভাবে কমিউনিটি গ্রুপকে সহায়তা করা।
- এলাকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীকে অবহিতকরণ;
- দরিদ্র অসহায়, জরুরি ও জটিল রোগীদের সঠিক চিকিৎসার জন্য উচ্চতর কেন্দ্রে প্রেরণে সহযোগিতা করা।
- জনগণের নিকট স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বার্তা পৌছানো।
- এলাকার জনগণের শিক্ষা প্রসারে উৎসাহ প্রদান।

** এ পর্যন্ত ১৯৬৭৪ টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের মোট ৩০৯১৫০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের কমিউনিটি গ্রুপ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ প্রায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার নির্বাচিত ও অনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে এবং সিংহভাগ ইতোমধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাদের অংশগ্রহণে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম গতিশীল হচ্ছে।

ব্যয় প্রতিবেদন (আরসিএইচসিআইবি) : (লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	ব্যয়ের হার
১.	২০০৯-১০	৫০০০.০০	৪৭৫৬.৩৪	৯৫.১৩ %
২.	২০১০-১১	২১০০০.০০	২০৩২৬.৩১	৯৬.৭৯ %
৩.	২০১১-১২	৩৫০০৫.০০	৩৩৭৬০.০৯	৯৬.৪৪ %
৪.	২০১২-১৩	৩৯১৭৭.৯৫	৩৮০২৮.৮২	৯৭.০৭ %
	মোট	**১০০১৮২.৯৫**	**৯৬৮৭১.৫৬**	

প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

- কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সংক্রান্ত ৩ টি টিভি স্পট (প্রতিটি ১ মিনিট ব্যাপী) নির্মিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে।
- জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণের আহবান সম্বলিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভয়েস কল প্রায় ৩ কোটি গ্রামীণ মোবাইল ফোন গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৩ পর্বের একটি ধারাবাহিক টিভি নাটক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই সম্প্রচারিত হবে।
- ৬ টি অডিও ভিজুয়্যাল ডকুমেন্টারী (১ টি- ১০ মিনিট, ৩ টি- ৫ মিনিট, ১ টি- ১৪ মিনিট ও ১ টি- ৭ মিনিট ব্যাপী) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফোরামে প্রদর্শিত হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত ব্রুশিউর, ফোল্ডার প্রস্তুত এবং নিউজ লেটার প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে (৪২০০০ বর্গফুট) দেয়াল লিখন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এর উপর নির্মিত "সোনালী আলো" ফ্লাশ কার্ড সেট (প্রতিটি সেটে ২৬ টি কার্ড) সরবরাহ করা হয়েছে এবং এগুলি স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের একটি নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.communityclinic.gov.bd) খোলা হয়েছে এবং এটিতে কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম মনিটরিং :

- মাসিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ।
- নিয়মিত কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন (সুনির্দিষ্ট চেকলিষ্ট সহ)।
- প্রকল্প কার্যালয় থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকে কার্যরত "সিএইচসিপি"-দের মোবাইলের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়।
- মাসিক সভায় (বিভাগ/ জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে) কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা।
- পরিক্ষামূলকভাবে ৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রতিদিন "ওয়েব বেজড্" রিপোর্টিং করা হচ্ছে।

৯ম জাতীয় সংসদের 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পকির্ত কমিটি'র মাননীয় সদস্যবৃন্দ গত ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর/১৩ সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার কয়েকটি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহঃ

(১) কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে প্রশিক্ষিত ধাত্রী নিয়োগ করতে হবে;
(২) কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের কক্ষগুলো ছোট হওয়ায় জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংযুক্তভাবে আরও কক্ষ সম্প্রসারণ করতে হবে;
(৩) কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সামনে রোগী এবং তাদের সাথে আগত ব্যক্তিদের অপেক্ষা করার জন্য একটি টিনশেড বারান্দা নির্মাণ করতে হবে;
(৪) কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে;
(৫) কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণের তদারকীর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে;
(৬) কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপকে কার্যকর করার মাধ্যমে জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে;

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন পীরগঞ্জ ইউনিয়নের ফতেহপুর কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেন

বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ঃ

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে জনগণের সচেতনতাবৃদ্ধি ও সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় এর আওতায় ইতিমধ্যে ১২ টি দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বেশীর ভাগ সংস্থা কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের দক্ষতা ও জনগনের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়া কোনো কোনো সংগঠন মা ও শিশুদের পুষ্টির মানোন্নয়নে কাজ করছে। ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান ৫টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। উক্ত অধিকার বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল/জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল/ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

কর্মপরিধিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২,২৩৬ (দুই হাজার দুইশত ছয়ত্রিশ)টি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে উন্নয়নখাতভুক্ত (প্রতি ৬০০০ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে) প্রস্তাবিত ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২,৪৪৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা তথা স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের চাহিদার আলোকে আরও নতুন নতুন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ২০১২-২০১৩ সালে মোট ২,৫০৯টি শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে ৩০শে জুন, ২০১৩ ইং পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত ৩৫১৬টি হাসপাতাল/ক্লিনিক/নার্সিং হোম ৬১০০টি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার এর মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন/ হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ/ চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন/পরিকল্পনা ও গবেষণা/ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা/এমআইএস/রোগ নিয়ন্ত্রণ/ভাণ্ডার ও সরবরাহ/ হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা/এমবিডিসি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো শাখা কাজ করছে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

জনবল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে জনবল

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
প্রথম শ্রেণি	২২,৯৪৯	১৬,৬৩৯	৬,৩১০
দ্বিতীয় শ্রেণি	১৬,৫৪১	১২,৪৮১	৪,০৬০
তৃতীয় শ্রেণি	৫২,১৪৬	৪৩,৪৮২	৮,৬৬৪
চতুর্থ শ্রেণি	২৫,০৯৯	১৯,৫২৭	৫,৫৭২
মোটঃ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ	**১১৬,৭৩৫**	**৯২,১২৯**	**২৪,৬০৬**

নবসৃষ্ট পদের সংখ্যাঃ

প্রথম শ্রেণি	- ১৫৫৭
দ্বিতীয় শ্রেণি	- ৮৩৫
তৃতীয় শ্রেণি	- ৫২৩
চতুর্থ শ্রেণি	- ৮৪৬

২০১৩ পর্যন্ত নিয়োগকৃত লোকবলঃ

ক্রমিক নং	বিবরণী	শ্রেণি	নিয়োগকৃত পদের নাম	মোট সংখ্যা
১	এডহক	১ম শ্রেণি	সহকারী সার্জন	৪১৩৩ জন
২	২৮তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ঐ	সহকারী সার্জন ও ডেন্টাল সার্জন	৮১৫ জন
৩	২৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ঐ	ঐ	২১২ জন
৪	৩০তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ঐ	ঐ	৫৬০ জন
৫	৩১তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ঐ	সহকারী সার্জন ও ডেন্টাল সার্জন	৩৭০জন
৬	৩২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)		সহকারী সার্জন ও ডেন্টাল সার্জন	৬০৫ জন
৭	স্বাস্থ্য সহকারী	৩য় শ্রেণি	স্বাস্থ্য সহকারী	৬৩৯১ জন
৮	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট	ঐ	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব/রেডিওগ্রাফী/ রেডিওথেরাপি/ফার্মাঃ)	২৬১জন
৯	চিকিৎসা সহকারী	ঐ	চিকিৎসা সহকারী	৫২১ জন
১০	৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদ	৩য়	৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদ	১০৩৭ জন
১১	৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদ	-	-	২৯৮৯ জন
১২	কমিউনিটি ক্লিনিকের জনবল (উন্নয়ন খাত ভুক্ত)	৩য় শ্রেণি	কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার	অনুমোদিত পদসংখ্যা ১৩৫০০ এর বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১৩২৪০ জন
			সর্বমোট	**৩১,৩৬০ জন**

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপঃ

এইচপিএনএসডিপি ২০১১-২০১৬ এর আওতায় ৩২টি অপারেশনাল প্লানের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭টি অপারেশনাল প্লান বাস্তবায়িত হচ্ছে। আরএডিপি উন্নয়ন খাতে সর্বমোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৭৯,২১০.৯০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় ছিল ১৭৯,০৩১.০০লক্ষ টাকা। অত্র অর্থ বৎসরের বাজেট বরাদ্দের হার ছিল ৯৪.৩% কিন্তু বিগত ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে বাজেট বরাদ্দের হার ছিল ৯৪.৪ অতএব এই দুই অর্থ বৎসরের বাজেট

বরাদ্দ ও ব্যয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাজেট ব্যয়ের অগ্রগতি ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকার" হিসাবে ৮০০টি হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪৮০টি (জেলা হাসপাতাল-৫৯, উপজেলা হাসপাতাল-৪২১) হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছে। হাসপাতালে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন সরবরাহসহ ইন্টারনেট চালুকরণের মাধ্যমে চিকিৎসা তথ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবা আধুনিকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ০৮ টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারী ২০১৪ এর মধ্যে আরও ১০টি হাসপাতালে সম্প্রসারণ করা হবে। চালকৃত হাসপাতালগুলি হচ্ছে (১) বিএসএমএমইউ (২) জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা (৩) জেলা হাসপাতাল নীলফামারী (৪) জেলা হাসপাতাল গোপালগঞ্জ (৫) জেলা হাসপাতাল, সাতক্ষীরা (৬) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পীরগঞ্জ, রংপুর (৭) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দাকোপ, খুলনা (৮) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দেবহাটা, সাতক্ষীরা । ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩৪০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক-এ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ৭টি বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ও ৬৪টি সিভিল সার্জন অফিসে ওয়েব ক্যামেরা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিভাগের ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। টেলিমেডিসিন, ভিডিও কনফারেন্সিং অন লাইন মিটিং, কর্মকর্তা কর্মচারিদের অফিস উপস্থিতি তদারকী প্রভৃতি কাজে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা ব্যবহৃত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে কর্মসূচিটি আরো সম্প্রসারন করা হবে। "মিনি ল্যাপটপ হবে ডিজিটাল ডাক্তার" এই ধারনাকে সামনে রেখে কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার আপডেট করা, জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানসহ স্বাস্থ্য জনশক্তির প্রশিক্ষন, ই-মেইল, ইন্টারনেট এর ব্যবহারের জন্য ১৮০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যায়ক্রমে ওয়েব ক্যামেরাযুক্ত মিনি ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে ৩৫০০টি ট্যাবলেট পিসি দেয়া আছে। আরও ৭০০০টি বিতরণের অপেক্ষায় আছে। প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে জিআইএস ম্যাপিং দ্বারা সনাক্তকরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখার আওতায় সেন্টার ফর মেডিকেল বায়োটেকনোলজি এর উদ্বোধন করা হয়েছে এবং চিকিৎসায় জীব প্রযুক্তি বিষয়ক আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রদান করা হয়েছে। মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিষয়টি "এমবিবিএস" কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১২,৩৯৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রায় ৭,২২,০০০০০ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২,২৩৬ (দুই হাজার দুইশত ছয়ত্রিশ)টি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দেশে বহির্বিভাগে ১৩,৮২,৮১,১১৫ জন এবং অন্তঃবিভাগ ৪৫,৬৪,৩১৮ জন সেবা গ্রহণ করেছেন।

উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে হাসপাতাল সংখ্যা = ৮৬৭টি

কমিউনিটি ক্লিনিক, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগসহ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা = ১৪,০৭৭টি

উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে হাসপাতালের মোট শয্যা সংখ্যা = ১৮,৭৮০টি

উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বেড সংখ্যা = ১৮৮২৯টি

জেলা হাসপাতাল/ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/

বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে বেড সংখ্যা = ৬১৯৩১টি

নতুন প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের নামঃ

ক্রমিক নং	হাসপাতালের নাম	বেড সংখ্যা
১	কুর্মিটোলা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা	৫০০টি
২	খিলগাঁও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, ঢাকা	৫০০টি
৩	বক্ষ ব্যাধি হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা	২৫০টি
৪	আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা	২৫০টি
৫	সরকারি কর্মচারি হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা	১৫০টি
৬	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ	১০০টি
৭	ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসাইন্স হাসপাতাল, আগারগাঁও, ঢাকা	৩০০টি

বিগত অর্থবৎসরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়,

সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সর্বমোট সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা = ৭,২২,০০০০০ জন

সারাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত প্রসুতি মহিলার সংখ্যা ছিল = ১১,১৮,০৪৮

এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির সংখ্যা ছিল = ৪,০৪,৩৬২

সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রসবপূর্ব সেবাগ্রহীতার সংখ্যা ছিল = ১৩,০৭,৭৬৯

ভাউচার স্কিমের আওতায় প্রায় ১,৫২,৪০১ জনকে সেবা ও সুবিধা প্রদান করা হয়।

০-৫ বৎসরের নিচে সমন্বিত শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় ৪৬,০১,৪৩১ জন সেবা গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে MDG- এর বিভিন্ন টার্গেটের সূচকে অর্জন সাফল্যজনক ভাবে লক্ষণীয়ঃ

সুচক	অর্জন
৫ বছরের কমবয়সী শিশুর মৃত্যুর হার (প্রতিহাজার জীবিত জন্মে)	৪১.০০ UNICEF (২০১৩)
ইনফ্যান্ট মরটালটি রেইট	৩৩.০০ UNICEF (২০১৩)
১ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে হামের বিরুদ্ধে টিকার হার	৮৬.০% (EPI-CES-২০১৩)
মাতৃ মৃত্যুহার	১৯৪/১০০০০০ জীবিত জন্মে (বিএমএমএস-২০১০)
প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর দ্বারা প্রসবের হার	২৬.৫% (বিএমএমএস-২০১০)

১৯টি জেলার মধ্যে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৫টি জেলায় (দিনাজপুর, রাজশাহী, মেহেরপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, পিরোজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল ও ঝালকাঠি) প্রাথমিকভাবে ফাইলেরিয়া নির্মূল হয়েছে। এছাড়া ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবের হার প্রতি লক্ষে ১৮.৪ এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার ০.০০৭ প্রতি লক্ষে। এছাড়া যক্ষ্মা রোগী সনাক্তকরণের হার ৭০% এবং যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা সাফল্যের হার ৯২%। সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচিতে ইপিআই কভারেজ ইভালুয়াশন সার্ভে ২০১৩ অনুসারে ১ বৎসরের নিচে শিশুদের টিকা প্রাপ্তির হার, বিসিজি- ৯৫%, ওপিভি ১- ৯৫% ওপিভি ২- ৯৪%, ওপিভি ৩- ৯২%, পেনটা ১- ৯১%, পেনটা ২- ৯৩%, পেনটা ৩- ৯২%, হাম-৮৬%। পূর্ণ টিকা প্রাপ্তির হার-৮১%। ভিটামিন এ প্রাপ্তির হারঃ ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুর জন্য=৯৩%, ৬-১১ মাস বয়সী শিশুর জন্য= ৮৪%।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কার্যক্রম কেন্দ্র থেকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। স্বাস্থ্য জনগণের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা, স্বাস্থ্য রক্ষায় নিজেদের এগিয়ে আসা ও সর্বক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি মান উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন, বয়োঃবৃদ্ধদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে।

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার এবং মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ সংরক্ষণ এবং যথাযথ বিনিয়োগ হলে দেশের কাংখিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব। স্বাস্থ্য শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক লব্ধ জ্ঞানের একটি প্রয়োগ কৌশল যা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য বিধিকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে পারলে স্বাস্থ্য সূচকেও অনুকুল পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। রোগের জন্য রোগীর চিকিৎসা অপরিহার্য। জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, প্রথা ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মানুষের স্বাস্থ্য অভ্যাসের গুণগত পরিবর্তন আনাও অপরিহার্য।

স্বাস্থ্য শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ-প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য উন্নযন সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে স্বাস্থ্য অভ্যাসে গুণগত পরিবর্তন না আসার কারণে নানাবিধ সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ ব্যাধিতে জনগণ আক্রান্ত হচ্ছে। এ ধরণের সমস্যা নিরসনকল্পে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো সকল পর্যায়ে জনগণের কাছে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাস্থ্য বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে রাজস্বখাতে সদর দপ্তরে ১ (এক) জন প্রধান, ২ (দুই) জন উপ-প্রধান, ৪ (চার) জন সহকারী প্রধান, ১ (এক) জন মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ১ (এক) জন ট্রেনিং এন্ড ফিল্ড অফিসার, ১ (এক) জন প্রেস ম্যানেজার, ২ (দুই) জন রিসার্চ অফিসার ও ১ (এক) জন স্টোর ও সাপ্লাই অফিসার এবং ৫০ (পঞ্চাশ) জন সহায়ক জনবল রয়েছে। উন্নয়ন খাতে জাতীয় পর্যায়ে মোট ১১টি পদের সংস্থান রয়েছে। ব্যুরোর সদর দপ্তরে দুটি বিভাগ আছে ঃ একটি কারিগরি সহায়তা ও অপরটি প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। এছাড়াও দুটো বিভাগে ১২ (বার)টি ফাংশনাল ইউনিট রয়েছে যথা ঃ পরিকল্পনা ও গবেষণা উন্নয়ন ইউনিট, প্রশাসন ইউনিট, প্রশিক্ষণ ও আইপিসি ইউনিট, মিডিয়া উন্নয়ন ইউনিট, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইউনিট, কমিউনিটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, পরিবেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, আপৎ কালীন/জরুরি স্বাস্থ্য শিক্ষা সেবা ইউনিট ও প্রিন্টিং প্রেস ইউনিট।

বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর দপ্তরে ১ (এক) জন বিভাগীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ও ৩ (তিন) জন সহায়ক জনবল রয়েছে। জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ১ (এক) জন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার, ১ (এক) জন জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ও ২ (দুই) জন সহায়ক জনবল রয়েছে। হাসপাতাল পর্যায়ে সদর হাসপাতালে/৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ২ (দুই) জন করে হাসপাতাল স্বাস্থ্য শিক্ষাবিদ রয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক মুদ্রণ উপকরণ প্রস্তুতের জন্য একটি আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস ও জরুরি স্বাস্থ্য বার্তা প্রচারের জন্য মোবাইল সিনেমা ভ্যান রয়েছে।

কর্ম পরিধি ঃ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা

জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট ও জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিটের মাধ্যমে সরাসরি স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মীগণ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করে আসছেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো হতে বিভিন্ন পর্যায়ে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের চাহিদা নিরুপণ ও প্রাপ্ত সম্পদ বিবেচনা করে সরকার স্বাস্থ্য সেক্টরে অন্যান্য কার্যক্রমের ন্যায় বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) এর মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে MDG-2015 লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য অনুযায়ী IMR ৫২ থেে ৩১-এ হ্রাস, অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু মৃত্যুহার ৬৫ থেকে ৪৮-এ হ্রাস, নবজাতকের মৃত্যুহার ৩৭ থেকে ২১-এ হ্রাস, MMR-১৯৪ থেকে ১৩৪-এ হ্রাস, TB রোগী চিহ্নিতকরণের হার ৭২ থেকে ৭৫-এ বৃদ্ধি, অনুর্ধ্ব ১ বছরের শিশুর টিকা সম্পূর্নের হার ৭৮ থেকে ৯০-এ বৃদ্ধি, TFR-২.৫ থেকে ২.০০-এ হ্রাস ও CPR-৬১.৭ থেকে ৭২.০০-তে বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রশাসনিক ঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়িত ও সমাপ্ত পরিবার স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি প্রকল্পের ১৭ (সতের)টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা জনশক্তি উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ঃ

১. জাতীয় পর্যায়ে ১০ (দশ) টি, (টিওটি), বিভাগীয় পর্যায়ে ৪ (চার)টি ও জেলা পর্যায়ে ১৪৭ ব্যাচে ৪,৭৮৬ জনকে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ১০ বছরের মধ্যে এটাই এ ধরণের প্রথম প্রশিক্ষণ।

২. বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি বিভাগে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জেলা সংবাদদাতাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির উপর এক দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন ঃ

১. ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলায় ১২৮ টি স্বাস্থ্য শিক্ষা আদর্শ গ্রাম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আন্তঃ ও অন্তঃ বিভাগীয় সহযোগিতাঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে জাতীয় পর্যায়ে ৪ (চার) টি

২. বিভাগীয় পর্যায়ে ৭ (সাত) টি এবং

৩. জেলা পর্যায়ে ২১ (একুশ) টি আন্তঃ ও অন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

অন্যান্য দাতা সংস্থার সহযোগিতাঃ

১. USAID'এ বিসিসি কনসালটেন্ট এর সাথে "হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন" স্ট্র্যাটেজি পুনঃবিন্যাস/হালনাগাদ করণের বিষয়ে কয়েকটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। USAID'এর সহযোগিতায় ৫টি ব্যাচে রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং এর মাধ্যমে সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতা বিষয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।

পত্রিকার (প্রিন্ট মিডিয়া) মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

২. বিশ্ব তামাক দিবস, বিশ্ব অটিজম দিবস, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা হাসপাতাল সংক্রান্ত ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. যক্ষ্মা নির্মূলে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে লেখা অভিনন্দন পত্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে।

৪. ডায়রিয়া প্রতিরোধে দৈনিক পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

৫. নিপাহ ভাইরাসসহ অন্যান্য সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধে দৈনিক পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

টেলিভিশনে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১২ উদযাপনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক-শো আয়োজন।

২. নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতার লক্ষ্যে ডকুমেন্টারী প্রস্তুত ও বিটিভিতে প্রচার।

৩. বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য সেক্টরে ৩ (তিন) বছরের অগ্রগতির উপর টিভি ডকুমেন্টারী প্রস্তুত ও টেলিভিশনে প্রচার।

৪. সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে টেলিভিশনে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

জারীগানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে ৬৪টি জেলা থেকে পৃথক ভাবে সুভ্যেনির প্রকাশ করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো'র ইতিহাসে প্রথম।

২. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে ৬৪টি স্বাস্থ্য বিষয়ক জারীগান আয়োজন।

৩. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক জারীগান আয়োজন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা মুদ্রিত উপকরণঃ

১. স্বাস্থ্য সেক্টরের অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ।

২. স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের (টিওটি) জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও বিতরণ।

৩. বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের হেলথ সুপারভাইজরী পার্সনেলদের স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও বিতরণ।

৪. বাংলা নববর্ষ ১৪১৯ উদযাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শুভেচ্ছা কার্ড প্রস্তুত ও বিতরণ।

অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতিঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে ১ (এক) টি বিভাগ ও ৬ (ছয়) টি জেলায় ৭(সাত) টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও প্রজেকশন স্ক্রীণ বিতরণ করা হয়েছে।

২. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিবিধঃ

১. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) এর লোগো প্রস্তুত ও এর উন্মোচন অনুষ্ঠান।
২. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।
৩. ৪র্থ অটিজম দিবস উদযাপন।
৪. জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী উদযাপন।
৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কদ্বীপ সজ্জিতকরণ।

বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্যখাতে ৪ বছরের সাফল্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঘটে গেছে বিপ্লবসহ অন্যান্য বার্তা সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে - ৪০টি
২. সচিবালয় ভিত্তিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের চিত্র প্রদর্শনের বিষয়ে নন্দিত একটি সেবা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এ বছরে
৩. ব্যানার - ১৪' X ৫' (স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক) -৪০টি
৪. ফুটওভার ব্রীজে ব্যানার স্থাপন ১৮টি এ বছরে
৫. ফেস্টুন - ৩' X ৪' (স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক)- ১০০টি এ বছরে
৬. পত্র-পত্রিকায় স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচার- ৪,৫৯২টি এ অর্থ বছরে (সচিত্র বিজ্ঞাপন সংযুক্ত)
৭. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল চত্বরে বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক বার্তা সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে - ১০২৮টি (প্রতি জেলা ও উপজেলায় ২টি করে)
৮. স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক ৪ বছরের সাফল্যের উপর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টিভি সিরিয়াল প্রচার - ১৩টি
৯. বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টক শো (স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সাফল্য) প্রচার - ১৭টি
১০. বর্তমান সরকারের সাফল্য তুলে ধরে স্বল্প দৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারী (৩ মিঃ) তৈরী- ২১টি
১১. স্বাস্থ্য সেবায় আমাদের এগিয়ে চলা উন্নয়ন বিষয়ক বই - ৫০০০ কপি
১২. Appointment Diary 2013 স্বাস্থ্য খাতে টিকাদান কর্মসূচিতে বিশ্ব সেরা পুরস্কারে ভূষিত বাংলাদেশ - ৫০০০ কপি
১৩. স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যালেন্ডার ২০১৩ মুদ্রণ - ৫০০০ কপি
১৪. সাভার ট্রাজেডি, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া টর্নেডো, ঘূর্নিঝড়, দূর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের সাফল্যের বিজ্ঞপ্তি প্রচার (বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাসমূহে)
১৫. স্বাস্থ্য খাতে ৪ বছরের সাফল্য, সমগ্র জাতি গর্বিত জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের বানী প্রচার (বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাসমূহে)
১৬. কমিউনিটি ক্লিনিক বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রচার
১৭. বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, সরকারের সাফল্য তুলে ধরে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রচার
১৮. টিকাদান কর্মসূচির সাফল্য তুলে ধরে পত্রিকায় প্রচার
১৯. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার
২০. বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে দেশী চিকিৎসকদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার।
২১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সিসিটিভি স্থাপন

২২. নতুন নতুন সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ ও হাসপাতালসমূহের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার
২৩. টিভি স্ক্রল - ৫টি চ্যানেলে ২৫ বার
২৪. জেলা পর্যায়ে স্মরনিকা প্রকাশ - ৬০টি জেলা
২৫. বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ট্রাক র‌্যালী (কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সেবা মডেল উপস্থাপন)
২৬. বিভিন্ন বিষয়ের উপর-পোষ্টার, লিফলেট, ফোল্ডার ও ফেস্টুন তৈরী
২৭. এ্যাডভোকেসী সভা (বিভিন্ন স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক)
২৮. মডেল ভিলেজ ১২৮টি - প্রতি জেলায় ২টি করে

ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনাঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করা এবং চলমান স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
২. জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি ও পদায়ন।
৩. বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়ক কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি ও পদায়ন।
৪. স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর প্রেস আধুনিকায়ন।
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে সকল জেলার জন্য মোবাইল সিনেমা ভ্যান সংগ্রহ ও সরবরাহ।
৬. বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ল্যাপটপ ও ডিজিটাল ক্যামেরা সরবরাহ করাসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা কাজে ব্যবহৃত আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা।
৭. কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহসহ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে জনগণকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
৮. শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা।
৯. স্বাস্থ্য শিক্ষা পেশায় দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য কর্মরত কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১০. বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত (টেকনিক্যাল) কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত ৫২,৪৩০ জনবলের পদ বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পদগুলোর মধ্যে ৫২২৪৩ টি রাজস্ব খাতভুক্ত এবং অবশিষ্ট ১৮৭ টি পদ উন্নয়ন খাতভুক্ত। তন্মধ্যে সর্বমোট ৪৫,৬৪৬ জনবল বর্তমানে কর্মরত রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে শূন্য পদসমূহের মধ্যে ৪২৩৭ টি বিভিন্ন ক্যাটাগরীর কর্মচারির পদে নিয়োগের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ চলমান রয়েছে। অধিকন্তু ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণির ৫৭ জন কর্মচারিকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ৪২ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ের লক্ষ্যে বিগত অর্থবছরে ৮২ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ১৫৪৯ জন কর্মকর্তা- কর্মচারিকে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৭২ জন। অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিট তাদের চাহিদা মাফিক ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরে মোট ১৬৩ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে এবং এতে ১১,১০৯ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য বিগত অর্থবছর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মোট ১৩৩টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ২১টি মামলা নিস্পন্ন করা হয়েছে ।

আর্থিক শৃঙ্খলা সঠিক রাখার জন্য নিয়মিত অডিট কার্যক্রম চালু আছে। বিগত অর্থবছরে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় ও সাধারন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যথাক্রমে উন্নয়নখাতে ১০৩টি এবং রাজস্ব খাতে ১৯৫ টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে, যা টাকার অংকে যথাক্রমে ৭৬,৮০,২০৫/- (ছিয়াত্তর লক্ষ আশি হাজার দুইশত পাঁচ টাকা মাত্র) এবং ৩৬,৩০,৪২০/- (ছত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত বিশ টাকা মাত্র)। ৯৫ জন পেনশনগামী কর্মচারির অডিট আপত্তির নিস্পত্তি এবং না দাবি প্রদানের মাধ্যমে পেনশন প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হয়েছে। নিরীক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫৬৫ জনকে নিরীক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা হিসাব নিরীক্ষণে দক্ষতাবৃদ্ধিসহ ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করছে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও 'এম এস আর' ক্রয় বাবদ আর পি এ খাতে প্রায় ৩০২ কোটি ৫৮ লক্ষ, জি ও বি রাজস্ব খাতে ৬২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং জি ও বি উন্নয়ন খাতে প্রায় ৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী এবং ডিডিএস কিটস এর পরিমান নিম্নরূপঃ

- ❖ ১৫০ মিলিয়ন সাইকেল খাবার বড়ি,
- ❖ ১৬.৯ মিলিয়ন (আরপিএ ৯.৯ + জিওবি উন্নয়ন ২মিলিয়ন + রাজস্ব ৫ মিলিয়ন) ভায়াল ইনজেক্টেবলস,
- ❖ ১১.৫ মিলিয়ন (আরপিএ ৯.৫ + জিওবি উন্নয়ন ২ মিলিয়ন) পিস এডি সিরিঞ্জ,
- ❖ ৩ লক্ষ ৫২ হাজার (আরপিএ ২লক্ষ ৪৫ হাজার + জিওবি উন্নয়ন ১ লক্ষ ৭ হাজার) (১ রড) সেট ইমপ্ল্যান্ট
- ❖ ১৫০ মিলিয়ন পিস কনডম (জিওবি রাজস্ব)
- ❖ ৭৫ হাজার (আরপিএ ৬০ হাজার + জিওবি উন্নয়ন ১৫ হাজার) বক্স ডিডিএস কিটস।

উপরে বর্ণিত চলমান ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন মজুদ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- ❖ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত মাঠকর্মীদের জন্য পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ), এমআইএস

প্রতিবেদন ফরম ও পরিবার কল্যাণ সহকারী সহায়িকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ।

- ❖ ৫৩৮ সেট ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং ৬৩০টি মডেম ক্রয় জেলা/উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ে অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২ প্রকাশিত হয়েছে।
- ❖ মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন অপারেশনাল প্ল্যানের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী কোয়াটার ও ব্যয়ের খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন অপারেশনাল প্ল্যানের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট প্রক্ষেপণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ HPNSDP'র আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের Annual Programme Implementation Report (APIR-2012) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ HPNSDP'র Annual ProgrammeReview (APR-2012) এর joint Aid memoire অনুযায়ী Action Plan এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ এর তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ আংকারায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ তুরস্ক যৌথ ওয়াকিং গ্রুপের সভায় পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য হরমোনাল জন্মনিরোধন ডিভাইস, নগর এলাকার আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক স্থাপন ও অডিও ভিজ্যুয়াল সিস্টেম উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই স্টাডির মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ Millennium Development Goals: Bangladesh progress at a glance এর উপর মতামত মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক জনমিতিক কার্যকরণ ও লক্ষ্য সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি/তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমে ০৬ (ছয়)টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অধিভুক্তি এবং ৪৯টি সংস্থার অধিভুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকের অবস্থানঃ

জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক (Infant) মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
							মোট	পুরুষ	মহিলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৭.৮৮ BBS-২০১২	৪.৮ BBS-২০১২	১.৩৭% Census -২০১১	৪৩ BDHS-২০১১	৫৩ BDHS-২০১১	১.৯৪ BMMS -২০১০	৭৬.৯০ ২৬২২০১৮৭ (জুন-১৩ পর্যন্ত)	৬৭.৭	৬৬.৭ BBS-২০১১	৬৮.৮ BBS-২০১১

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক আদর্শ প্রতিষ্ঠান তৈরীর দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) আত্মপ্রকাশ করে। নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তন জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী এবং অপারেশনস্ গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচি উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। এছাড়া প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক্স, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক এবং কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে যা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। নিপোর্ট ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ৮,০৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। মৌলিক প্রশিক্ষণ; ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ; ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ; পুন: প্রশিক্ষণ এবং পুষ্টি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মার্চ ২০১৩ থেকে ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৩৫৩ জন FWV-কে ১৮ মাস ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে মাতৃ মৃত্যু রোধ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করার লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ সেবা প্রদানকারী সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিকস্ প্রশিক্ষণ নীতিমালা চুড়ান্ত করা হয়েছে এবং প্রথম বারের মত ৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স চালু করা হয়েছে ।

জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা এবং কর্মসূচির অগ্রগতির অবস্থা নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবিদের তথ্যের মূল উৎস হিসেবে নিপোর্টের গবেষণা শাখা কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাসমূহ মূল উপাদান হিসেবে কাজ করছে। নিপোর্টের গবেষণা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমকে জাতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অংগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্লানের আওতায় নিপোর্ট নিয়মিত ভাবে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS), ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে(UESD), আরবান হেল্থ সার্ভে, হেল্থ ফেসিলিটি সার্ভে এবং বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS) সহ জনসংখ্যা, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিপোর্টের গবেষণা শাখা বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচকসমূহ মনিটর করা, জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) তথ্য প্রকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মত্যু মা ও শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে নিপোর্ট, বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০১১ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে- ২০১১ এর ফলাফলের আলোকে বিভাগীয় পর্যায়ের জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সূচকসমূহের সাম্প্রতিক (আপডেটেড) প্রতিবেদন প্রণয়ন, কর্মশালার মাধ্যমে অর্থ বছরে পরিচালিতব্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক গবেষণার বিষয় চূড়ান্তকরন পূর্বক তা বাস্তবায়ন, জাতীয় পর্যায়ে ডেসিমিনেশন সেমিনার ও সভা আয়োজন, জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিয়ে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা ব্যবহার সম্পর্কিত সূচক, শিশু মৃত্যু হার, মোট প্রজনন হার এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কে হাল নাগাদ তথ্য পর্যালোচনার জন্য ৭টি বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন, ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD) ২০১৩ সম্পন্ন করে প্রবেশনাল রিপোর্ট প্রকাশ ও নিউজ লেটার, নিপোর্ট বার্তা প্রকাশনা সহ ১৬ টি গবেষণা/সার্ভে, ৮টি প্রতিবেদন/প্রকাশনা, ১৪ জনকে বিদেশ প্রশিক্ষণ, ২টি রিসার্চ মেথোডোলজি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ১৬টি কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজন করেছে। আয়োজিত ২টি রিসার্চ মেথোডোলজি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪০ জন ও ১৬টি কর্মশালা/ সেমিনারে প্রায় ১৮৫০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-সেবা প্রদানকারী-মাঠকর্মী অংশগ্রহণ করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্য সেবা জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ২০০১ সালের ৩২২ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৯৪ হয়েছে। অতি সম্প্রতি সম্পাদিত ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD) ২০১৩ সার্ভের ফলাফল অনুযায়ী প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণকারীর হার (কমপক্ষে ৪ বার) ২০১১ সালের ২৬.০% থেকে ২০১৩ সালে ২৫.০% হয়েছে; দক্ষ সেবা গ্রহণকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০১১ সালের ৩২.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৪.০% এ উন্নীত হয়েছে; প্রসব পরবর্তি সেবা গ্রহণকারীর হার ২০১১ সালের ২৭.০% থেকে ২০১৩ সালে ২৮.০% এ উন্নীত হয়েছে; জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ২০১১ সালের ৬১.০% থেকে ২০১৩ সালে ৬২.০% এ উন্নীত হয়েছে; আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০১১ সালের ৫২.১% থেকে ২০১৩ সালে ৫৩.১% এ উন্নীত হয়েছে; নিম্ন সফলতা সম্পন্ন বিভাগ সিলেটে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০১১ সালের ৩৫.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৯.০% এ উন্নীত হয়েছে এবং চট্টগ্রামে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০১১ সালের ৪৫.০% থেকে ২০১৩ সালে ৪৪.০% হয়েছে; ছয় মাসের কম বয়সের শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার ২০১১ সালের ৬৪.০% থেকে ২০১৩ সালে ৬০.০% হয়েছে; বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা সম্পন্ন শিশুর হার ২০১১ সালের ৪১.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৯.০% এ নেমে এসেছে এবং বয়সের তুলনায় কম ওজনের শিশুর হার ২০১১ সালের ৩৬.০% থেকে ২০১৩ সালে ৩৫.০% এ নেমে এসেছে ।

এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম হিসেবে নিপোর্ট, বাংলাদেশ নগর স্বাস্থ্য জরিপ (Bangladesh Urban Health Survey) ২০১৩ পরিচালনা করছে। জরীপের উদ্দেশ্য হলো শহর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এর অন্যতম উদ্দেশ্য বস্তি এলাকার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি তুলে ধরা। পাশাপাশি জরীপের মাধ্যমে শহর এলাকায় চলমান বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হবে। বাংলাদেশে নগর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে এ জরীপের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর দেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর জাতীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অভিহিত। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও কার্যকর ঔষধ উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয়, বিতরণ এবং ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। ঔষধ প্রশাসনের অন্যতম কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ঔষধ উৎপাদন কারখানার নতুন প্রকল্প মূল্যায়ন, ঔষধ প্রস্তুতের জন্য উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য সনদ প্রদান, ঔষধ উৎপাদন কারখানা ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (ডিপো) এবং ফার্মেসী পরিদর্শন, ঔষধের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির লিষ্ট অনুমোদন, ইনডেন্ট অনুমোদন, আমদানীকৃত তৈরী ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালের ছাড়পত্র প্রদান, ঔষধের বাজার মনিটরিং, ঔষধ আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ড্রাগ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও মোবাইল কোর্টে মামলা দায়ের, ঔষধ রপ্তানির জন্য লাইসেন্স, Certificate of Pharmaceutical Products(CPP)/Free Sale Certificate (FSC), GMP Certificate প্রদান, ঔষধের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোয়ালিফায়েড ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ড্রাগ এ্যাক্ট-১৯৪০, ড্রাগস (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স-১৯৮২, ড্রাগ রুলস-১৯৪৫, বেঙ্গল ড্রাগ রুলস ১৯৪৬, ঔষধনীতি-২০০৫ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জিএমপি গাইড লাইন অনুসরণে উল্লেখিত সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১। ***রাজস্ব আদায়ঃ*** বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৫ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার ননট্যাক্স রেভিনিউ (রাজস্ব) আদায় করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রায় চেয়ে প্রায় ৬.৫% বেশী।

২। ***মামলা দায়েরঃ*** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় ঔষধ আইন ভঙ্গের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। বিগত অর্থ বছরে সমগ্র বাংলাদেশে সর্বমোট ১৩৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং ৪৭০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের দায়ে মামলা দায়ের করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বমোট ৩ কোটি ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮০০ শত টাকা জরিমানা এবং ১১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে (সর্বোচ্চ ২ বৎসর সর্বনিম্ন ১০ দিন) কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ড্রাগ কোর্টে (জজ কোর্ট) সর্বমোট ১২টি, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৩। ***ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) সংস্কার/পুণর্গঠন ও আধুনিকায়নঃ*** সরকার ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এর আওতাধীন ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করেছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনস্থ করার পর উক্ত ল্যাবরেটরীর উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। উক্ত ল্যাবরেটরীকে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেকনিক্যাল সহায়তায় এনসিএল এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি ও স্থাপন এবং ভবন সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়োগবিধিমালা ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনঃ

বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়োগবিধিমালা-২০১২ অনুমোদিত হয়েছে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালে ঔষধ প্রশাসনের যাত্রা শুরু হলেও কর্মচারিদের কোন নিয়োগবিধিমালা ছিল না।

৫। ***ঔষধ রপ্তানিঃ*** উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে ঔষধ রপ্তানিও ঔষধ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশ বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার ৯৭ শতাংশ পূরণ করে ঔষধ রপ্তানিও করছে। বিগত অর্থ বছরে ইউরোপ, আমেরিকার মত রেগুলেটেড মার্কেটসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করেছে। বিগত ২০১২ সালে মোট ৫৫১২.২৪ মিলিয়ন টাকার ঔষধ বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

৬। ***পোষ্ট মার্কেটিং সার্ভিল্যান্স বৃদ্ধিঃ*** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে জনবল সংকট বিদ্যমান থাকায় পূর্বে অনেক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। বিগত অর্থ বছরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ৩৭জন প্রথম শ্রেণির ও ৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করায় পোষ্ট মার্কেটিং সার্ভিল্যান্স বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নকল, ভেজাল ও মান-বহির্ভূত ঔষধের দৌরাত্ম অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৭। ***জাতীয় ঔষধনীতি-২০০৫ যুগোপযোগীকরণঃ*** জাতীয় ঔষুধনীতি, ২০০৫ আরো গণমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য বর্তমান সরকার সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উক্ত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় ঔষধনীতি-২০১২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু গঠিত কমিটিতে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস সোসাইটি (বিপিএস) এর প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের আহ্বান না জানানোয় তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করে (রীট পিটিশন নং-৯০৭০ অব ২০১৩) ফলে প্রস্তাবিত জাতীয় ঔষধনীতি-২০১২ মন্ত্রি সভার অনুমোদন আপাততঃ স্থগিত রয়েছে।

৮। ***ঔষধ বিক্রয় লাইসেন্স প্রদানঃ*** জনবল বৃদ্ধি পাওয়ায় মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকান দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। বিগত অর্থ বছরে সমগ্র বাংলাদেশে সর্বমোট ৬৫৩০টি খুচরা ঔষধ বিক্রয় এবং ৩৪টি পাইকারী ঔষধ বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৯। ***ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট উন্নয়নঃ*** ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে ঔষধ প্রশাসনের একটি ওয়েব সাইট আছে (www.dgda.gov.bd)। উক্ত ওয়েব সাইট ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ সার্বিক তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আপ-গ্রেড করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক-এর আওতায় আনা হয়েছে। ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ব্রডব্র্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনসহ ঔষধ সংক্রান্ত তথ্যাদির ডাটাবেইস প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ডাটাবেইস আরো সমৃদ্ধকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

১০। ***ঔষধ উৎপাদনের নিমিত্তে নতুন প্রকল্প অনুমোদনঃ*** বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ঔষধ উৎপাদনের নিমিত্তে নতুন ৮টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে বিপুল পরিমান স্থানীয় বিনিয়োগ হবে বলে আশা করা যায়।

১১। ***ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রমঃ*** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সর্বমোট ২০২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে (১ দিন হতে ২ মাস ব্যাপী) দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
এছাড়াও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ২৬৯টি এ্যালোপ্যাথিক, ২৬৬টি ইউনানী, ২০৪টি আয়ুর্বেদিক, ৭৯টি হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক এবং ২৭টি হার্বাল সর্বমোট ৮৪৫টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাদি (রেসিপি অনুমোদন, মোড়ক সামগ্রী অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন প্রদান, মূল্য নির্ধারণ, নমুনা বিশ্লেষণ ইত্যাদি) চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে সম্পাদন করছে। ১ লক্ষ ৫ হাজারের অধিক খুচরা ঔষধ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করা হচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সার্বিক সহেযাগিতায় দেশে ২০১২ সালে ১২২৮৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ঔষধ, এবং ২৮২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার ঔষধের কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং ৬২০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার উৎপাদিত জীবন রক্ষাকারী ঔষধ (ভ্যাকসিন, ইনসুলিন, হাইটেক প্রোডাক্টস ইত্যাদি)

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিডিইউ নামে একটি পৃথক প্রকৌশল ইউনিট গঠন করেন। বর্তমান সরকারের আমলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে বিগত ২২.০৩.২০১০ইং তারিখে প্রাক্তন প্রকৌশল ইউনিট সিএমএমইউ-কে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপার্টমেন্ট হিসেবে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এ উন্নীত করা হয়েছে। এইচইডি (সাবেক সিএমএমইউ) এর বিদ্যমান ৩৮৬টি জনবলের অতিরিক্ত আরও ১০৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে এইচইডি'র বর্তমানে মোট জনবল ৪৯১টি। দিন দিন কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ১৩৬৪ জনবল সম্বলিত একটি অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।

কর্মপরিধিঃ

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনাসমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত করা আছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ

ক. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা
০১।	প্রধান কার্যালয়	৭৫
০২।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (৪টি)	৩১
০৩।	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (১৬ টি)	১৬৮
০৪।	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৫০টি)	২১৭
	মোটঃ	৪৯১

প্রস্তাবিত বর্ধিত জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	প্রস্তাবিত জনবলের সংখ্যা
০১।	প্রধান কার্যালয়	২২৫
০২।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় (২টি)	৩৮
০৩।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (৯টি)	৯৯
০৪।	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৩৬ টি)	৪৭৪
০৫।	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৬৮টি)	৫২৮
	মোটঃ	**১৩৬৪**

খ. বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ

এইচইডি'র কর্মপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, উপজেলা পর্যায়ে নতুন ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ, বিদ্যমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ, নতুন ২০ শয্যা ও ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, উপজেলা ষ্টোর নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা সদর হাসপাতালের উন্নীতকরণ কাজ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), FWVTI, RTC নির্মাণ, নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, নার্সিং কলেজ, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ, মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল (MATS) সহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের খরচের হিসাবঃ

উন্নয়ন বাজেট :

ক্রমিক	অর্থ বছর	জিওবি	আর পি এ	মোট
০১	২০১২-২০১৩	১৪১৬৩.৪৩	৮০৮৫.২৭	২২৭৪৮.৭০

রাজস্ব বাজেট :

ক্রমিক	অর্থ বছর	মোট
০১	২০১২-২০১৩	১০৩৮৪.১৫

স্তর (লেভেল) ভিত্তিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ৫ বছরে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্রক্লিষ্ট মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে যে সমস্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে/সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে রয়েছে/চলমান রয়েছে/কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার চিত্র নিম্নরূপঃ

○ ***নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজঃ***

Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০টি, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১২০৫টি, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬৫৪টি, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৩১টি এবং চলতি অর্থ বছরে ১৫১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। হালনাগাদ ১৮২৯টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট চলমান কাজের গড় অগ্রগতি ৮৭%।

○ ***ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ***

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (HFWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৮৬৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অগ্রসরমান আছে। গড় অগ্রগতি ৫০% ।

○ ***উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণঃ***

গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ৪২১টি উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হয়। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষাপটে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের সম্প্রসারণ এবং মান উন্নীতকরণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে প্রেক্ষিতে বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে উন্নীতকরণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯টি নতুন শয্যা, OT, আউটডোর, র‍্যাম্প ইত্যাদিসহ ওপিডি ভবন, ডক্টরস্ ডরমেটরী, নার্সেস ডরমেটরী এবং ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২০৪ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৫টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাজ চলমান রয়েছে। গড় অগ্রগতি ৪০%।

❍ ***উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজঃ***

নবসৃষ্ট উপজেলায় জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী এবং সিলেট জেলার খাদিম পাড়ায় একটি করে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এর নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে যার গড় অগ্রগতি ৬০%। ৫টি ৫০ শয্যা হাসাপাতাল নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উপজেল গুলো হচ্ছে আশুগঞ্জ-বি-বাড়ীয়া; বিজয়নগর-বি-বাড়ীয়া; কালুখালী-রাজবাড়ী; জুরী-মৌলভীবাজার; কবিরহাট-নোয়াখালী এবং রুমা-বান্দরবান।

❍ ***নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণঃ***

চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ৭টি নার্সিং কলেজ এবং ৬টি নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রুপান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লালমনিরহাটে ১টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং বান্দরবান জেলায় একটি নার্সিং কলেজ নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

❍ ***ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণঃ***

ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য সেবা সহকারী, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ২০০৯ হইতে ২০১৩ পর্যন্ত সিলেটে ১টি (IHT) নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ১১টি IHT নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি (IHT) নির্মাণ কাজের দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❍ ***২০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণঃ***

উপজেলা সদর থেকে দূরে অবস্থিত জনসাধারণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং যে সকল উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপজেলা সদর থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সকল স্থানের জনগণের স্বাস্থ্য সেবার কথা বিবেচনা করে ২০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ৩টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলাধীন মালিগাঁও নামক স্থানে ১টি ২০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

❍ ***ইপিআই জেলা ষ্টোর নির্মাণঃ***

স্বাস্থ্য সেবা সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দুরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরনের জন্য জেলা ষ্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। ১০০টি জেলা ষ্টোর নির্মাণ করা হবে। বর্তমান সরকারের আমলে গেভী-এইচএস অর্থায়নে ১২টি জেলা ষ্টোর নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়। যার মধ্যে ০৬ টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৬ টি কাজ চলমান আছে । গড় অগ্রগতি ৯৫% ।

❍ ***স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণঃ***

ঢাকার মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। ৩টি বেজমেন্টসহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণের জন্য ৩৩৯২.১১ লক্ষ টাকা চুক্তি করা হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজটি চলমান রয়েছে। গড় অগ্রগতি ৭৫%।

❍ ***ডিপিপিভূক্ত কাজঃ***

উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ডিপিপি) এর আওতায় (১) গোপালগঞ্জ জেলায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ (২) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্প ২টির পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য নিম্নরূপঃ

(১) গোপালগঞ্জ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালঃ	৩৩৯০৪.৮৯লক্ষ টাকা।
(২) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালঃ	১৯৭২৩.৩২ লক্ষ টাকা।
মোটঃ	৫৩৬২৮.৮১ লক্ষ টাকা।

বর্তমান অগ্রগতিঃ

(ক) গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালঃ

(i) গোপালগঞ্জ জেলায় শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় মাটি ভরাটের কাজ চলছে যার অগ্রগতি ৯০%। তাছাড়া পুরাতন হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজ চলছে।

(ii) মেডিকেল কলেজের (১) একাডেমিক ভবন (২) ছাত্রদের হোস্টেল ভবন (৩) ছাত্রীদের হোস্টেল ভবন (৪) পুরুষ ডাক্তার ডরমেটরী (৫) মহিলা ডাক্তার ডরমিটরী (৬) নার্স ডরমিটরী এবং (৭) হাসপাতালের জন্য ইমার্জেন্সি স্টাফ ডরমিটরী ভবন সমূহে স্থাপত্য ও অবকাঠামোগত নকশা প্রণয়ন, প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ সহ সকল প্রাক-টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; একাডেমিক ভবনের (অডিটরিয়াম, ক্যাফেটরিয়া ও লাইব্রেরী ভবনসহ) নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে; ১৮/০৯/২০১৩ইং তারিখে দরপত্র গৃহীত হয়েছে। ছাত্রদের হোস্টেল, ছাত্রীদের হোস্টেল, পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার ডরমিটরী, স্টাফ নার্স ডরমিটরী, ইমার্জেন্সী স্টাফ ডরমিটরী নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১০/০৯/২০১৩ইং তারিখে দরপত্র গৃহীত হয়েছে।

(iii) হাসপাতাল ভবনসহ প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য ভবনসমূহের নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে।

(খ) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালঃ

সাতক্ষীরা জেলার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে যার মধ্যে:

(i) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
(ii) হাসপাতালের আবাসিক ভবনসমূহের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
(iii) মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ২৩/০৯/২০১৩ইং তারিখে দরপত্র গৃহীত হয়েছে।
(iv) মেডিকেল কলেজের আবাসিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ভবন, ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
(v) প্রকল্পভূক্ত অন্যান্য কাজসমূহ যেমন আবাসিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ভবন, ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(গ) ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

HPNSDP এর আওতায় Physical Facilities Developmentঃ অপারেশনাল প্লানে ৬২ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন গোড়পাড়া, অভয়নগর উপজেলার সিংগাড়ীতে, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণেলহাট(সিটি কর্পোরেশন) এবং জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন লক্ষিরচড় (বারুয়ামারি) ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ চলছে. যার অগ্রগতি যথাক্রমে; গোড়পাড়া-৫০%, সিংগাড়ী-৮০%, কর্ণেলহাট-২% এবং লক্ষীরচর (বারুয়ামারি)-১৫% হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন পাবুর, সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনী উপজেলাধীন দর্গাপুর ও কালীগঞ্জ উপজেলাধীন চম্পাফুল, নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন দুপতারা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া ১৫টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য ইতোমধ্যে ১৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

(ঘ) *ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজঃ*

ঢাকার মহাখালীস্থ আইপিএইচ কমপ্লেক্সে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঙ) ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় বাংলাদেশ-কোরিয়া মৈত্রী হাসপাতাল উন্নীতকরণ কাজ।

কাজটি চলমান আছে, যার বর্তমান অগ্রগতি- ৮০%।

(চ) ঢাকাস্থ মহাখালীতে বিসিপিএস ভবনের (২য় পর্যায়ের) কাজ।

কাজটি চলমান আছে, যার বর্তমান অগ্রগতি- ৮০%।

(ছ) সাতক্ষীরা জেলায় পলাশপোল মৌজায় ২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ কাজ।

কাজটি চলমান আছে, যার বর্তমান অগ্রগতি- ৯৫%।

(জ) দিনাজপুর জেলায় অরবিন্দু চাইল্ড হাসপাতালের নির্মাণ কাজ।

কাজটি চলমান আছে, যার বর্তমান অগ্রগতি- ৯৩%।

গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং)

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (পিএফডি) ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (পিএফডি) অপারেশন প্লান (পিএফডি) এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দকৃত ৩৫৬৭৪.৪২ লক্ষ টাকা হতে ৩৫৬৬৯.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৯.৯৮%। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের (পিএফডি) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ঢাকাস্থ খিলগাঁও এ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্ডানাইজেশন এবং এক্সটেনশন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্ডানাইজেশন এবং এক্সটেনশন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্ডানাইজেশন এবং এক্সটেনশন, আইসিইউ ও ক্যাজুয়ালিটি ইউনিটের মর্ডানাইজেশন এবং এক্সটেনশন (ফরিদপুর ও কুমিল্লা), নোয়াখালী, পাবনা এ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় (পিএফডি) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের চলমান কার্যক্রম সমূহ হচ্ছেঃ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, খুলনা ও পঞ্চগড়ে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারির জন্য ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, সাভারের ধামরাইতে ট্রমা সেন্টার নির্মাণ, হবিগঞ্জের বাহুবলে ট্রমা সেন্টার নির্মাণ এবং মুন্সিগঞ্জে মাওয়ায় ট্রমা সেন্টার নির্মাণ, ঢাকা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে ছাত্র/ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, খুলনা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ও দিনাজপুর হাসপাতালে মেডিকেল গ্যাস স্থাপন করা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিদ্যমান স্থাপনার সম্প্রসারন ও নতুন ভবন নির্মাণ, কক্সবাজার ও যশোর-এ মেডিকেল কলেজ স্থাপন, সাভারে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব হেল্থ ম্যানেজম্যান্ট নির্মাণ, খুলনায় আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট নির্মাণ জাইকা এর অর্থায়নে বাগেরহাট, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও বরগুনায় সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় টংগী, মাদারীপুর ও কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, জিওবি অর্থায়নে ভোলা, সুনামগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে শেরে বাংলা নগরে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স ইনষ্টিটিউট, তেজগাঁও-এ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইএনটি এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণ আধুনিকায়ন ও ঢাকার ফুলবাড়িয়াস্থ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারি হাসপাতালের আধুনিকায়ন এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, বিএসএমএমইউ-কে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে উন্নীতকরণ, গোপালগঞ্জে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেসা চক্ষু হাসপাতাল এবং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, এক্সপানশন অফ কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অফ নার্সিং এডুকেশন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরী মেডিসিন এবং রেফারেল সেন্টার, খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ এবং ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ডাইজেসটিভ ডিজিজ রিসার্চ এবং হাসপাতাল নির্মাণ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সেবা পরিদপ্তর

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সাফল্যের বর্ণনাঃ

বর্তমানে সেবা পরিদপ্তরের জনবলের পরিসংখ্যান -	নার্সিং + নন-নার্সিং পদ
◗ মঞ্জুরিকৃত পদ -	২৪,৪৮৪ টি ,
◗ কর্মরত পদ -	১৮,১৬১ টি ,
◗ শুন্য পদ -	৬,১১৮ টি ;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বেসামরিক ক্ষেত্রে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত ডিপ্লোমাধারী নার্সদের (সিনিয়র স্টাফ নার্স, স্টাফ নার্স, পাবলিক হেলথ নার্স ও নার্স) পদমর্যাদা আর্থিক সুবিধাসহ ৩য় শ্রেণি (বেতনস্কেল ৬৪০০-৪২৫৫/-) থেকে ২য় শ্রেণি (৮০০০-১৬৫৪০/-)-তে উন্নীত করা হয়েছে;

বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৫৬০৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে, যেমন-

- সেবা তত্ত্বাবধায়ক- ০৯টি,
- উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক- ০৭টি,
- পাবলিক হেলথ নার্স- ০৪টি,
- নার্সিং সুপারভাইজার- ৪৮টি এবং
- সিনিয়র স্টাফ নার্স- ৫৫৩৭টি পদ;

২৬২৭টি শুন্য পদের মধ্যে ২০১০ সালে মোট ১৭৪৭টি পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩ জন মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন;

১. ৩৫০০ নার্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারিকে উচ্চতর টাইমস্কেল প্রদান করা হয়েছে:

২. সিনিয়র স্টাফ নার্স-এর নবসৃজিত এবং শুন্য পদ মিলিয়ে মোট ৪১০০টি পদে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ৪১০০জন নার্সকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

৩. মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন প্রাক্তন ০৭ (সাত)-টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল এবং সিলেট)-কে ৭০০ আসন বিশিষ্ট নার্সিং কলেজে উন্নীত করে ৪-বছর মেয়াদি বেসিক বিএসসি ইন-নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে ২০০৮ সালে। প্রতি বৎসর মোট ৭০০ শত ছাত্র-ছাত্রী বিএসসি প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে ;

৪. নব প্রতিষ্ঠিত ৩৭৫ আসন বিশিষ্ট ০৩ (তিন)-টি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজ- বগুড়া, ফৌজদারহাট ও খুলনায় বিভিন্ন শ্রেণির ৯৩টি প্রথম শ্রেণির নার্স-শিক্ষক পদ; ০৩টি নন-নার্স শিক্ষক পদসহ ৬৩টি নন-নার্স কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং ৫৭টি আউটসোর্সিং নন-নার্সিং পদ মিলিয়ে মোট ২১৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে;

৫. নব প্রতিষ্ঠিত ০২ (দুই)-টি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজ-বগুড়া এবং ফৌজদারহাটের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কলেজে সৃষ্ট নার্স-শিক্ষক ও অন্যান্য নন-নার্স পদে জনবল বহালকরতঃ ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষ হতে ২-বছর মেয়াদি পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন-নার্সিং এবং বিএসসি ইন-পাবলিক হেলথ নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে;

৬. বর্তমানে সৃষ্ট ৫০০ আসনের মধ্যে প্রতিবছর ৩৭৫জন দেশী-বিদেশী নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থী (কলেজ অব নার্সিং মহাখালী, ঢাকায়, ৫টি আসন বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত) ২-বছর মেয়াদি পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন-নার্সিং এবং বিএসসি ইন-পাবলিক হেলথ নার্সিং কোর্স করার সুযোগ পাচ্ছে;

৭. ০৭টি নার্সিং কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণির ৯১০টি নার্সিং শিক্ষকপদ এবং ৭০৮টি নন-নার্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারি পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রক্রিয়াধীন;

৮. জেলা পর্যায়ে ১২ (বার)-টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চাঁদপুর, নঁওগা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঝিনাইদহ, পিরোজপুর, বরগুনা, জামালপুর, হবিগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ) প্রতিষ্ঠার পর এ সকল ইনস্টিটিউটের জন্য ৬০ (ষাট)-টি ২য় শ্রেণির নার্স-শিক্ষক পদ এবং ৯৬টি নন-নার্স পদ সৃজন করা হয়েছে;

৯. নব প্রতিষ্ঠিত ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে গত ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ হতে ৩-বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সাইন্স এ্যান্ড মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে;

১০. ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে সৃষ্ট আসন সংখ্যা ১৫৭০ হতে ২৫৮০-তে বৃদ্ধি করা হয়েছে;

১১. ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং ১১টি নার্সিং কলেজে নিম্নবর্ণিত জিনিষপত্র সরবরাহ করা হয়েছে, যেমন-

- ১০০৮টি কম্পিউটার,
- ১১৩টি ল্যাপটপ,
- ২৩টি ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা,
- ১৩২টি মাল্টি মিডিয়া,
- ১৫৭টি ওএইচপি,
- ৪৪টি মাইক্রোসকোপ,
- ৬৩টি টেলিভিশন,
- ৫০টি রেফ্রিজারেটর,
- ১৫২টি মাইক্রোবাস,
- ৫০টি গাড়ী এবং
- বিভিন্ন প্রকার টিচিং এইড (মডেল, চার্ট), বই-পুস্তক এবং আসবাবপত্র।

১২. ২য় শ্রেণির ১০১জন সিনিয়র নার্সিং কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে (অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যাপক, প্রজেক্ট অফিসার, নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী পরিচালক, প্রভাষক) চলতি দায়িত্বে পদায়ন করা হয়েছে;

১৩. সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে কর্মরত ৭১৭জন নার্সকে ৬-মাস মেয়াদি সার্টিফাইড মিডওয়াফারী কোর্স প্রদানপূর্বক কিছু সংখ্যক মিডওয়াইফকে বিভিন্ন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে পদায়ন করা হয়েছে;

১৪. ৪২১টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স এবং ১৩১২টি ইউনিয়ন সাব সেন্টারের জন্য ৩০০০ (তিনহাজার) মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

১৫. দেশে অধিকতর মিডওয়াইফ তৈরীর লক্ষ্যে ২০ (কুড়ি)-টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং ০৮টি নার্সিং কলেজ) মোট ৫২৫টি আসন সৃষ্টি করার পর এ সকল আসনে ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে ২০১২-২০১৩ শিক্ষা বর্ষ হতে ৩-বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে;

১৬. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ৮টি নার্সিং কলেজ এবং ২০টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে;

১৭. বিভিন্ন পদে কর্মরত নার্সিং কর্মকর্তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, যেমন-

- বর্তমানে থাইল্যান্ডে অবস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে (প্রিন্স অব সংক্লা; মাহিদুল এবং চিয়াংমাই ইউনিভার্সিটি) ০৯ (নয়)-জন নার্সিং কর্মকর্তা নার্সিং বিষয়ে পিএইচডি করছেন;
- বর্তমানে ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন নার্সিং কর্মকর্তা থাইল্যান্ডের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে নার্সিংয়ে মাস্টার্স করছেন;
- প্রিন্স অব সংক্লা ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড হতে ১ (এক) জন নার্সিং কর্মকর্তা পিএইচডি শেষে দেশে ফিরে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন;
- ২০১২ সালে থাইল্যান্ড হতে মোট ২৬ (ছাবিবশ) জন নার্সিং কর্মকর্তা নার্সিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স শেষ করে নার্সিং শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন;
- বিভিন্ন দেশ (থাইল্যান্ড; মালয়শিয়া; শ্রীলংকা ও ফিলিপাইন) হতে ৫১৭ (পাঁচশত সতেরো) জন নার্স-কর্মকর্তা নিম্নে বর্ণিত স্বল্প-মেয়াদি বিশেষায়িত কোর্স শেষ করে বিভিন্ন স্তরের নার্সিং শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন;
    - কার্ডিয়াক নার্সিং;
    - ক্যাথ ল্যব নার্সিং;
    - আইসিইউ;
    - ন্যাফরোলোজী ও কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট নার্সিং;
    - রেসপিরেটরী নার্সিং;
    - অনকোলোজি নার্সিং;
    - ট্রমা এ্যান্ড ইমারজেন্সি নার্সিং;
    - সাইকিয়াট্রিক এ্যান্ড মেন্টাল হেলথ নার্সিং;
    - অবথালমোলোজী নার্সিং;
    - এ্যাডাল্ট নার্সিং;
    - পেডিয়েট্রিক নার্সিং;
    - ওরো-ডেন্টাল নার্সিং;
    - মিডওয়াইফারী;
    - নার্সিং কেয়ার প্রভিশন;
    - হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট এবং পলিসি ফর্মুলেশন;

১৮. সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৭০০ নার্সিং কর্মকর্তাকে স্থানীয়ভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে স্বল্প-মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে-

- এভিডেন্স বেজড্ নার্সিং
- কার্ডিয়াক নার্সিং
- ন্যাফরোলোজী ও কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট নার্সিং;
- ক্যাথ ল্যব নার্সিং;
- ট্রমা এ্যান্ড ইমারজেন্সি নার্সিং
- অনকোলোজি নার্সিং;

১৯. সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৭১জন সহকারী নার্সকে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)

বর্তমান অবকাঠামো ঃ

এ প্রতিষ্ঠানের দুইটি ভবনঃ

(ক) অফিস ভবন (তিন তলা), আয়তন ঃ ৩০০০ বর্গফুট

(খ) ওয়ার্কশপ ভবন (চার তলা ও তিন তলা), আয়তন ঃ ২০,০০০ বর্গফুট

সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য

সঠিক রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবার প্রতিটি পর্যায়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক/দেশীয় মুদ্রায় ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিত করা ছাড়া কোন বিকল্প নাই। মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষনাবেক্ষণ, স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন তৈরী এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও চালনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণঃ

অনুমোদিত পদঃ ৯৫ টি

কর্মরত জনবলঃ ৬৪ জন

শুন্য পদঃ ৩১ টি

অর্গানোগ্রাম

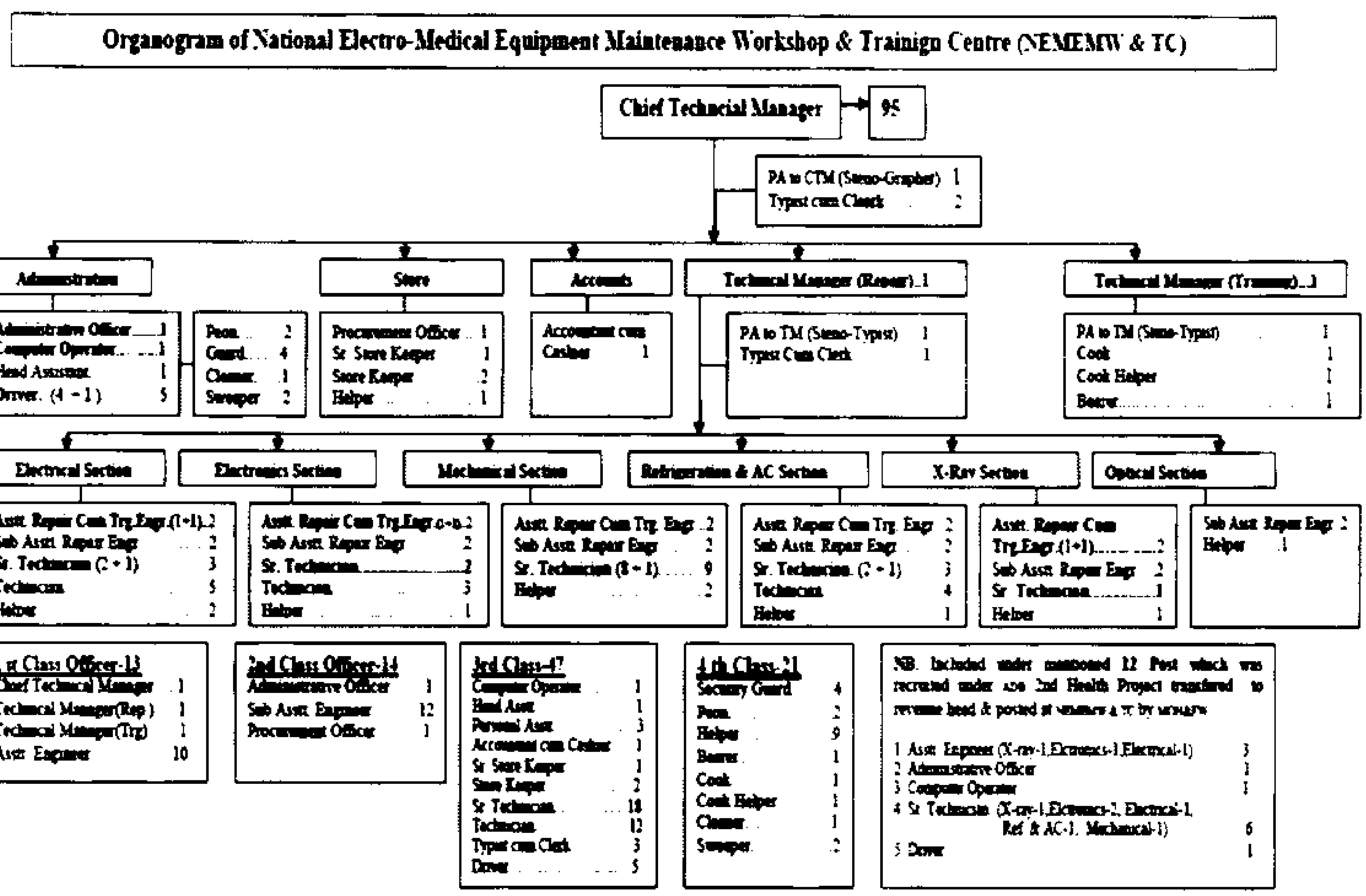

সংগঠনের কার্যাবলিঃ

(ক) দেশের সরকারি হাসপাতালসমূহের মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপন করা।
(খ) মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের সুষ্ঠুভাবে যন্ত্রপাতি ব্যহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

মেরামত কার্যাবলি ছাড়াও নিমিউ এন্ড টিসি নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করে থাকেঃ

১। চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় ভান্ডার, বিভিন্ন প্রকল্প ও হাসপাতাল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী বিশেষজ্ঞের চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রপাতির কারিগরি স্পেসিফিকেশন তৈরী করা ।
২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত দর প্রস্তাবের কারিগরি মূল্যায়ন এবং অনুরুপ কাজে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
৩। ক্রয়কৃত/আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির গুনগতমান নিশ্চিতকরণ ও কারিগরি বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করা।
৪। সংগৃহীত যন্ত্রপাতির সার্ভে করা ।
৫। নতুন হাসপাতাল যন্ত্রপাতি স্থাপন কার্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা।
৬। অনুদান প্রাপ্ত মেডিকেল যন্ত্রপাতি স্থাপনকরণ।
৭। অমেরামতযোগ্য হাসপাতাল যন্ত্রপাতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

যন্ত্রপাতি মেরামত-
নিমিউর ০৬টি শাখার মাধ্যমে মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষনাবেক্ষণ ও স্থাপন করে থাকে
ক) ইলেক্ট্রনিক্স শাখা খ) এক্স-রে শাখা গ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন শাখা
ঘ) মেকানিক্যাল শাখা ঙ) ইলেকট্রিক্যাল শাখা চ) অপটিক্যাল শাখা ।

মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত সংক্রান্ত ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরের প্রতিবেদন

ক্রঃনং	শাখার নাম	মেরামতকৃত মেশিনের সংখ্যা	মেরামত ব্যয়
১	ইলেক্ট্রনিক্স	৪১টি	৬,২১,০২০.০০
২	এক্স-রে	১৯টি	১১,০৭,৫০০.০০
৩	রেফ্রিজারেশন এন্ড এযারকন্ডিশন	১৮২টি	২,৬৭,২৩০.০০
৪	মেকানিক্যাল	১১৬টি	৩৯,১৯,৪০২.০০
৫	ইলেকট্রিক্যাল	২৬টি	৩,১৫,৫৭০.০০
৬	অপটিক্যাল	০টি	--
	সর্বমোট ঃ	**৩৮৪টি**	**৬২,৩০,৭২২.০০**

প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ

১। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার এর নির্দেশ মোতাবেক টেকনিক্যাল ম্যানেজার (ট্রেনিং) শাখা প্রধানগণের সাথে পরামর্শ করে প্রশিক্ষণের সিলেবাস প্রণয়ন করেন। সিলেবাস অনুযায়ী কোর্স কোঅর্ডিনেটর, রির্সোস পার্সন মনোনয়ন করে প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল তৈরীর পর টেকনিক্যাল ম্যানেজার (ট্রেনিং) এর তত্ত্বাবধানে মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন ও স্থাপন এর উপর মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২। পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট,বাংলাদেশ জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,মিরপুর,ঢাকা এবং বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকাতে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক

যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)

যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে টেমোর কার্য্যক্রম শুরু হয়। সমগ্র বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব খাতভুক্ত যানবাহন মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়।

(১) ১৯৮০ সালে টেমোকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

(২) ১৯৮২ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক এই ওয়ার্কসপের কিছু কারিগরী জনবল অবলুপ্ত করতঃ টেমোর সাংগঠনিক কাঠামো ছোট করা হয়।

(৩) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং প্রশা-২/যান-১/৯৭/১৯৫/৩২০ তাং ৮/৩/০৫ এর মাধ্যমে প্রণীত অফিস আদেশ অনুযায়ী টেমো কর্তৃক যানবাহনের মেরামত কাজ সম্পাদিত হচেছ।

(৪) এই অফিস আদেশ অনুযায়ী টেমো কর্তৃক শুধুমাত্র ঢাকা ও ঢাকার নিকটস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ টি রাজস্ব খাতভুক্ত যানবাহনের মেরামত কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

(৫) এই সমস্ত যানবাহনের অধিকাংশই ২০ থেকে ২৫ বছরের পুরাতন। ফলে বিভিন্ন সময় গাড়ির বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়ায় ঘন ঘন গাড়িগুলি মেরামতের জন্য টেমোতে প্রেরিত হয়। এতে গাড়িসমূহের মেরামত ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না বিধায় অতি পুরাতন গাড়িগুলি পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

(৬) টেমোতে ৫ টি কারিগরী শাখা রয়েছে। ৫ টি শাখার মধ্যে ৪ টি শাখা গাড়িসমূহের হালকা ও ভারী মেরামত কাজ সম্পাদন করে। অন্য ১ টি শাখা গাড়ির ইলেকট্রিক কাজ সম্পাদন করে। প্রতিটি শাখায় সিনিয়র মেকানিক, জুনিয়র মেকানিক ও ক্লিনার রয়েছে।

(৭) টেমোর কার্যক্রম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অডিট শাখা কর্তৃক আভ্যন্তরীণভাবে নিরীক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সাফল্যঃ

১) একটি সফট ওয়ারের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে গাড়ি মেরামতের রেকর্ড, ক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২) টেমো ওয়ার্কসপের পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বের এক একর জায়গায় অবৈধ দখলদারদারে হাত থেকে উদ্ধার করে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে ।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২, এখানে স্থাপিত হয়েছে দেশের প্রথম বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (অ্যানসিলারী ভবন)

জাতীয় নাক, কান ও গলা বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট, তেজগাও, ঢাকা

জাতীয় নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ

লালমনিরহাট ডায়াবেটিক হাসপাতাল

খিলগাঁও (মুগদা) ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল

পাবনা মেডিকেল কলেজ (একাডেমী ভবন)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তালিকা

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন নং	ই-মেইল
	মন্ত্রীর দপ্তর		
১.	মাননীয় মন্ত্রী	৯৫৭৪৪৮৮ ৯৫৭৪৪২২	minister@mohfw.gov.bd
২.	কাজী এ কে এম মহিউল ইসলাম যুগ্মসচিব ও মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৯৫১৪৮৮১	psminister@mohfw.gov.bd
৩.	পরীক্ষিৎ চৌধুরী, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা	৯৫৪০২২৪	prominister@mohfw.gov.bd
	প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর		
৪.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৯৫৪৫৫১৫	stminister@mohfw.gov.bd
৫.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	৯৫৪০৪৬১	psstminister@mohfw.gov.bd
	সচিবের দপ্তর		
৬.	জনাব এম. এম. নিয়াজউদ্দিন সচিব	৯৫৭ ৪৪৯০ ৯৫৪ ০৪৬৯	secretary@mohfw.gov.bd
৭.	জনাব সৈয়দ আলী আহসান সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	৯৫৪ ০৭০৮	pssecretary@mohfw.gov.bd
	শৃংখলা অনুবিভাগ		
৮.	জনাব এ. এম. বদরুদ্দোজা অতিরিক্ত সচিব	৯৫৪০০৬৩	adllsecretary@mohfw.gov.bd
৯.	সৈয়দা আনোয়ারা বেগম যুগ্মসচিব (শৃংখলা)	৯৫৪৯০৩৪	jsdisc@mohfw.gov.bd
১০.	বেগম ফারজানা সুলতানা সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃংখলা-১)	৯৫৪৬৬৫৫	sasdisc1@mohfw.gov.bd
১১.	হাছিনা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃংখলা-২)	৯৫৪৫০২৮	sasdisc2@mohfw.gov.bd
১২.	জনাব গৌতম আইচ সরকার যুগ্ম সচিব (আইন অধিশাখা)	৯৫৪০৪৯৩	law@mohfw.gov.bd
	প্রশাসন অনুবিভাগ		
১৩.	জনাব এ এন সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	৯৫৪০২৮২	addladmin@mohfw.gov.bd
১৪.	বেগম মাহমুদা আকতার যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৯৫৪০২০৪	jsadmin@mohfw.gov.bd
১৫.	জনাব বাসুদেব গাঙ্গুলী যুগ্মসচিব (পার)	৯৫৪০২০৬	jsper@mohfw.gov.bd
১৬.	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	৯৫৭ ৭৯৮৫	sasadmin1@mohfw.gov.bd
১৭.	জনাব এ. কে. এম. মুখলেছুর রহমান উপ সচিব (প্রশাসন-২)	৯৫৪০৭২১	dsadmin2@mohfw.gov.bd

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন নং	ই-মেইল
১৮.	জনাব হুমায়ুন কবির উপ সচিব (প্রশাসন-৩) (কাউন্সিল শাখা)	৯৫৭৭৯৭৯	council@mohfw.gov.bd
১৯.	জনাব ফাতেমা রহিম ভীনা উপ সচিব (প্রশাসন-৪) (মনিটরিং ও সমন্বয়)	৯৫৪০৩৬২	monitor@mohfw.gov.bd
২০.	জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী উপ-সচিব (পার-১)	৯৫৭ ৭৯৮৪	dsper1@mohfw.gov.bd
২১.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর উপ-সচিব (পার-২)	৯৫৪ ০৪৪৮	dsper2@mohfw.gov.bd
২২.	খালেদা আক্তার উপসচিব (পার-৩)	৯৫৪৯১২৮	dsper3@mohfw.gov.bd
২৩.	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী উপসচিব (পার-৪)	৯৫৪৫১৩৪	dsper4@mohfw.gov.bd
২৪.	বেগম নুসরাত আইরিন সিনিয়র সহকারী সচিব (পার-৫)	৯৫৪০৯৫৫	sasper5@mohfw.gov.bd
২৫.	জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	৯৫৫১৪৪২	sa@mohfw.gov.bd
২৬.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫৫৬৯৮৬	accoffi@mohfw.gov.bd
	হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগ		
২৭.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন যুগ্মসচিব (হাসঃ ও নার্সিং অনুবিভাগ)	৯৫৭ ৭৯৭৮	jshosp@mohfw.gov.bd
২৮.	জনাব ইফতেখার উদ্দীন খান যুগ্মসচিব (হাসপাতাল)	৯৫৭৭৯৮১	dshosp@mohfw.gov.bd
২৯.	ডাঃ কাজী মোস্তফা সারোয়ার যুগ্মসচিব (হাসপাতাল-৪)	৯৫৬৭৬০০	dshosp4@mohfw.gov.bd
৩০.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম উপসচিব (নার্সিং ও জিআই)	৯৫৪৫৩২৯	dsnurs@mohfw.gov.bd
৩১.	জনাব মোঃ রমজান আলী উপসচিব (হাসপাতাল-১)	৯৫৪৯৬৬৯	sashosp1@mohfw.gov.bd
৩২.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক উপ-সচিব (হাসপাতাল-২)	৯৫৫৬৯৮৯	sashosp2@mohfw.gov.bd
৩৩.	কাজী নুরুন্নাহার সিনিয়র সহকারী সচিব (হাসপাতাল-৩)	৯৫৪৯১৯২	sashosp3@mohfw.gov.bd
৩৪.	জনাব গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং)	৯৫৪৫৭৭৯	sasnurs@mohfw.gov.bd
	উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ		
৩৫.	জনাব মোঃ আইয়ুবুর রহমান খান অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা)	৯৫১৪৭৪৪	addsecdevme@mohfw.gov.bd
৩৬.	জনাব মতিউর রহমান, যুগ্মসচিব (চিশিজ)	৯৫৪০৯৭৮	dsme@mohfw.gov.bd
৩৭.	জনাব মোঃ রেজাউল আলম সিনিয়র সহকারী সচিব (চিশিজ-১)	৯৫৪০৭৩০	
৩৮.	বদরুন নেছা যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)	৯৫৪০৯২৬	dsdev@mohfw.gov.bd
৩৯.	(নির্মাণ অধিশাখা)	৯৫৭৭৯৮৯	dscons@mohfw.gov.bd
৪০.	জনাব রেজওয়ানুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ)	৯৫৪০৬৪৫	sasproc@mohfw.gov.bd

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন নং	ই-মেইল
৪১.	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৯৫৪ ০৯২২	sasmain@mohfw.gov.bd
৪২.	বেগম মাহফুজা আকতার সিনিয়র সহকারী সচিব (চিশিজ-২)	৯৫৪০৬৯০	sasme2@mohfw.gov.bd
	জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ		
৪৩.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)	৯৫৪০৬৩৭	jswho@mohfw.gov.bd
৪৪.	জনাব সুভাষ চন্দ্র সরকার যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য)	৯৫১১০৭২	dsph@mohfw.gov.bd
৪৫.	জনাব মোঃ আজম-ই-সাদত উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)	৯৫৪০৭৮৭	dswho@mohfw.gov.bd
৪৬.	জনাব মনোজ কুমার রায় উপ- সচিব (জনস্বাস্থ্য-১)	৯৫৬৭২৫২	sasph1@mohfw.gov.bd
৪৭.	বেগম ইফফাত আরা মাহমুদ উপ- সচিব (জনস্বাস্থ্য-২)	৯৫১৫৫৩১	sasph2@mohfw.gov.bd
৪৮.	জনাব মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-৩)	৯৫৫০৬৬৬	dsph3@mohfw.gov.bd
৪৯.	ডাঃ মোঃ সায়েদুল ইসলাম উপ- সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১)	৯৫৭০১২৯	saswho1@mohfw.gov.bd
৫০.	বেগম নাঈমা হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২)	৯৫৪০২৫৫	saswho2@mohfw.gov.bd
	পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ		
৫১.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	৯৫৪৬৬৯৫	jsfwp@mohfw.gov.bd
৫২.	কুলসুম বেগম যুগ্মসচিব (পরিবার কল্যাণ)	৯৫৭৭৯৮০	dsfw@mohfw.gov.bd
৫৩.	জনাব এ ইউ এস এম সাইফুল্লাহ যুগ্মসচিব (পরিবার কল্যাণ -১)	৯৫৪০১০৯	dsfw1@mohfw.gov.bd
৫৪.	জনাব মঈনউদ্দিন আহমদ উপ সচিব (পরিবার কল্যাণ-২)	৯৫৪০৮৬৪	sasfw2@mohfw.gov.bd
৫৫.	সুরাইয়া বেগম সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩) কাউন্সিল শাখা	৯৫১৫৩৩৯	
	আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ		
৫৬.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)	৯৫৭০০৯১	jsfma@mohfw.gov.bd
৫৭.	রাশিদা বেগম যুগ্মসচিব (প্রবা)	৯৫৪০১৪০	dspi@mohfw.gov.bd
৫৮.	জনাব মোঃ আবুল কাশেম ভূইয়া উপসচিব (এফ এম এ ইউ)	৯৫৪৫৭০৬	fmaumohfw@yahoo.com
৫৯.	বেগম আবেদা আকতার উপসচিব (বাজেট অধিশাখা)	৯৫১২২১২	sasadmin3@mohfw.gov.bd
৬০.	বেগম শাহনাজ সামাদ উপসচিব (অডিট অধিশাখা)	৯৫১১০২৭	dsadmin4@mohfw.gov.bd
৬১.	বেগম সালমা সিদ্দিকা মাহতাব সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রবা-১)	৯৫৪৯৫৫৩	dspi1@mohfw.gov.bd
৬২.	জনাব সুশীল কুমার পাল সহকারী সচিব (প্রবা-২)	৯৫৫৭১৪৪	saspi2@mohfw.gov.bd

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন নং	ই-মেইল
৬৩.	বেগম হুমায়রা সুলতানা উপসচিব (প্রবা-৩)	৯৫৪৯৫৪০	saspi3@mohfw.gov.bd
	পরিকল্পনা অনুবিভাগ		
৬৪.	নিরু শামছুন নাহার যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা)	৯৫৪০৬৮৫	jcplann@mohfw.gov.bd
৬৫.	ডাঃ মোহাম্মদ খায়রুল হাসান উপপ্রধান (স্বাস্থ্য)	৯৫৫৯১০৮	dchealth@mohfw.gov.bd
৬৬.	জনাব মোঃ ইউনুছ মিয়া উপপ্রধান (পরিবার কল্যাণ)	৯৫৫৯৬৬৬	dcfw@mohfw.gov.b
৬৭.	জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-১)	৯৫১৪০৯২	sachealth1@mohfw.gov.bd
৬৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-২)		sachealth2@mohfw.gov.bd
৬৯.	সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৩)	৯৫৪০৬৯৭	sachealth3@mohfw.gov.bd
৭০.	সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৪)	৯৫৪৫১৮২	sachealth4@mohfw.gov.bd
৭১.	জনাব মোঃ হুজুর আলী সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৫)	৯৫৭০৬৬২	sachealth5@mohfw.gov.bd
৭২.	বেগম সাবিনা ইয়াসমিন সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৬)	৯৫৪৫৫৮১	sachealth6@mohfw.gov.bd
৭৩.	জনাব মোঃ জারিয়াব হোসেন	৯৫৪০২৫২	sachealth7@mohfw.gov.bd
৭৪.	বেগম মরিয়ম বেগম, সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৮)		sachealth8@mohfw.gov.bd
৭৫.	বেগম কামরুন নাহার সুমি সহকারী প্রধান (পক-১)	৯৬৬৫৩১৩	sacfw1@mohfw.gov.bd
৭৬.	বেগম শিরিন আখতার সিনিয়র সহকারী প্রধান (পক-২)		sacfw2@mohfw.gov.bd
৭৭.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম সহকারী প্রধান (পক-৩)	৯৫৬২০৫৭	sacfw3@mohfw.gov.bd
৭৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান (পক-৪)	৯৫৬২০৫৭	sacfw4@mohfw.gov.bd
৭৯.	বেগম নাজমুন আরা সুলতানা সহকারী প্রধান (পক-৫)	৯৫৪০২৩৫	sacfw5@mohfw.gov.bd
৮০.	জনাব মোঃ নাজমুল হাসান সহকারী প্রধান (পক-৬)		sacfw6@mohfw.gov.bd
৮১.	সিনিয়র সহকারী প্রধান (পক-৭)		sacfw7@mohfw.gov.bd
৮২.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সিনিয়র সহকারী প্রধান (পক-৮)	৯৫৫৮৬৬৭	sacfw8@mohfw.gov.bd
	স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি		
৮৩.	জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম মহাপরিচালক(যুগ্মসচিব)	৯৫৮ ৬৮২২	
৮৪.	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান পরিচালক (গবেষণা) (উপসচিব)	৯৫১ ৪৫৬৪	
৮৫.	জনাব মোঃ সোলেমান খান পরিচালক (প্রশাসন ও ট্রেনিং) (উপসচিব)	৯৫৮ ২৩৫৪	

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন নং	ই-মেইল
৮৬.	ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম উপ-পরিচালক-১	৯৫৮ ৬৮২০	
৮৭.	ডাঃ আহমেদ মোস্তফা সিনিয়র সহকারী প্রধান-২	৯৫৮ ৬৮২১	
৮৮.	মোঃ আবদুল হামিদ মোড়ল সহকারী প্রধান-৩	৯৫৭ ০৬৪১	
৮৯.	ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান উপ-পরিচালক-৪	৯৫৮৬৮২০	
	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট		
৯০.	ডাঃ মোঃ সাজেদুল হাসান উপপ্রধান (যুগ্মসচিব)	৯৫৪৫৪৬১	shanu465@yahoo.com
৯১.	জেসমিন নাহার সিনিয়র সহকারী প্রধান	৯৫৪৬৬৯৮	jesminnahar02@yahoo.com
৯২.	জনাব মোহাঃ মাহফুজুর রহমান সিনিয়র সহকারী প্রধান	৯৫৪৫১৪১	moni_rahman06@yahoo.com
৯৩.	বেগম ফিরোজা বেগম সহকারী প্রধান ও ডিপিএম	৯৫৪০৩২৪	fsarker20@gmail.com